ইকামতে দাঁড়াবার সঠিক নিয়ম

www.sahihaqeedah.com

মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর

সহীহ্ হাদিসের আলোকে

ইকামতে দাঁড়াবার সঠিক নিয়ম

www.sahihaqeedah.com

গ্রন্থনায়

মুহাম্মাদ শহিদুল্লাহ্ বাহাদুর

সম্পাদনা

মাওলানা আবুল আসাদ মুহাম্মদ জোবাইর রযভী

পৃষ্ঠপোষকতা ঃ

পীরজাদা মাওলানা খন্দকার গোলাম মোস্তফা আল-কাদরী

পরিবেশনায়

ইমাম আযম (রহঃ) রিসার্চ সেন্টার, বাংলাদেশ।

www.sahihaqeedah.com

সহীহ হাদিসের আলোকে

ইকামতের সময় দাঁড়াবার সঠিক নিয়ম

গ্রন্থনা ও সংকলনেঃ
মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর

সম্পাদনায়ঃ
আল্লামা আবুল আসাদ মুহাম্মাদ জোবাইর রযভী (মা.জি.আ.)
খতিব, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া দায়েম নাজির জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম।
আরবী প্রভাষক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
নিরীক্ষণেঃ
আল্লামা হাফেয আশরাফুজ্জামান আল-কাদেরী (মা. জি. আ)
মুহাদিস, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম ।

উৎসর্গ ঃ
আমার শ্রদ্ধেয় মরহুমা নানী মোসাঃ নূর জাহান (রহ.)'র মাগফিরাত কামনায়।

গ্রন্থস্বত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত ।
নাম করণে ঃ সৈয়দা হাবিবুন্নেছা দুলন ।
প্রথম প্রকাশ ঃ
২০ ডিসেম্বর, ২০১৬ইং
পরিবেশনায় ঃ ইমাম আযম (রহ.) রিসার্চ সেন্টার, বাংলাদেশ ।

পৃষ্ঠপোষকতাঃ
পীরজাদা মাওলানা খন্দকার গোলাম মোস্তফা আল-কাদরী
গোড়াই নাজিরপাড়া দরবার শরীফ, উপজেলা, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।

শুভেচ্ছা হাদিয়া ৬৫/= টাকা মাত্র

যোগাযোগ ঃ দেশ-বিদেশের যে কোন স্থানে বিভিন্ন সার্ভিসের মাধ্যমে কিতাবটি সংগ্রহ করতে মোবাইল ঃ 01842- 933396

ভূমিকা

আল্লাহ তা'য়ালার মহান দরবারে অসংখ্য কৃতজ্ঞতাসহ সিজদা আদায়ের পর, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম উপঢৌকন মহানবি হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর পুণ্যময় চরণে লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম পেশ করছি। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমার এই পুস্তকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করছি, যেটি যুগযুগ ধরে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় সত্য বলে মেনে এসেছে। আর তা হল ইকামত চলাকালিন ইমাম উপস্থিত না থাকলে কেহ ইমাম আগমনের আগ পর্যন্ত দাঁড়াবে না এবং ইমাম উপস্থিত থাকলে ইমাম ও মুসল্লিগণ 'হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ' বা হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলার সময় দাঁড়াবে। অর্থাৎ মূল কথা হল ইকামত দিলেই দাঁড়বে না নির্দিষ্ট সময় ছাড়া। আধুনিক সভ্যতার এই যুগে এসে কিছু কথিত জ্ঞানপাপী ইমাম ও মুসল্লীগণ সহীহ হাদিসের দোহাই দিয়ে নিজেই সহীহ হাদিস বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। তারা ইকামত দিয়ে দেলেই মুসল্লিদেরকে কাতার সোজার নসিহত করেন! অথচ আমরা রাসূল (ﷺ) এর আদর্শে দেখি তিনি ইকামতের পরে কাতার সোজার তাগিদ দিতেন যা আমি এ কিতাবে দীর্ঘ আলোকপাত করেছি। তাই আমি (যারা সুন্নাত বিরোধী এ কাজে লিপ্ত) তাদেরকে বলবো আপনারা কী কৌশলে নবীজী থেকেও ইসলাম বেশী বুঝার দাবী করছেন? আমাদের দেশের দেওবন্দী ওলামায়ে কেরামগণ নিজেদেরকে সব সময় কট্টর হানাফী মাযহাবের অনুসারী হওয়ার দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও দেখি এই মাস'য়ালায় ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র এবং তার সাথীদের অনুসরণের কোন গুরুত্ব নেই। অথচ তিন ইমামের (আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ এর) ফাতওয়া হল ইকামতে **'হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ'** বলার সময় ইমাম ও মুসল্লিগণ দাঁড়াবেন। এ সব দীপ্তমান আক্বিদার বিষয়গুলির প্রতি নানা অভিযোগ উত্থাপন করে সরলমনা মুসলিম জাতিকে বিভ্রান্ত করছে প্রতিনিয়ত। এই বিভ্রান্তি থেকে সহজ সরল মুসলমানদের সতর্কতার লক্ষ্যে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। আমার শ্রদ্ধেয়া বোন সৈয়দা হাবিবুন্নেছা দুলন এ পুস্তকের নামকরণ করেছেন 'সহীহ হাদিসের আলোকে **'ইকামতের দাঁড়াবার সঠিক নিয়ম'**। গ্রন্থাকারে রূপদেয়ার পর বইজুড়ে অনুপম নজর দিয়ে আমাকে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করে রেখেছেন, আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরতুলহাজ্ব আল্লামা হাফেয আশরাফুজ্জামান আল-কাদেরী এবং আল্লামা আবুল আসাদ মুহাম্মাদ জোবাইর রযভী (মা.জি.আ)। বইয়ের বাংলা বানান সংশোধনীতে কৃতার্থ করেছে, মাওলানা আবদুল আজিজ রজভী ভাই।

প্রিয়পাঠক! আশা করি, নাতিদীর্ঘ এই পুস্তকটি পরোপুরি পড়ে বিবেকের আদালতে মুখোমুখি হবেন। এতে আপনার অন্তর চক্ষু খোলে যাবে, ইনশাআল্লাহ! সফলতার মুখ দেখবে আমার পরিশ্রম।

অধম রচয়িতা মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর

তারিখ.৯.০২.১৭ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা/
ইবাদত আদায়ে কাকে অনুসরণ করবেন?/৫
প্রাথমিক যুগে সাহাবায়ে কেরামের দাঁড়ানোর অবস্থা/৮-১২
তাহলে রাসূল (ﷺ) কখন এসে মুসল্লায় দাঁড়াতেন ?/১২
ইমাম হুজরা হতে আগমনের পূর্বেই দাড়িঁয়ে যাওয়া প্রসঙ্গ/২১
ইমাম মসজিদের উপস্থিত না থাকলে ইকামত দেয়া প্রসঙ্গ/২৩
ইমাম মসজিদে উপস্থিত থাকলে/ ২৫
ইমাম হুসাইনের সৈনিকদের প্রতি নির্দেশনা/২৭
জান্নাতের যুবকদের সর্দার ইমাম হাসান (رضي الله عنه) এর অভিমত ও কর্ম/৩২
ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (رضي الله عنه) এর বক্তব্য/৩৩
মুজতাহিদ ফকীহ সাহাবী ইবনে উমর (رضي الله عنه) এর ফাতওয়া মোবারক/৩৪
াদেমুর রাসূল (ﷺ) হযরত আনাস (رضي الله عنه) এর আমল/৩৬
ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (رضي الله عنه) এর ফাত্ওয়া/৩৯
ইসলামের পঞ্চম খলীফা হযরত উমর বিন আব্দুল আযিযের (رضي الله عنه) এর ফাত্ওয়া/৪২
বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী (رضي الله عنه) এর ফাতওয়া/৪২
তাবেয়ীকূল শিরমণি হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (رضي الله عنه) এর ফাতওয়া/৪৪
বিখ্যাত তাবেয়ী আতা ইবনে রাবাহ (رحمه الله) এর ফাতওয়া/৪৬
বিখ্যাত তাবেয়ী ফকিহ হিশাম ইবনে উরওয়া (رحمه الله) এর ফাতওয়া/৪৭
*তাবেয়ীকূল শিরমণি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (رحمه الله) এর ফাতওয়া/৪৮
ইকামতের শুরুতেই দাড়িঁয়ে যাওয়াকে সাহাবী তাবেয়ীগণ অপছন্দ করতেন/৪৮
বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম জুহুরী (رحمه الله) এর ফাতওয়া/৪৯
বিখ্যাত তাবেয়ী ইবরাহিম নাখঈ (رحمه الله) এর ফাতওয়া ও আমল/ ৫০
একটি সংশয়ের নিরসন: তাকবীরে তাহরীমা বাঁধার সময়সীমা/৫২
বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম আযম আবু হানিফা (رحمه الله) এর ফাতওয়া/ ৫৮
ইকামত চলাকালিন ইমামের অপেক্ষায় দাঁড়ানো মাকরুহ/৬১
হানাফী ফিকহের আলোকে ইকামতে দাঁড়াবার সঠিক সময়/৬৩
এক নজরে বাকি চার মাযহাবের ইমামদের অবস্থান/৭০
হাম্বলী মাযহাবের অবস্থান/৭১
মালেকী মাযহাবের অভিমত/৭১
শাফেয়ী মাযহাবের অবস্থান/ ৭২
সকল মুসলিম ভাইদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ/৭৩
রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাতকে জিন্দা করা ১০০ শত শহীদের সাওয়াব/৭৪
ইকামতের পরে কী কাতার সোজা করার কথা বলা যায় না?/৭৬

www.sahihaqeedah.com

ইবাদতে কাকে অনুসরণ করবেন?

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কালামুল্লাহ শরিফে ইরশাদ করেন-

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ -"তোমরা নামায কায়েম কর।"[১] কিন্তু নামায কিভাবে আদায় করবে তা মহান রব তা'য়ালা কোরআনে বিস্তারিত কিছুই বলেননি। তাই নামায আদায় করার বিস্তারিত নিয়ামাবলি রাসূলে করিম ﷺ থেকে শিখতে হবে। যেমন : হযরত মালেক ইবনে হুয়ারেস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে করিম ﷺ ইরশাদ করেন-

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

-"আমাকে যেভাবে নামায আদায় করতে দেখো, তোমরা সেভাবে নামায আদায় কর।"[২] তাই আমাদেরকে নামায আদায়ের জন্য সরাসরি রাসুল (ﷺ) কে অনুসরণ করতে হবে। রাসুল (ﷺ)-এর পরে তাঁর সাহাবীদের অনুসরণ করতে হবে। রাসুল (ﷺ) উম্মতে মুহাম্মাদীর ৭৩ দলের মধ্যে নাজাত প্রাপ্ত ১টি দলের পরিচয় তুলে ধরে তিনি বলেন-

قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

-"আমি এবং আমার সাহাবিগণ যে মত ও পথের উপর থাকবো সেই দলেই জান্নাতী।"[৩] তাই আমাদের নামাযের অনুসরণ সাহাবাদের পদ্ধতির সাথে মিল আছে কিনা তাও দেখতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম থেকে যারা শেখেছেন অর্থাৎ তাবেয়িগণ তাদের ইজতেহাদও দেখতে হবে তারা ইবাদতের সকল নিয়ম সাহাবিদের থেকেই শিখেছেন। কোরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরামের সাথে সাথে আমরা আহলে বায়'আতকেও মানতে হবে। হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হুযুর (ﷺ) কে বিদায় হজ্বে আরাফাতের দিন তাহার কাসওয়া উষ্ট্রীর পিঠে সাওয়ার অবস্থায় ভাষণে তিনি এক পর্যায়ে বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابَ اللَّهِ وعترتي أهل بيتي. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

---

১ . সূরা আনআম, আয়াত, ৭২

২ .ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৮/৯পৃ. হা/৬০০৮, সহীহ মুসলিম, হা/৬০৪, সহীহ ইবনে খুজায়মা, হা/৩৯৭, সুনানে দারেমী, ২/৭৯৬পৃ. হা/১২৮৮, ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ২/৪৮৬পৃ. হা/৩৮৫৬, ইমাম ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, ৪/৫৪১পৃ. হা/১৬৫৮, সুনানে দারেকুতনী, হা/১০৬৮

৩ . খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬১ পৃ, কিতাবুল ই'তিসাম, হা/১৬১, তিরমিযি, আস-সুনান, ৫/২৬ পৃ, হা/২৬৪১, বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ১/২১৩পৃ, হা/১০৪, আলবানী এই সনদটিকে 'হাসান' বলেছেন।

-"হে মানুষ সকল! আমি তোমাদের মধ্যে এমন দুটি ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা মযবুতভাবে ধরে রাখ, তবে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হল আল্লাহর কিতাব এবং আমার আহলে বায়'আত।"[৪] এ হাদিসটির সনদকে ইমাম তিরমিযী 'হাসান' বললেও অনেক ইমাম সহীহ বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারে সর্বাধিক সহীহ সনদ রয়েছে যা সাহাবি হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (رضي الله عنه) বর্ণনা করেছেন।[৫] অপরদিকে মহান রব মহান আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

-"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা আদেশ প্রধান কারী (মুজতাহিদ ফকিহ) রয়েছেন তাদের অনুসরণ কর।"[৬]
উক্ত আয়াতে মহান রব (ﷻ) কুরআন সুন্নাহের আনুগত্যের পরেও মুজতাহিদ ফকীহগনকে অনুসরণের কথা বলেছেন।

১. যেমন (أُولِي الْأَمْرِ) আদেশ দাতার ব্যাখ্যায় ইমাম হাকেম নিশাপুরী (رحمه الله) (ওফাত. ৪০৫হি.) তাঁর বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থে উল্লেখ করেন-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: ٥٩] قَالَ: أُولِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ-

-"বিশিষ্ট সাহাবী হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) সুরা নিসার ৫৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, (কুরআন সুন্নাহের পর) উত্তম ও মুজতাহিদ ফকীহগণের আনুগত্য কর।"[৭] ইমাম হাকেম নিশাপুরী (رحمه الله) সনদটিকে সহীহ বলেছেন; আর ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

২. ইমাম মুনযিরী (ওফাত. ৩১৯হি.) তার তাফসিরে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন-

---

৪. খতিব তিবরিযি, মিশকাত, মানাকিবে আহলে বায়'আত, ৪/৫১৮পৃ. হাদিস/৬১৫২, ইমাম তিরমিযী, আস্-সুনানঃ ৫/৬২১পৃ. হাদিস/৩৭৮৬, আহমদ, আল-মুসনাদ, ৩/১৪পৃ. হাদিসটি আলবানী পর্যন্ত মিশকাতের তাহকীক করতে গিয়ে সহিহ বলেছেন।

৫. সহীহ মুসলিম, ৪/১৪৭৩পৃ. হা/২৪০৮

৬. সূরা নিসা : আয়াত নং- ৫৯

৭. ইমাম হাকেম নিশাপুরী : আল-মুস্তাদরাক : ১/২১১পৃ. কিতাবুল ইলম, হাদিস/৪২২, দারুল কুতুব, ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ. ১৪১১হি. তিনি বলেন সনদ সহিহ, ইমাম তাবারী : তাফসীরে তাবারী : ৪/১৫১পৃ. হাদিস/৯৮৬৭, শাওকানী : ফতহুল কাদীর : ১/৩৮০পৃ.

-"বিশিষ্ট সাহাবি হযরত জাবের (রাঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পর (উলিল আমরে মিনকুম) তথা দ্বীনের মুজতাহিদ ফকিহগণের অনুসরণ কর।"[৮]

লক্ষণীয় একটি বিষয় : সাহাবীদের কুরআনের তাফসীর মারফূ হাদিসের ন্যায়। কেননা তারা নিজ থেকে কোরআনের কোন ব্যাখ্যা দেননা। ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহঃ) (ওফাত. ৪০৫হি.) বলেন- وَتَفْسِيرُ الصَّحَابِيِّ عِنْدَهُمَا مُسْنَدٌ - "ইমাম বুখারী মুসলিমের নিকট সাহাবীদের তাফসীর মারফূ হাদিসের ন্যায়।"[৯]

ইমাম নববী আশ্-শাফেয়ী (রহঃ) (ওফাত. ৬৭৬হি.) বলেন-

وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ: تَفْسِيرُ الصَّحَابِيِّ مَرْفُوعٌ

-"সাহাবীদের কোরআনের কোন ব্যাখ্যা মারফূ হাদিসের ন্যায়।"[১০]

ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহঃ) তাঁর মুস্তাদরাকে ও ইমাম তবারী (রহঃ) তাঁর তাফসীরে এ আয়াতের তাফসীরে রইসুল মুফাস্সির হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে একটি ব্যাখ্যা সংকলন করেন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: ٥٩] يَعْنِي: أَهْلَ الْفِقْهِ وَالدِّينِ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আদেশ দাতা (উলিল আমরি মিনকুম) হলেন, দ্বীনের মুজতাহিদ ফকীহগণ।"[১১]

বুঝতে পারলাম আমরা যে কোন সমাধানের জন্য কোরআন, সুন্নাহ, আহলে বায়'আত, সাহাবায়ে কেরামদের এবং মুজতাহিদ দ্বীনের ফকিহদের অনুসরণ করতে হবে। এই নীতিমালাটি প্রত্যেক মুসলমান ভাইয়ের মনে রাখা জরুরী। আর এই নীতিমালাটি যদি মনে রাখতে পারেন তাহলে কোন মানবরূপী শয়তান আপনাকে ধোঁকা দিতে পারবে না। ইনশাআল্লাহ!

এই নীতিমালার আলোকেই আমি এ কিতাবটি সাজিয়েছি আল্লাহ সকলকে অনুসরণের তাওফিক দান করুন। আমিন

---

৮. মুনযিরী, তাফসীরে ইবনে মুনযির, ২/২৬৬পৃ. হাদিস/১৯৩০, দারুল মা'ছুর, মদিনা শরীফ, আরব, প্রকাশ. ১৪২৩হি.

৯. ইমাম হাকেম নিশাপুরী : আল-মুস্তাদরাক : ১/২১১পৃ. কিতাবুল ইলম, হাদিস/৪২২, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ. ১৪১১হি.

১০. ইমাম নববী : আল-তাক্বরীব ওয়াল তাইসীর : ৩৪পৃ. দারুল কিতাব আরাবী, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ. ১৪০৫হি.

১১. ইমাম হাকেম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক, ১/২১১ পৃ. হাদীস ঃ ৪২৩, প্রাগুক্ত. ইমাম জারীর তাবারী : তাফসীরে তবারী : ৪/১৫১পৃ., আল্লামা ইবনে কাসীর : তাফসীরে কুরআনুল আজীম : ২/২৪৫ পৃ. ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী : তাফসীরে কাবীর : ৪/১১৩ পৃ. শাওকানী : ফতহুল কাদীর : ১/৩৮০পৃ.

www.sahihaqeedah.com

সম্মানিত সাহাবায়ে কেরামের দাঁড়ানোর অবস্থা

নামাযের মধ্যে রুকু-সিজদা কিভাবে করতে হবে, তাশাহুদ পাঠের জন্য কীভাবে বসতে হবে এবং কাতারে কীভাবে দাঁড়াতে হবে ইত্যাদি বিষয় যেমনভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, তেমনিভাবে ইকামতের সময় কখন দাড়াঁতে হবে সে বিষয়টিও রাসূলে করীম ﷺ শিক্ষা দিয়ে গেছেন। ইমাম বুখারী (রহ.) সংকলন করেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি কাতাদা (রা.) তিনি তার পিতা হতে তিনি বলেন রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, যখন ইকামত দেয়া শুরু হবে তখন তোমরা দাঁড়াবে না যতক্ষণ না আমাকে দেখতে পাবে না।"[১২]

ইমাম নাসাঈ (রহ.) সংকলন করেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي خَرَجْتُ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, যখন নামাযের ইকামত দেয়া হবে অতঃপর তোমরা দাড়াঁবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমাকে (হুজরা শরীফ) দেখবে।"[১৩]

এই শব্দে হযরত জাবের বিন সামুরা (রা.) হতে মারফূ সূত্রে আরেকটি হাদিস বর্ণিত আছে।[১৪] হযরত আনাস (রা.) হতেও আরেকটি মারফূ সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত আছে।[১৫] **উপরোল্লেখিত মশহুর পর্যায়ের হাদীস শরীফটি দ্বারা প্রমাণিত হলো ইকামতের পূর্বক্ষণে সাহাবায়ে কেরামগণ মসজিদে কাতারবন্দী হয়ে নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকতেন।** এজন্যই আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামগণকে সম্বোধন করে হুকুম জারি করেছেন, তোমরা নামাযের প্রস্তুতি নিয়ে যেভাবে বসে আছ, সেভাবেই বসে থাক। এমনকি যখন নামাযের জন্য ইকামত শুরু হয়ে যায়, তখনও তোমরা নামাযের জন্য দাড়াঁবে

---

১২. ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ১/১২৯পৃ. হা/৬৩৭-৬৩৮, সহীহ ইবনে খুজায়মা, হা/১৫২৬, সুনানে দারেমী, হা/১২৯৬-১২১৯৭, মুসনাদে আহমদ, ৩৭/৩১৪পৃ. হা/২২৬৩৩, বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ২/৩২পৃ. হা/২২৮৬,

১৩. ইমাম নাসাঈ, আস-সুনান, ২/৩১পৃ. হা/৬৬৭ এবং আস-সুনানিল কোবরা, হা/১৬৬৩, ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ১/৭৩১পৃ. হা/৫৯২

১৪. ইমাম তাবরানী, মু'জামুস সগীর, ১/৪৯পৃ. হা/৪৪

১৫. ইমাম আবু দাউদ তায়লসী, আল-মুসনাদ, ৩/৫১৫পৃ. হা/২১৪০

না, যতক্ষন পর্যন্ত তোমরা আমাকে হুজরা শরীফ থেকে বের হয়ে আসতে না দেখ। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ মোতাবেক সাহাবায়ে কেরামগণ পূর্বক্ষণ হতে ইকামত আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকতেন। যেহেতু আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন-

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا

-"যখন নামাযের জন্য ইকামত শুরু হবে, তখনও তোমরা দাড়াঁইয়ো না।" ইকামতের পূর্বক্ষণ হতে সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) নামাযের অপেক্ষায় বসে না থাকলে আল্লাহর রাসূল ﷺ- فَلَا تَقُومُوا -"তোমরা দাঁড়াইয়ো না" - এ নির্দেশ জারি করা হত না।

অথবা ইসলামের প্রাথমিক যুগে একদল সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) ইকামতের শুরুতে দাঁড়িয়ে যেতেন, তাই আল্লাহর রাসূল ﷺ নির্দেশ জারি করে বলেন, "ইকামতের শুরুতে দাঁড়াইয়োনা, বরং বসে থাক, যতক্ষন পর্যন্ত তোমরা আমাকে হুজরা শরিফ থেকে বের হয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে না দেখ"। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি (رحمه الله) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেন-

وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ سَاعَةَ تُقَامُ الصَّلَاةُ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ

-"নিশ্চয় লোকেরা (সাহাবীরা) নামাজের জন্য (ইকামত চলাকালিন) দাঁড়িয়ে যেতেন অথচ রাসূল (ﷺ) বের হননি। অতঃপর তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা হল।"[১৬]

আহলে হাদিসদের ইমাম শাওকানী উপরের হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেন-

وَفِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ «أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ سَاعَةَ تُقَامُ الصَّلَاةُ، وَلَوْ لَمْ يَخْرُجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَقَعَ لَهُ شُغْلٌ يُبْطِئُ فِيهِ عَنِ الْخُرُوجِ فَيَشُقُّ عَلَيْهِمُ الِانْتِظَارُ.

-"হযরত কাতাদা (رضي الله عنه) এর হাদিস থেকে বুঝা যায় সাহাবিরা রাসূল (ﷺ) হুজরা শরিফ হতে বের হওয়ার পূর্বেই দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাই পরবর্তীতে রাসূল (ﷺ) এরূপ করতে নিষেধ করলেন। কেননা তিনি তখন যে কোন কাজে মননিবেশ থাকতে পারেন।"[১৭]

আহলে হাদিসদের মুহাদ্দিস মোবারকপুরী লিখেন-

---

১৬. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, ২/১২০পৃ.

১৭. শাওকানী, নায়লুল আউতার, ২/৫৭পৃ. এবং ৩/২২৭পৃ. দারুল হাদিস, কায়রো, মিশর।

www.sahihageedah.com

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَمُسْتَخْرَجِ أَبِي عَوَانَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعَدِّلُونَ الصُّفُوفَ قَبْلَ خُرُوجِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُمْ كَانَ يَقُومُونَ سَاعَةً تُقَامُ الصَّلَاةُ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ

-"সহীহ মুসলিম, সুনানে আবি দাউদ এবং মুসনাদে আবি আওয়ানার হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, সাহাবিরা রাসূল (ﷺ) এর বের হওয়ার পূর্বেই কাতারবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যেতেন; যেমনটি হযরত কাতাদা (رضي الله عنه) এর হাদিসে পাকে দেখতে পাই যে সাহাবায়ে কেরাম (প্রাথমিক অবস্থায়) রাসূল (ﷺ) তাঁর হুজরা শরীফ হতে বের হওয়ার পূর্বেই দাঁড়িয়ে থাকতেন (যা রাসূল অপছন্দ করতেন) তাই তিনি এমনটি করতে (পরে) নিষেধ করলেন।"[১৮]

বিখ্যাত হাদিস বিশারদ ও হাদিসের বড় পণ্ডিত তিরমিযি (رحمه الله) এই হাদিস উল্লেখ করে লিখেন-

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَنْتَظِرَ النَّاسُ الإِمَامَ وَهُمْ قِيَامٌ.

-"আহলে ইলম (ইলমে ফিকহ ও হাদিস বিষয়ে অভিজ্ঞগণ) সাহাবিগণ দাঁড়িয়ে ইমামের জন্য অপেক্ষা করাকে অপছন্দ করতেন।"[১৯]

আলোচ্য হাদিস শরিফ দ্বারা আল্লাহর হাবিব ﷺ এর ঘোষণা হল, যখন নামাযের জন্য ইকামত শুরু হবে তখন তোমরা দাঁড়াইয়োনা। অপরদিকে ইমাম ও মুসল্লিগণ নবি করিম ﷺ-এর এ আদেশকে লঙ্ঘন করে দাঁড়িয়ে থাকা সরাসরি নূরনবী ﷺ-এর আদেশ অমান্য করার নামান্তর।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে-নামাযের জন্য সাহাবিরা তাহলে কখন দাড়াঁতেন? হাদিস শরিফের ভাষ্য মোতাবেক আল্লাহর হাবিব ﷺ এর ফরমান-

حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خرجت

-"যতক্ষন পর্যন্ত তোমরা আমাকে হুজরা শরিফ থেকে বের হয়ে আসতে না দেখ।"[২০] এখানে আল্লাহর হাবিব ﷺ হুজরা শরিফ হতে বের হতেন, এ প্রসঙ্গে হাদিস শরিফে আলোচনা হলেও সেটা ইকামতের কোন বাক্যের সময় তা উপরের হাদিসগুলোতে নেই। ইকামতের বাক্যের উপরের আলোচনায় হাদিসেএটাও নেই যে রাসূল (ﷺ) বেলাল (رضي الله عنه) ইকামতের কোন বাক্য বলার সময় মুসল্লায় আসতেন। এবার আমরা কয়েকজন মুহাদ্দিসদের আলোকে

---

১৮. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজি, ১/৫১৩পৃ.
১৯. ইমাম তিরিমিযি, আস-সুনান, ১/৭৩১পৃ. হা/৫০২
২০. ইমাম খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/২১৬পৃ. হা/৬৮৫ (ভারতীয় ছাপা), ৬৭ পৃ.

www.sahihageedah.com

উপরের হাদিসের ব্যাখ্যা আমরা দেখবো; আর এ বিষয়ক হাদিসে পাকও আমরা সামনে উল্লেখ করবো।

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় হানাফী মাযহাবের অন্যতম মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা ক্বারী হানাফী (রহ.) তদীয় "মিরকাত শরহে মিশকাত" নামক কিতাবে উল্লেখ করেন-

وَلَعَلَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْحُجْرَةِ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ فِي الْإِقَامَةِ، وَيَدْخُلُ فِي مِحْرَابِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ قَوْلِهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، وَلِذَا قَالَ أَئِمَّتُنَا: وَيَقُومُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

-'সম্ভবতঃ তিনি (নবী করীম ﷺ) মুয়াজ্জিন ইকামত শুরু করার পর হুজরা শরীফ থেকে বের হতেন এবং 'হাইয়া আলাচ্ছালাহ' বলার সময় মসজিদের মেহরাব (ইমামতির স্থান) প্রবেশ করতেন। এজন্য আমাদের হানাফী মাযহাবের ইমামগণ বলেছেন 'হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ' বলার সময় ইমাম ও মুসল্লিগণ নামাযের জন্য দাড়িঁয়ে যাবেন।'[২১]

তবে উক্ত হাদীস শরীফের (হযরত কাতাদা ﷺ এর) ব্যাখ্যায় পাক-ভারত উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) তদীয় লুমআত শরহে মিশকাত নামক গ্রন্থের ৩য় খন্ডের ৩৫ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন–

قَالَ الْفُقَهَاءِ يَقُوْمُوْنَ عِنْدَ هَذَا قَوْلِه حَيَّ عَلَى الصَّلَاةَ

-"**ফুকাহায়ে কেরাম বা ইসলামী আইন বিশারদগণ বলেছেন, 'মুয়াজ্জিন যখন হাইয়া আলাচ্ছালা বলবেন তখনই ইমাম ও মুসল্লিগণ দাড়িঁয়ে যাবেন।**" (লুমআত) এখানে তিনি 'হাইয়্যা আলাচ্ছালা' বলার সময় দাঁড়ানোর কথা বলেছেন; তবে এ দুটির মধ্যে মূলত কোন বিরোধ নেই। তা সমান্য সময় প্রার্থক্য।

তিনি স্বীয় "আশিয়াতুল লুমআত শরহে মিশকাত" গ্রন্থের ২য় খন্ডের ৯৬ নং পৃষ্ঠায় লিখেন-

فقہائے کرام نے کہا ہے کہ مذہب یہ ہے کہ حی علی الصلوۃ کے نزدیک کھڑا ہونا چاہیے اور شاید کہ حضور علیہ السلام اسی وقت تشریف لاتے ہوں گے۔

---

২১. ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ২/৫৫২পৃ. হা/৬৪৭এর আলোচনা

-"হানাফী ফকীহগণ বলেন যে, আমাদের মাযহাব হলো- হাইয়া আলাচ্ছালা বলার সময় (মুসল্লিগণ নামাযের জন্য দাড়াঁবে) কেননা সম্ভবত এ সময় হুজুর ﷺ নামাযের জন্য তাশরিফ গ্রহণ করতেন।"

উপরোক্ত হাদিস শরিফ ও তার ব্যাখ্যা দ্বারা প্রমাণিত হলো, ইকামতের সময় যখন হাইয়া আলাচ্ছালা বলবে তখনই দাড়াঁনো (নবীজী এই সময় মুসল্লায় এসে পৌছে যেতেন হিসেবে) সুন্নাতে রাসূল ﷺ। এবং ইকামতের শুরু থেকে (কমপক্ষে) হাইয়া আলাচ্ছালা বলার পূর্ব পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে বিভিন্ন হাদিসে পাকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

রাসুল (ﷺ) কখন এসে মুসল্লায় দাঁড়াতেন ?

এবার প্রশ্ন থেকে যায় যে, আমরা তো জানলাম রাসূল (ﷺ) সাহাবীদের জন্য কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করে দিলেন তাকে হুজরা শরীফ হতে ভাল করে বের হতে দেখা পর্যন্ত দাঁড়াবে না, কিন্তু বেলাল (رضي الله عنه) কখন ইকামত দেওয়া শুরু করতেন? রাসূল (ﷺ) হুজরা শরীফে থাকা কালিনই কী তিনি ইকামত শুরু করতেন, না বের হলেই শুরু করতেন। এছাড়া আমরা এখন জানবো যে রাসূল (ﷺ) কখন মুসল্লায় এসে দাঁড়াতেন। উপরের মোল্লা আলী ক্বারী (رحمة الله عليه) এর অভিমতের পাশাপাশি এ বিষয়ে আমরা কয়েকটি হাদিসের পাক দেখবো। তবে তার আগে আল্লাহর রাসূলের বিবি আমাদের মু'মিনদের মা উম্মে হাবীবা (رضي الله عنها) এর একটি বর্ণনা এখন দেখবো।

ক. ইমাম বুখারীর দাদা উস্তাদ ইমাম আব্দুর রায্যাক (ওফাত. ২১১হি.) সংকলন করেন-

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الصَّلْتِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ فِي بَيْتِهَا فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ فَقَالَ كَمَا يَقُولُ: فَلَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، نَهَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ

-"উম্মে হাবিবা (رضي الله عنها) বলেন, রাসূল (ﷺ) ইকামতের আওয়াজ তাঁর হুজরা শরীফে থাকতেই শুনতে পেতেন। অতঃপর যখন 'হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ' বলতেন (তখন হুজরা শরীফ থেকে বের হয়ে) তখন তিনি নামাযের জন্য (মুসাল্লায়) দাঁড়িয়ে যেতেন।"[২২]

খ. ২. ইমাম তাবরানী (ওফাত. ৩৬০ হি.) এই হাদিসটিই সংকলন করেন এভাবে-

---

২২ . ইমাম আব্দুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ১/৪৮১ পৃ. হা/১৮৫১, মাকতাবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الصَّلْتِ يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَيْتِهَا فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ، فَقَالَ كَمَا يَقُولُ، فَلَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ نَهَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ

-"তিনি যথাক্রমে ইসহাক ইবনু ইবরাহিম থেকে তিনি আব্দুর রাযযাক (রহঃ) থেকে তিনি ইবনে তাইমী থেকে তিনি ছেল্‌ত ইবনে দিনার থেকে তিনি আলকামা (রহঃ) হতে তিনি তার মহয়সী মাতা থেকে তিনি উম্মে হাবিবা (রাঃ) হতে তিনি বলেন রাসূল (ﷺ) হুজরা শরীফে অবস্থান করেই ইকামতের আওয়াজ শুনতে পেতেন। অতঃপর মুয়াজ্জিন যখন 'হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ' পর্যন্ত বলায় পৌছে যেতেন এবং রাসূল (ﷺ) নামাযের জন্য মুসল্লায় দাঁড়িয়ে যেতেন।"[২৩] বুঝতে পারলাম দুটি হাদিসের ভাষ্য একই।

হাদিসের সারমর্মঃ এই হাদীস থেকে বুঝা গেল মুয়াজ্জিন নির্দিষ্ট সময়ে ইকামত শুরু করতেন তখন রাসূল (ﷺ) হুজরা শরীফে থেকেই তা শুনতেন, কারণ হুজরা শরীফ মসজিদে নববির সাথে লাগানোই ছিল। আর ইকামত শুরু হলেই রাসূল (ﷺ) বেলালের আওয়াজ শুনলেই তিনি হুজরা শরীফ হতে বের হতেন। এর পূর্বে সাহাবীরা কি করতেন তা সহীহ বুখারীর হাদীস থেকে জানতে পারলাম রাসূল (ﷺ) নিজেই তাকে না দেখা পর্যন্ত দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন। তাহলে এই হাদিসে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে যে রাসূল (ﷺ) নামাযের জন্য 'হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ' এর সময় মুসল্লায় এসে দাঁড়িয়ে যেতেন। তাই আমাদের জন্য ঐ সময়েই দাঁড়ানো সুন্নাত। আর সাহাবীদের আমলের প্রমাণ সামনে পেশ করবো। ইনশাআল্লাহ ! এই হাদিসেই রয়েছে রাসূল (ﷺ) 'হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ' এর সময় নামাযের জন্য মুসাল্লায় এসে পৌছে যেতেন। বুখারী মুসলিমের হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী বুঝি সাহাবীগণ রাসূল (ﷺ) এর মুসল্লায় পৌছার সামান্য পূর্বে দাঁড়াতেন। তাদের জন্য দাঁড়ানোর সময়সীমা হল রাসূল (ﷺ) কে হুজরা শরীফ থেকে বের হতে ভাল করে দেখা। তবে সাহাবীরা যখনই দাঁড়াতেন না কেন রাসূল (ﷺ) 'হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ' এর সময় নামাযের মুসল্লায় এসে পৌঁছতেন যা উপরের এই হাদিস থেকে বুঝতে পারলাম। উপরের হাদিসগুলোর পর্যালোচনায় এই বিষয়টি স্পষ্ট যে সাহাবীরা ইকামত দিলেই দাঁড়াতেন না, (যার বিপরীত আমাদের অনেক মসজিদের ইমাম ও মুসল্লিগণ করে থাকেন) বরং খানিকটা বসে থাকতেন; এর পরে রাসূল (ﷺ)

---

২৩. ইমাম তাবারানী, মু'জামুল কাবীর, ২৩/২৪৪ পৃ; হা/৪৮৫, মুত্তাকী, হিন্দী, কানযুল উম্মাল।

তাদের নিকট পৌঁছার সময়েই তাঁকে দেখা মাত্রই দাঁড়িয়ে যেতেন। উপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট দিবালকের ন্যায় প্রমাণিত হল যে ইকামত দিলেই দাঁড়িয়ে যাওয়া রাসূল (ﷺ) ও সাহাবী বিদ্বেষী কাজ। আর আরেকটি বিষয়ও প্রমাণিত হল যে রাসূল (ﷺ) 'হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ' এর সময় নামাযের মুসল্লায় এসে পৌঁছতেন। আর এই সময়টিকে উত্তম সময় মনে করতেন।

সনদ পর্যালোচনা : এই সনদটি নিয়ে আমি আমার লিখিত 'প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন' ১ম খণ্ডে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল। তারপরও সামান্য পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। অনেকে ছালত ইবনে দিনারকে আপত্তিকর বলে থাকেন; আমি বলবো ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) তার জীবনীতে লিখেছেন-

وَعَنْهُ: الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، وَمُعْتَمِرٌ، وَوَكِيعٌ، وَمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَطَائِفَةٌ

-"তার থেকে ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী, শুবা ইবনে হাজ্জাজ, মু'তামীর, ওয়াকী, মক্কী ইবনে ইবরাহিম (রহিমাহুল্লাহ)সহ আরও একজামাত মহান ইমামগণ হাদিস গ্রহণ করেছেন।"[২৪] সকল মুহাদ্দিস একমত যে ইমাম শুবা (রহিমাহুল্লাহ) যঈফ রাবী থেকে হাদিস গ্রহণ করতেন না। বাকী যেসকল রাবী তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন তারা সকলেই সিকাহ ও সিহাহ সিত্তাহর রাবী। তারা সকলেই তাকে গ্রহণযোগ্য মনে করে হাদিস গ্রহণ করতেন। তবে দুর্বলতা তো অনেক ধরনের আছে তার দুর্বলতা তিনি হাদিসে কঠোরতা অবলম্বন করতেন না। তাই অনেকেই এই উক্তি করেছেন। আল্লামা মুগালতাঈ (রহিমাহুল্লাহ) লিখেন-

ولما ذكر له الحاكم حديثا في «مستدركه»

-"ইমাম হাকেম (রহিমাহুল্লাহ) তার মুস্তাদরাকে (সহীহ বর্ণনাকারী বলে) তার হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[২৫] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وقال البزار: في «سننه»: لين الحديث.

-"ইমাম বায্যার (রহিমাহুল্লাহ) স্বীয় সুনানে তার হাদিস নরম প্রকৃতির বলে উল্লেখ করেছেন।"[২৬] এ ধরনের শব্দ মুহাদ্দিসগণ **'হাসান'** পর্যায়ের হাদিসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকেন।[২৭] ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) আরও উল্লেখ করেন-

وقال أبو حاتم: لَيِّنُ الْحَدِيثِ.

---

২৪. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/৮৯৮পৃ. ক্রমিক. ২২৯

২৫. ইমাম মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৬/৩৯২পৃ. ক্রমিক. ২৫২২

২৬. ইমাম মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৬/৩৯২পৃ. ক্রমিক. ২৫২২

২৭. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত 'প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন' ২য় খণ্ড দেখুন।

www.sahihageedah.com

-"ইমাম আবু হাতেম (রহ.) বলেন, তিনি হাদিস বর্ণনায় কিছুটা নরম প্রকৃতির।"[২৮] মুহাদ্দিসগণ কিছুটার রাবীর দুর্বলতা থাকলেই এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করতেন। তাই বুঝা যায় তার হাদিস **'হাসান'** পর্যায়ের। তবে ইমাম ইবনে শাহীন (রহ.) তাকে সিকাহ্ রাবীর তালিকায় তাকে স্থান দিয়েছেন।[২৯] তার অভিমত ধরলে সনদটি সহীহ বলে বুঝা যায়। ইমাম মিয্যী (রহ.) লিখেন-

روى له الترمذي وابن ماجه.

-"ইমাম তিরমিযি (রহ.), ইমাম ইবনে মাযাহ্ (রহ.) তার হাদিস তাদের সনদ্বয়ে গ্রহণ করেছেন।"[৩০] তবে নরম প্রকৃতির হওয়ার কারণে কয়েকজন মুহাদ্দিস তাকে সাধারণ যঈফ বলেছেন।

এই হাদিসের তৃতীয় আপত্তি :

অনেকে বলে থাকেন হযরত বেলাল (রা.) রাসূল (ﷺ) কে বের হতে দেখলেই কেবল ইকামত দেওয়া শুরু করতেন। তাই তারা বলে আপনাদের হাদিসটি নিম্নের হাদিসটির বিরোধী হওয়ায় গ্রহণযোগ্য নয়। হাদিসটি হল-

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتْ، فَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ

-"হযরত সিমাক ইবনু হারব (রহ.) বলেন, আমাকে হযরত জাবের বিন সামুরা (রা.) হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হযরত বেলাল (রা.) সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে গেলে আযান দিতেন। রাসূল (ﷺ) বের হতে না দেখলে তিনি ইকামত দিতে দাঁড়াতেন না। অতঃপর যখন তিনি বের হতে দেখতেন তখন তিনি ইকামতের জন্য দাঁড়াতেন।"[৩১]

এই হাদিসে আমরা বুঝলাম যে রাসূল (ﷺ) হুজরা শরীফে থাকতে নয়; বরং তিনি বের হতে দেখলেই কেবল বেলাল (রা.) ইকামত শুরু করতেন। আমি বলি এই গরীব হাদিস একক দলিল দেয়ার উপযুক্ত নয়। কেননা এই সনদে সুপরিচিত আপত্তিকর রাবী 'সিমাক বিন হারব' রয়েছেন; যদিও ইমাম মুসলিম

---

২৮. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/৮৯৮পৃ. ক্রমিক. ২২৯

২৯. ইমাম ইবনে শাহীন, কিতাবুস-সিকাত, ক্রমিক. ৫৮৮

৩০. ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ১৩/২২৫পৃ. ক্রমিক. ২৮৯৭

৩১. ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ১/৪২৩ পৃ. হাদিস/৬০৬, ইমাম আবু আওয়ানা, মুসতাখারজু আবি আওয়ানা, ১/৩৭২ পৃ. হাদিস/১৩৫০, ইমাম সাররাজ, হাদিসুল সাররাজ, ২/৪৫ পৃ. হাদিস/১৫৯, ইমাম বায়হাকি, আস-সুনানিল কোবরা, ২/২৯পৃ., হাদিস/২২৭৮, ইমাম সাররাজ, মুসনাদ, ১/৮৭, হাদিস/১৭২

(রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তার হাদিস একক গ্রহণ করেছেন কিন্তু হাদিস শাস্ত্রের এক জামাত ইমামগণ (যারা সকলেই বড় বড় হাফেজুল হাদিস ছিলেন) তারা তার সমালোচনা করেছেন। ইমাম যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- انه ضعيف "নিশ্চয় তিনি দুর্বল রাবী।"[৩২] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- سماك مضطرب الحديث "রাবী সিমাক বিশৃঙ্খলা বা গোলযোগপূর্ণ হাদিস বর্ণনা করতেন।"[৩৩] তাই বুঝা যায় এ হাদিসেও তিনি সেটিই করেছেন। ইমাম নাসায়ী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তার সম্পর্কে বলেন- لم يكن بحجة "তার হাদিস হুজ্জাত বা দলিল নয়।[৩৪] কেননা এই ধরনের হাদিস বর্ণনায় তিনি একক। সুফিয়ান সাওরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- তিনি দুর্বল রাবী।[৩৫] ইমাম ছালেহ জায্‌রা রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- তিনি দুর্বল।[৩৬] ইবনে আম্মার রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- كان يغلط "তিনি হাদিসে ভুল করতেন।"[৩৭] তাই বুঝা গেল এই সনদটিও অত্যন্ত দুর্বল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ইমাম যাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উল্লেখ করেন-. أَبُو طَالِبٍ، عَنْ أَحْمَدَ، قَالَ: مُضْطَرِبُ الحَدِيْثِ- "ইমাম আবু তালেব (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি থেকে বর্ণনা করেন যে সিমাক বিশৃঙ্খলা বা গোলযোগপূর্ণ হাদিস বর্ণনা করতেন।"[৩৮] ইমাম যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি আরও উল্লেখ করেন-. وَكَانَ شُعْبَةُ يُضَعِّفُهُ- "আমিরুল মু'মিনীল ফিল হাদিস ইমাম শু'বা রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, তিনি দুর্বল রাবী।"[৩৯] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

كَرِيَّا بنُ عَدِيٍّ: عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ، قَالَ: سِمَاكٌ ضَعِيْفٌ فِي الحَدِيْثِ.

-"ইমাম কারিয়্যাহ ইবনে আদি ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বর্ণনা করেন, যে তিনি বলেছেন 'সিমাক' রাবী হিসেবে দুর্বল।"[৪০] এই রাবীর বিষয়ে আমার সর্বশেষ কথা হল তার একক হাদিস কখনই হুজ্জাত নয়। তার হাদিস

---

৩২ .যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/১৮১পৃ. ক্রমিক. ৩৯০০, ইমাম যাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এই রাবীর পর্যালোচনার শুরুতেই তাকিদ দিয়ে যঈফ রায় দ্বারা সে যে যঈফ তা চূড়ান্তভাবে বুঝিয়েছেন।

৩৩ .যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/১৮১পৃ. ক্রমিক. ৩৯০০

৩৪ .যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/১৮১পৃ. ক্রমিক. ৩৯০০

৩৫ .যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/১৮১পৃ. ক্রমিক. ৩৯০০

৩৬ .যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/১৮১পৃ. ক্রমিক. ৩৯০০

৩৭. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/১৮১ পৃ, রাবী নং- ৩৯০০। মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ২/৯০ পৃ, হাদিস নং- ২৫২, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, শরহে আবু দাউদ, ৪/৩৪৯পৃ. হাদিস ঃ ১০১২।

৩৮ .যাহাবী, সিয়ারু আলামিন আন্‌-নুবালা, ৫/২৪৭পৃ. ক্রমিক.১০৯

৩৯ .যাহাবী, সিয়ারু আলামিন আন্‌-নুবালা, ৫/২৪৭পৃ. ক্রমিক.১০৯

৪০ .যাহাবী, সিয়ারু আলামিন আন্‌-নুবালা, ৫/২৪৭পৃ. ক্রমিক.১০৯

তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন অন্য হাদিসে তার বর্ণনার শাওয়াহেদ পাবো। যেমন ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) সংকলন করেন-

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ: إِذَا انْفرد سِمَاكٌ بِأصلٍ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً، لأَنَّهُ كَانَ يُلقَّنُ، فَيَتَلقَّنُ.

-"মুহাদ্দিস আব্দুর রহমান নাসাঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যখন সিমাক একক কোন হাদিস বর্ণনা করবেন সেটা কখনই হুজ্জাত নয়। কেননা তাকে (স্মৃতিশক্তিলোপ পাওয়ার কারণে) হাদিস তালকীন (স্মরণ করিয়ে) দিতে হত।"[৪১] তাই এমন ধরনের রাবীর হাদিস শরিয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিরোধী মাস'য়ালায় কখনই দলিল হবার উপযুক্ত নয় যা বিজ্ঞ ইমামরা বলেছেন। তাই এই হাদিসের সমর্থনে কোন হাদিস না থাকায় সিমাকের একক হাদিস আমরা হুজ্জাত হিসেবে গ্রহণ করতে পারছিনা সে যেই গ্রহণ করুক। অপরদিকে সিমাকের বিরুদ্ধে ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস (রহিমাহুল্লাহ) হাদিস উল্লেখ করেন-

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج الناس ينتظرونه قياما فقال: (مالي أراكم سامدين) حكاه الماوردي. وذكره المهدوي عن علي، وأنه خرج إلى الصلاة فرأى الناس قياما ينتظرونه فقال: (مالكم سامدون) قال المهدوي. والمعروف في اللغة: سمد يسمد سمودا إذا لها وأعرض. وقال المبرد: سامدون خامدون

-"রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণিত রয়েছে তিনি হুজরা শরিফে ছিলেন। অতঃপর (ইকামত শেষ হবার পর) রাসূল (ﷺ) হুজরা শরিফ থেকে বের হয়ে দেখলেন লোকেরা (সাহাবিরা) দাঁড়িয়ে নামাযের অপেক্ষা করছেন। অতঃপর রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করলেন, আমি তোমাদেরকে গাফেল বা অলস (মুসল্লি) হিসেবে দেখতে পাচ্ছি? এমনটি ইমাম মাওয়ারিদী (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন। ইমাম মাহদুভী (রহিমাহুল্লাহ) হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও এমন একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন।"[৪২] এমনটি বিখ্যাত হানাফি ফিকহের কিতাব 'মুহিতুল বুরহানী'তেও রয়েছে যা আমি হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর অভিমতের আলোচনায় উল্লেখ করবো।

দ্বিতীয় আপত্তি : অনেকে আবার আপত্তি তুলতে পারেন হযরত আলকামা (রহিমাহুল্লাহ) এর মাতা অপরিচিত রাবী। আমি বলবো এ দাবী অমূলক এবং তাকে ইলমে হাদিসে এবং আসমাউর রিজালে অনবিজ্ঞ বলা যেতে পারে।

ক. ইমাম ইবনে খুযায়মা (রহিমাহুল্লাহ) তার হাদিস এভাবে সংকলন করেন-

---

৪১ .যাহাবী, সিয়ারু আলামিন আন্-নুবালা, ৫/২৪৭পৃ. ক্রমিক.১০৯

৪২ . ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস, আহকামুল কোরআন, ৩/১৩৮পৃ.

www.sahihaqeedah.com

ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

-"....ইবনে ওয়াহ্হাব তিনি ইবনে আবি যিয়াদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে তিনি আলকামা থেকে তিনি তার মা থেকে তিনি মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে তিনি বলেন... ।"[৪৩]

খ. বিখ্যাত ইমাম আবু দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) একটি সনদ সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ

-"তিনি.....আব্দুল আযিয (রহিমাহুল্লাহ) থেকে তিনি আলকামা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে তিনি তাঁর মা থেকে তিনি মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে।"[৪৪] এই সনদটি স্বয়ং আলবানীও সহিহ বলতে বাধ্য হয়েছে। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহিমাহুল্লাহ) তার পরিচয় তুলে ধরেছেন যে-

المدني مولى عائشة ..... واسمها مرجانة ثقة

-"তিনি মদিনার অধিবাসী। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর গোলাম.....তার মূল নাম হল 'মারজানা' আর তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[৪৫] উক্ত মুহাদ্দিস আরেক স্থানে লিখেছেন-

مرجانة ..... وهي مقبولة

-"মারজানাহ.....তিনি মকবুল রাবী।"[৪৬] ইমাম ইবনে হিব্বান (রহিমাহুল্লাহ) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।"[৪৭] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর বিখ্যাত একটি আসমাউর রিজালের কিতাবে উল্লেখ করেন-

قال بن معين وأبو داود والنسائي ثقة وقال أبو حاتم صالح الحديث لا بأس به وذكره بن حبان في الثقات

-"ইমাম ইবনে মাঈন (রহিমাহুল্লাহ), আবু দাউদ, নাসাঈ (রহিমাহুল্লাহ) তাকে সিকাহ বা বিশ্বস্ত, ইমাম আবু হাতেম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তিনি হাদিস বর্ণনায় সৎ ছিলেন, তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। ইমাম ইবনে হিব্বান (রহিমাহুল্লাহ) তাকে

---

৪৩. ইমাম ইবনে খুযায়মা, আস-সহীহ, ২/১৪১৩পৃ. হা/৩০১৮, এ গ্রন্থের তাহকীককারী মুস্তফা আজমী বলেন, এই সনদটি 'হাসান'। (মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, তৃতীয় প্রকাশ. ১৪২৪ হি.)

৪৪. ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ২/২১৪পৃ. হা/২০২৮, আলবানী, হাসান, সহীহ বলেছেন।

৪৫. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাক্বরিবুত-তাহযিব, ৩৯৭পৃ. ক্রমিক. ৪৬৭৯

৪৬. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাক্বরিবুত-তাহযিব, ৭৫৩পৃ. ক্রমিক. ৮৬৮০

৪৭. ইমাম হিব্বান, কিতাবুস্-সিকাত, ৫/২১১পৃ. ক্রমিক. ৪৫৬৮

সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।"[৪৮] উপরের হাদিসের আলোচনায় আমরা বুঝতে পারলাম, বেলাল (রাঃ) নির্দিষ্ট সময়ে ইকামত শুরু করতেন আর রাসূল (ﷺ) 'হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ' এ সময়ে এসে মুসল্লায় এসে পৌছে যেতেন। তাই আমাদের মাযহাবের চিন্তা ধারা এই হাদিসের উপরে ভিত্তি করেই। তবে রাসূল (ﷺ) কখন কখনও তিনি মুসল্লায় 'ক্বাদ কামাতিস সালাহ' বলা পর্যন্ত দাঁড়াতেন যা আমরা নিম্নের হাদিসে দেখতে পাই।

তৃতীয় হাদিস : ইমাম বায্যার (ওফাত ২৯২ হি.) উপরের হাদিসের সমর্থনে আরেকটি হাদিস সংকলন করেন-

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ فَرُّوخَ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ بِلَالٌ إِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ نَهَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ

-"বিখ্যাত তাবেয়ী আওয়্যাম ইবনে হাওয়াশাব (রহঃ) তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত বেলাল (রাঃ) যখন 'ক্বাদ কামাতিস সালাহ' বলতেন তখন রাসুল (ﷺ) মুসাল্লায় তাকবীরে তাহরীমাসহ দাঁড়িয়ে যেতেন।"[৪৯]

হাদিসের সারর্মম : উপরের হাদীসে রয়েছে, উম্মে হাবিবাহ (রাঃ) বলেছেন রাসূল (ﷺ) 'হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ' বলার সময় নামাযের মুসাল্লায় এসে যেতেন আর এই হাদীসের আলোকে কোন কোন সময় রাসূল (ﷺ) হুজরা শরীফ থেকে এসে নামাযের মুসাল্লায় এসে পৌছতে এসে ক্বাদ-কামাতিস সালাহ পর্যন্ত সময় হয়ে যেত। তাই উপরের হাদীস থেকে এই হাদীসের মধ্যে সামান্য পার্থক্য। তাই আমাদের উচিৎ হল যে, সাহাবীদের মত আমরাও কোন ওহাবী মুনশীর কথায় যেন ইকামতের পূর্বেই দাড়িঁয়ে না যায়।

আমি এই কিতাবে বহুবার উল্লেখ করেছি হযরত কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করছেন-

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي

-"যখন ইকামত দেওয়া হলেই দাড়িঁয়ে যেওনা যতক্ষন না আমাকে না দেখ।"

---

৪৮ . ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৭/২৭৫পৃ. ক্রমিক. ৪৮৩, ইমাম হিব্বান, কিতাবুস্-সিকাত, ৫/২১১পৃ. ক্রমিক. ৪৫৬৮

৪৯ . ইমাম বায্যার, আল মুসনাদ, ৮/২৯৮ পৃ. হা/৩৭৭১, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, ইমাম আদি, আল-কামিল, ২/৬৫০ পৃ.,ক্রমিক। ইমাম বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ২/৩৫ পৃ. হা/২২৯৭,দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, মুফতি শফি, জাওয়াহিরুল ফিক্হ ১/৩১৫ পৃ. মাকতাবাতুল দারুল উলূম, করাচী, পাকিস্তান।

বুঝতে পারলাম এই হাদীসে এবং উপরের হাদীসের আলোকে ইকামাত দেওয়ার শুরুতেই যারা এই শ্লোগান দেন যে, কাতার সোজার জন্য দাঁড়িয়ে যান তাদের স্বরূপ উন্মোচন হয়ে গেল। আরও প্রমাণিত হল, শ্লোগান দাবীদাররা তারা রাসূল (ﷺ) এর আদেশের বিপরীতে কাজ করছেন। কাতার সোজা করার কথা রাসূল (ﷺ) ইকামতের পরেও বলেছেন, এই বিষয়ে আমি কিতাবের সামনে আলাদা শিরোনামে আলোচনা করেছি।

উপরের হাদিসদ্বয়ে প্রমাণিত হয়-হাইয়্যা আলাল ফালাহ/ক্বাদ কামাতিস সালাহ বলার সময় সাহাবী দাড়াঁতেন আর ক্বাদ-কামাতিস সালাহ বলার সময়ে নবীজী মুসল্লায় এসে পৌছতেন এর মধ্যে সাহাবিগণ কাতারবদ্ধ হয়ে যেতেন। নবীজী তাদেরকে সারিবদ্ধ দেখলেই অথবা তাদের কাছে আসতে আসতে সারিবদ্ধ পেলেই তাকবীরে তাহরীমা বলতেন। ইকামতের শুরুতেই আসতেন না। ইমাম শিহাব জুহুরী (رحمه الله) বলেন-

يَقُوْمُ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَا يَأْتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامَهُ حَتَّى يُعَدِّلَ الصُّفُوْفَ

-"লোকেরা (সাহাবিরা) নামাযের জন্য দাড়িঁয়ে যেতেন। রাসূল (ﷺ) নামায পড়ানোর জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত আসতেন না যতক্ষণ না (ইকামতের শেষ প্রান্তে) কাতারবদ্ধ ভাবে সাড়ি করে দাড়ঁতে না দেখতেন।"[৫০] হাদিসটি মুরসাল সহীহ। প্রমাণিত হল রাসূল (ﷺ) ইকামতের আওয়াজ শুনলে তিনি হুজরা শরীফ থেকে বের হতেন, আর হুজরা শরীফ হতে বাহিরে দেখলেই সাহাবিরা দাড়াঁতেন আর ক্বাদ-কামাতিস সালাহ বলার সময়ই তিনি পৌছে যেতেন আর সেই সময়ের মধ্যে দেখতেন তারা কাতারবদ্ধ বা সারিবদ্ধ হয়ে গেছেন। যা উপরের হাদীসগুলোতে বুঝলাম। রাসূলের যুগের ইতিপূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি, ইকামতের শুরু লগ্নে রাসূল (ﷺ) সাহাবীদের মাঝে উপস্থিত থাকতেন না। এক বর্ণনায় পাচ্ছি যে ইকামত শুরু কালিন তিনি হুজরা শরীফেই থাকতেন; তারপর বের হতেন নামাযের জন্য। আরেকটি মুরসাল বর্ণনায় পাচ্ছি যে, সাহাবীদেরকে কাতারবদ্ধ না দেখলে নবীজী (ﷺ) তাদের কাছে আসতেন না। এ পর্যন্ত আমরা শুধু ইমাম সাহেব ইকামতের পূর্বে মুসল্লীদের সাথে না থাকলে মুসল্লীগণের কী করণীয় তা আলোকপাত করেছি। আর আমরা পেয়েছি যে ইমামকে না দেখা পর্যন্ত দাঁড়াবে না। এটাই আমাদের হানাফী মাযহাবের সমাধান যে ইমামের আগমনের পূর্বে দাঁড়িয়ে থাকা মাকরুহে তাহরীমী, যা অসংখ্য সহীহ হাদিস বিরোধী। তাই ইমাম পূর্ব থেকেই উপস্থিত না থাকলে

---

৫০. ইমাম আব্দুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ১/৫০৭পৃ, হা/১৯৪৫.

তখন দাঁড়ানোর সময়সীমা হল যে ইমামকে দেখা মাত্রই দাঁড়াবে যা উপরের অনেক হাদিসে পাক থেকে জানতে পারলাম। এখন আমরা আলোচনা করবো ইমাম মুসল্লিদের সাথে উপস্থিত থাকলে কী করণীয়।

সনদ পর্যালোচনা : অনেকে এই সনদের রাবী 'হাজ্জাজ বিন ফুররুখ' কে নিয়ে আপত্তি তুলতে পারেন। তার জবাবে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন-

وذكره ابن حِبَّان في "الثقات

-"ইমাম ইবনে হিব্বান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় তাকে স্থান দিয়েছেন।"[৫১] তবে কয়েকজন সাধারণ যঈফ বলেছেন এবং আবু হাতেম তাকে মজহুল বলেছেন। আমার মনে হয়, তিনি যে কোন কারণ বশত সম্পূর্ণ পরিচয় না জেনেই এমনটিই বলেছেন। ইমাম আবু হাতেম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) অনেক বুখারী মুসলিমের রাবীকে কায্যাব বলে মত প্রকাশ করেছেন তাই তার অভিমত যাচাই বাছাই ছাড়া গ্রহণযোগ্য নয়। তাই একাধিক মত থাকায় হাদিসটি 'হাসান' পর্যায়ের। আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী তাই বলেছেন।[৫২]

ইমাম হুজরা হতে আগমনের পূর্বেই দাঁড়িয়ে যাওয়া প্রসঙ্গ :

অনেকে এই মানসুখ হাদিস দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। ইমাম মুসলিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরো অনেকে সংকলন করেন, হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন-

أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقُمْنَا، فَعَدَّلْنَا الصُّفُوفَ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-"যখন ইকামত শুরু হত অতঃপর আমরা দাঁড়িয়ে যেতাম এবং কাতারবদ্ধ হয়ে যেতাম। অথচ রাসূল (ﷺ) হুজরা শরীফ হতে বের হননি।"[৫৩]

হাদিসের সারমর্মঃ

এই হাদিসে রয়েছে যে রাসূল (ﷺ) হুজরা শরীফ হতে বের হওয়ার পূর্বেই সাহাবায়ে কেরাম কাতারবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যেতেন। অথচ, এটি ইসলামের

---

৫১. ইমাম ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান, ২/৫৬৪পৃ. ক্রমিক. ২১৫৩, ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস-সিকাত, ৬/২০৩পৃ. ক্রমিক. ৭৩৭৫

৫২. জাফর আহমদ উসমানী, এ'লাউস সুনান

৫৩. ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ১/৪২২ পৃ. হাদিস নং-৬০৫, ইমাম নাসাঈ, আস-সুনান, ২/৮৯পৃ., হাদিস/৮০৯, আস-সুনানিল কোবরা, ১/৪৩ পৃ., হাদিস/৮৮৫, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৯/৮৩ পৃ. হাদিস/৯১৯২, ইমাম বায়হাকি, আস-সুনানিল কোবরা, ২/৫৫৭ পৃ., হাদিস/৪০৭০, ইমাম বগভী, শরহে সুন্নাহ, ২/৩১৪ পৃ., হাদিস/৪৪০

www.sahihaqeedah.com

প্রাথমিক অবস্থায় ছিল। সাতজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন নবীজি আদেশ করেছেন-

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي

-"যখন নামাজের জন্য ইকামত দেওয়া হয় আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না।"[৫৪] এই হাদিসের বর্ণনাকারীদের তালিকা ও তথ্যপুঞ্জি ইতোপূর্বে আমি আপনাদের সামনে পেশ করেছি।

কাতাদাসহ অন্যান্য সাহাবিদের উপরের মতনে বর্ণনা দেখুন সেখানে স্পষ্ট রয়েছে ইমামকে (রাসূল ﷺ কে) দেখা না পর্যন্ত দাঁড়াতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

আর মানসুখ হাদিসে রয়েছে রাসূল (ﷺ) হুজরা থেকে বের হওয়ার পূর্বেই প্রাথমিক যুগে সাহাবীরা ইকামত শুনেই কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন। পরে নবীজী তাদের এ কর্ম বাতিল বলে ঘোষণা দেন। এ হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) লিখেন-

وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ سَاعَةَ تُقَامُ الصَّلَاةُ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ

-"নিশ্চয় লোকেরা (সাহাবীরা) নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন অথচ রাসূল (ﷺ) বের হননি। অতঃপর তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করে দেন।"[৫৫]

হযরত কাতাদা (রা.)-এর হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা তিবী (যিনি তিব্বী বলে পরিচিত) লিখেন-

فيه دليل علي جواز تقديم الإقامة علي خروج الإمام ثم ينتظر خورجه.

-"এ হাদিস থেকে বুঝা গেল যে ইমাম বের হওয়ার পূর্বেই ইকামত দেওয়া বৈধ, তারপর তার বের হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।"[৫৬]

এজন্যই আল্লামা সান'আনী (রহ.) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

وفيه لا بأس بالأخذ في إقامة الصلاة قبل دخول الإمام المسجد

-"এ হাদিস থেকে বুঝা যায় যে ইমাম মসজিদে প্রবেশ করার পূর্বেই ইকামত দিতে কোন অসুবিধা নেই।"[৫৭] আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

---

৫৪ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ১/১২৯পৃ. হা/৬৩৭-৩৮, ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ১/৪২৩ পৃ হাদিস/৬০৪,

৫৫ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, ২/১২০পৃ.

৫৬ . ইমাম তাবী, শরহে মিশকাত, ৩/৯২৩ পৃ. হা/৬৮৫ এর ব্যাখ্যা।

৫৭ . ইমাম সান'আনী, তানভীর শরহে জামেউস সগীর, ১/৫৮৮ পৃ. হা/৪৭১ এর ব্যাখ্যা।

فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: هٰذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَقْدِيمِ الْإِقَامَةِ عَلَى خُرُوجِ الْإِمَامِ. نَقَلَهُ الطِّيبِيُّ وَابْنُ الْمَلَكِ

-"শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে রয়েছে যে, এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে ইমাম হুজরা শরীফ থেকে বের হওয়ার পূর্বেই ইকামত বলা বৈধ। আর এমনটি ইমাম তিবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও ইবনে মালাক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন।"[৫৮]

শেষ ফায়সালা হল সাহাবিরা ইকামত দিলেই দাঁড়িয়ে যেতেন না, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। তাদের জন্য দাঁড়ানোর নিয়ম ছিল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দেখা। আর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তখনই দেখতেন যখন মুয়াজ্জিন 'হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ' বলতেন।

ইমাম মসজিদের উপস্থিত না থাকলে ইকামত দেয়া প্রসঙ্গ:

তাই সহজেই অনুধাবন করা যায় যারা ইকামত আগেই কাতার সোজা করার স্লোগান এটা রাসূলের আদর্শের বিরোধী কাজ। অনেক ইমাম বলেছেন, প্রাথমিক অবস্থায় সাহাবীরা একবার/দুইবার নবীজী তাদের নিকট আসার পূর্বেই ইকামত দেয়া শুরু করেছিলেন। আল্লামা ইমাম সান'আনী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সহীহ মুসলিমের উপরে উল্লিখিত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

قال النووي في شرحه: لعله كان مرة أو مرتين

-"ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, সম্ভবত এটি তারা (সাহাবীরা) একবার বা দুইবার নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বের হওয়ার পূর্বেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন।"[৫৯] আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) অনুরূপ হুবহু বলেছেন।[৬০]

ইতোপূর্বের দীর্ঘ আলোচনায় দেখলেন, ইমাম ইকামত দেয়া হলেও ইমামের আগমন না হলে মুসল্লীগণ দাঁড়াবে না যতক্ষণ না ইমাম তাদের কাছে আসছেন। ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

لِأَنَّ الْقِيَامَ قَبْلَ مَجِيءِ الْإِمَامِ تَعَبٌ بِلَا فَائِدَةٍ

-"কেননা ইমাম মসজিদে আগমনের পূর্বে দাঁড়িয়ে যাওয়া দূষণীয়, নিরর্থক।"[৬১] মূল কথা ইকামতের সময় ইমাম ও মুসল্লিগণ কখন দাঁড়াবে এ বিষয়ে কয়েকটি অবস্থা রয়েছে।

---

৫৮. ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ২/৫৭৭ পৃ. হা/৬৮৫ এর ব্যাখ্যা।

৫৯. ইমাম সান'আনি, তানভীর শরহে জামেউস-সগীর, ১/৫৮৮, হাদিস/৪৭০

৬০. আল্লামা আইনি, শরহে আবি দাউদ, ৩/৯ পৃষ্ঠা

৬১. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ২/৫৫২পৃ. হা/৬৪৭

যেমন ঃ ক. ইকামতের সময় ইমাম মসজিদে অবস্থান না করলে বরং মুয়াজ্জিন ইকামত দেয়া শুরু করলে ইমাম ক্বিবলার দিক থেকে যদি আগমন করেন তাহলে মুসল্লিগণ ইমামকে দেখা মাত্রই দাঁড়িয়ে যাবেন।

১. ইমাম ইবনুল বার্ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেন-

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَّهُمْ لَا يَقُومُونَ حَتَّى يَرَوُا الْإِمَامَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَدَاوُدَ وَحَجَّتُهُمْ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي

-"ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এবং তার সাথীদের মত হল, ইমাম যদি মুসল্লিদের সাথে না থাকেন তাহলে ইমামকে দেখা না পর্যন্ত দাঁড়াবে না। আর এটি ইমাম শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), দাউদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর অভিমত। এই বিষয়ে তাদের সকলের দলিল হল হযরত আবু কাতাদা আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদিস যেখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যখন ইকামত দেয়া হবে তখন তোমরা আমাকে দেখা না পর্যন্ত দাঁড়াবে না।"[৬২]

২. এটি শুধু তাদের মত নয় বরং অধিকাংশ মুজতাহিদ ইমাম ও উলামাদের মত। যেমন-সহীহ বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ "আইনী" এর ৫ম খণ্ডের ১৫৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে-

وَإِذَا لم يكن الإِمَامُ فِي الْمَسْجِد فَذهب الْجُمْهُور إِلَى أَنهم لَا يقومُونَ حَتَّى يروه.

-"ইকামতের সময় ইমাম যদি মসজিদে না থাকেন তাহলে জামহুর ওলামাদের মত হল ইমামকে না দেখা পর্যন্ত কেউ দাড়াঁবে না।"

৩. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখ করেন-

وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُمْ لَا يَقُومُونَ حَتَّى يَرَوْهُ

-"ইকামতের সময় ইমাম যদি মসজিদে না থাকেন তাহলে জামহুর ওলামাদের মত হল ইমামকে না দেখা পর্যন্ত কেউ দাড়াঁবে না।"[৬৩]

৪. আহলে হাদিস আযিমাবাদী, শাওকানী, মোবারকপুরী, শফিকুল্লাহ মোবারকপুরী সকলে উল্লেখ করেন-

৬২. ইমাম ইবনুল বার্, আত-তামহীদ, ৯/১৮৯পৃ. এবং আল-ইস্তিযকার, ১/৩৯২পৃ.

৬৩. ইমাম ইবনে হাজার, ফতহুল বারী, ২/১২০পৃ.

وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُمْ لَا يَقُومُونَ حَتَّى يَرَوْهُ

-"ইকামতের সময় ইমাম যদি মসজিদে না থাকেন তবে জামহুর ওলামাদের মত হল ইমামকে না দেখা পর্যন্ত কেউ দাড়াঁবে না।"[৬৪]

৫. ইমাম সারখসী (রহিমাহুল্লাহ) লিখেন-

وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ الْإِمَامُ مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ يُكْرَهُ لَهُمْ أَنْ يَقُومُوا فِي الصَّفِّ حَتَّى يَدْخُلَ الْإِمَامُ

-"এমনিভাবে ইমাম যদি মুসল্লিদের সাথে না থাকেন তাহলে ইমাম মসজিদে প্রবেশের পূর্বে মুসল্লীরা কাতারে দাঁড়ানো মাকরুহ (তাহরীমী)।"[৬৫]

৬. ইমাম মুহাম্মদ (রহিমাহুল্লাহ) লিখেন-

وَأما إِذا لم يكن الإِمَام مَعَهم فِي الْمَسْجِد فإنني أكره لَهُم أَن يقومُوا فِي الصَّفّ وَالْإِمَام غَائِب عَنْهُم وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد

-"ইমাম যদি মসজিদে মুসল্লীদের সাথে না থাকে মুক্তাদীরা যদি কাতারে দাঁড়িয়ে যান অথচ ইমাম তাদের কাছে অনুপস্থিত, তাহলে আমি এটিকে মাকরুহ (তাহরীমী) মনে করি। আর এটিই ইমাম আবু হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) ও (আমি) মুহাম্মাদ (রহিমাহুল্লাহ) এর অভিমত।"[৬৬]

৭. "ফতোয়ায়ে আলমগীরী" গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৫৭ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা-

وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مِنْ قُدَّامِهِمْ يَقُومُونَ كَمَا رَأَى الْإِمَامَ

-"ইমাম যদি মুসল্লির সামনের দিক (ক্বিবলার দিক) হতে মসজিদে আগমণ করেন তাহলে মুসল্লিগণ ইমামকে দেখা মাত্রই দাড়াঁবে।"

দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ ইমাম মসজিদে উপস্থিত থাকলেঃ

আর ইমাম যদি ক্বিবলার বিপরীত দিক থেকে মসজিদে আগমণ করেন তাহলে যে কাতার অতিক্রম করবেন সেই কাতারের মুসল্লিগণ দাঁড়াবেন। ফতোয়ায়ে আলমগীরী গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে-

---

৬৪ . আযিমাবাদী, আওনুল মাবুদ, ২/১৭৩পৃ. হা/৫৪১, শফিকুর রহমান মোবারকপুরী, মের'আতুল মাফাতিহ, ২/৩৮৮পৃ. হা/৬৯০, শাওকানী, নায়লুল আউতার, ৩/২২৮পৃ. হা/১১৪০, মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ৩/১৬৫পৃ.

৬৫ .সারাখসী, আল-মাবসুত, ১/৩৯পৃ.

৬৬ .ইমাম মুহাম্মদ, আছল, (মাবসুত নামে পরিচিত), ১/১৯পৃ.

www.sahihaqeedah.com

فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِمَامُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَإِنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مِنْ قِبَلِ الصُّفُوفِ فَكُلَّمَا جَاوَزَ صَفًّا قَامَ ذَلِكَ الصَّفُّ

-"ইমাম যদি মসজিদের বাইরে অবস্থান করেন এবং (ইকামত চলাকালনি সময়) কাতারের দিক (ক্বিবলার বিপরীত দিক) থেকে আগমন করেন তাহলে ইমাম যে কাতার অতিক্রম করবেন সে কাতারের মুসল্লিগণ দাঁড়িয়ে যাবেন।"[৬৭]

গ) ইকামতের পূর্ব থেকেই ইমাম ও মুসল্লিগণ যদি মসজিদে অবস্থান করেন (বর্তমানে আমাদের দেশে প্রায় সকল মসজিদে প্রচলিত) তাহলে মুয়াজ্জিন যখন হাইয়া আলাচ্ছালা বা হাইয়া আলাল ফালাহ' বলবে তখন ইমাম ও মুসল্লিগণ দাড়িঁয়ে যাবেন। এর পূর্বে দাড়িঁয়ে যাওয়া মাকরূহে তাহরিমি। এমনকি ইকামত চলাকালেও যদি কোন মুসল্লি মসজিদে আগমণ করেন তাহলে তিনিও বসে ইকামত শ্রবণ করবেন এবং উক্ত সময় দাড়াঁবেন। এর পূর্বে দাড়িঁয়ে থাকা মাকরূহ। আর এটাই হল আমাদের হানাফী মাযহাবের সম্মানিত ইমামগণের অভিমত। ইমাম ইবনুল বার্ (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) লিখেন-

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ يَقُومُونَ فِي الصَّفِّ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

-"ইমাম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও আবু ইউসুফ (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর মাযহাব হলো, ইমাম যদি মুসল্লীদের সাথে মসজিদে থাকেন তখন তাহলে সকলেই মুয়াযি্যন হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলার সময় দাঁড়াবেন।"[৬৮]

এবার আমরা মূল আলোচনায় যাব, ইমাম যদি পূর্বে থেকেই মুসল্লিদের সাথে থাকেন তাহলে ইমাম মুসল্লি ইকামতের শুরুতেই দাঁড়াবে না। এই বিষয়ে বিভিন্ন হাদিসে পাকে কী নির্দেশনা রয়েছে।

তবে সকলকে মনে রাখতে হবে যে, বর্তমানে বিশ্বের সকল মুসলমানই 'মুকাল্লিদ বা মাযহাবের অনুসারী, কেউই 'মুজতাহিদ নয় (তবে আলবানীর মত ভুয়া মুজতাহিদ দাবিদার হলে তর্ক ছাড়া আর কিছুই করা যাবে না)। **বিশ্বে সর্বজন স্বীকৃত সঠিক মাযহাব হিসেবে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী এ চারটি মাযহাবই শত শত বছর ধরে অনুসৃত হয়ে আসছে।** যে মুসলমান যে মাযহাবের অনুসারী সে স্বীয় মাযহাবের মতাদর্শ অনুযায়ী ধর্ম-কর্ম পালন করে থাকেন। সুতরাং আমরা যেহেতু হানাফি মাযহাবের অনুসারী, তাই আমাদের স্বীয় মাযহাব অনুযায়ী ধর্ম-কর্ম পালন করতে হবে। চার মাযহাবের বাহিরে কোন

---

৬৭. নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে আলমগীরী, ১/৫৭পৃ.

৬৮. ইমাম ইবনুল বার্, আল-ইস্তিযকার, ১/৩৯২পৃ.

কল্যাণ নেই। চার মাযহাবের উপর ইজমা সংঘটিত হয়েছে। ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী (রহ.) বলেন-

لاَ يَكَادُ يُوجَدُ الحَقُّ فِيْمَا اتَّفَقَ أَئِمَّةُ الاجْتِهَادِ الأَرْبَعَةُ عَلَى خِلاَفِه

-"চার ইমাম যে বিষয়ে একমত হয়েছেন, সে বিষয়ের বিপরীত কোনো সত্য খুঁজে পাওয়া যাবে না।"[৬৯]

আহলে হাদিসদের ইমাম ইবনে তাইমিয়া এ প্রসঙ্গে বলেন-

وإن أراد: أني لا أتقيد بها كلها بل أخالفها فهو مخطئ في الغالب قطعا؛ إذ الحق لا يخرج عن هذه الأربعة في عامة الشريعة؛

-"কেউ যদি মনে করে যে, আমি চার মাযহাবের কোনোটিকেই অনুসরণ করব না, সে সুনিশ্চিতভাবে ভ্রান্তিতে নিপতিত রয়েছে। কেননা শরীয়তের অধিকাংশ মাসআলা বিশুদ্ধ ও হক্ব বিষয় এ চার মাযহাবে রয়েছে।"[৭০]

আল্লামা যারকাশী (রহ.) বলেন-

الدَّلِيلُ يَقْتَضِي الْتِزَامَ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ بَعْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ

-"দলিলের দাবি হলো, চার ইমামের পরে তাদের কোনো একটি নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসারে চলা জরুরি।"[৭১]

নামাযের আলোচ্য মাসআলা তথা 'ইকামতের সময় কখন দাড়াঁতে হবে, এ বিষয়টিও আমাদের মাযহাবে ইমামগণ স্পষ্টভাবে সমাধান করে দিয়েছেন; যার কিছু প্রমাণ ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছেন। আমাদেরকে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। এর ব্যতিক্রম করা যাবে না। আমি নিম্নে উক্ত মাস'আলা সম্পর্কে আরও প্রথমে বিভিন্ন হাদিসে পাক এবং আমাদের ইমামগণের বক্তব্য তুলে ধরবো। ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সকলকে সঠিক বিষয়টি বুঝার তাওফিক দান করুন। আমিন

ইমাম হুসাইন (রা.) এর সৈনিকদের প্রতি নির্দেশনাঃ

ইসলাম এখন দুই ভাগে বিভক্ত। ইয়াজীদির উত্তরসূরি দাবিদার মুসলমান এবং হুসাইনী আদর্শে অনুপ্রাণিত মুসলমান। অনেকেই হুসাইনী আদর্শের অনুসারী মুখে দাবী করে থাকেন, কিন্তু কর্মের ক্ষেত্রে তার ধারে কাছেও নেই। যাই হোক সেই বিষয়ে আমি এখানে বিস্তারিত আলোকপাত করতে চাই না। তবে আমি যে

---

৬৯. যাহাবী, সিয়ারু আলামন নুবালা, ৭/১১৭পৃ. মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন।

৭০. ইবনে তাইমিয়া, আল-মুস্তাদরাক আ'লা মাজমাউল ফাতওয়া, ২/২৫০পৃ. (শামিলা), ইবনে তাইমিয়া, ফাতওয়ায়ে মিসরিয়্যাহ লি ইবনে তাইমিয়া, ৮১পৃ.

৭১. যারকুশী, বাহারুল মুহিত ফি উসূলুল ফিকহে, ৮/৩৭৪পৃ.

বিষয়ে লিখছি সে বিষয়ের সাথে ইমাম হুসাইন (ﷺ) এর কর্মের নির্দেশনা আছে বলে আপনাদের সামনে সেই বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

বিখ্যাত হাফেজুল হাদীস[৭২] ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) এর সম্মানিত দাদা উস্তাদ ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহিমাহুল্লাহ) (২১১ হি.) সংকলন করেন-

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: وَرَأَيْتُهُ فِي حَوْضِ زَمْزَمَ الَّذِي يُسْقَى الْحَاجُّ فِيهِ، وَالْحَوْضُ يَوْمَئِذٍ بَيْنَ الرُّكْنِ وَزَمْزَمَ فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ، فَلَمَّا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَامَ حُسَيْنٌ، وَذَلِكَ بَعْدَ وَفَاةِ مُعَاوِيَةَ، وَأَهْلُ مَكَّةَ لَا إِمَامَ لَهُمْ، فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ حَتَّى يَصُفَّ النَّاسُ فَيَقُولُ: «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ»

-"ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহিমাহুল্লাহ) তিনি আব্দুল আযিয ইবনে জুরাইজ[৭৩] (রহিমাহুল্লাহ) থেকে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আবি ইয়াযিদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে তিনি বলেন, আমি ইমামে আলী মাকাম ইমাম হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবি তালেব (ﷺ) কে একদা হজ্জের সময় যমযমের কাছে দেখেছি। অতঃপর মুয়াজ্জিন সালাতের ইকামতের জন্য দাড়াঁলেন। অতঃপর মুয়াজ্জিন যখন ক্বাদ-কামাতিস সালাহ বললেন ইমাম হুসাইন তখন দাড়াঁনো ছিলেন। আর এটা আমিরে মুয়াবিয়া (ﷺ) এর ওফাতের পরের ঘটনা যখন মক্কায় কোন ইমাম ছিল না। অতঃপর তিনি (ইমাম হুসাইন) কে কেহ একজন বললেন, আপনি বসুন, ততক্ষণ লোকেরা কাতারের জন্য দাঁড়াতে যাচ্ছেন। অতঃপর ইমাম হুসাইন (ﷺ) বললেন, 'ক্বাদ-কামাতিস সালাহ' অর্থাৎ নামাযে দাঁড়াবার সময় তো হয়েই গেছে।"[৭৪] এই সনদের আব্দুল্লাহ ইবনে আবি ইয়াযিদ (রহিমাহুল্লাহ) সম্পর্কে ইমাম মিয্যী (রহিমাহুল্লাহ) লিখেন-

ذكره ابنُ حِبَّان فِي كتاب الثقات

---

৭২. ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহিমাহুল্লাহ) এর জীবনীতে লিখেছেন- الحَافِظُ الكَبِيْرُ। -"তিনি একজন বড় মাপের হাফেজুল হাদিস ছিলেন।" (যাহাবী, সিয়ারু আলাম নুবালা, ৯/৫৬৩পৃ. ক্রমিক. ২২০)

৭৩. ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন- الإِمَامُ، العَلاَّمَةُ، الحَافِظُ، شَيْخُ الحَرَمِ। -"তিনি ছিলেন হাদিসের ইমাম, আল্লামা, তিনি একজন বড় মাপের হাফেজুল হাদিস এবং হেরম শরীফের বিখ্যাত শায়খ। (দেখুন- সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/৩২৫পৃ. ক্রমিক. ১৩৮)

৭৪. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ১/৫০৫পৃ. হা/১৯৩৭

www.sahihaqeedah.com

-"ইমাম ইবনে হিব্বান (রাহিমাহুল্লাহ) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।"[৭৫] বিখ্যাত হাদিসের ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রাহিমাহুল্লাহ) তার সম্পর্কে বলেন- وكان ثقة -"তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত ছিলেন।"[৭৬] তার থেকে অন্য বর্ণনায় রয়েছে- وكان ثقة كثير الحديث -"তিনি ছিলেন সিকাহ, অধিক হাদিস বর্ণনাকারী।"[৭৭] ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) এবং ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন তিনি ইমাম হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে হাদিস শুনেছেন।[৭৮] আল্লামা মুগলতাঈ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন-

وذكره ابن خلفون في كتاب الثقات

-"ইমাম ইবনে খালফুন (রাহিমাহুল্লাহ) তার সিকাহ রাবীর কিতাবে তাকে অর্ন্তভুক্ত করেছেন।"[৭৯]

হাদীসের সারমর্মঃ এই হাদীসে দুটি বিষয় প্রমাণ রয়েছে, এক. ইমাম হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজে যমযম কূপের নিকট যে কোন হাজতের জন্য গিয়ে ছিলেন। ইকামত দেওয়ার পূর্ব থেকেই তিনি দাঁড়িয়ে থাকাতে যে কোন একজন বললেন আপনি বসুন। অন্য বর্ণনায় আমরা দেখবো সেই ব্যক্তিটি সম্ভবত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। পাঠকবর্গ! বসুন বলার কারণ কী? এটা সুস্পষ্ট কারণ সকলে বসা ছিলেন শুধু ইমাম হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'ই ওজরে মাত্র দাঁড়ানো ছিলেন। সকল লোকজন (সাহাবী ও সিনিয়র তাবেয়ীরা) জানতেন যে ইকামতের শুরুতে দাঁড়িয়ে থাকা অপছন্দনীয়। তাই আব্দুল্লাহ ইবনে জোবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অথবা যে কোন একজন বৈয়জেষ্ঠ তাকে বসতে বললেন। অথচ দেখুন ইমাম হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার প্রতিবাদ করেননি; বরং তিনি আরও তাঁর কথার সমর্থন করেছেন। তবে তিনি তাঁর উত্তর দিলেন 'ক্বাদাকামাতিস সালাহ' শব্দ দ্বারা, কেননা তিনি দেখলেন মুয়াজ্জিন যখন এ তাকবীর পর্যন্ত পৌছে গেছেন তাহলে এখন তো বসার আর সুযোগ নেই। তাই তিনি বুঝিয়ে দিলেন এখন আর বসবো কেন। **দ্বিতীয়ত :** এই ঘটনাটি থেকে প্রতয়মান হয় যে, তৎকালিন সাহাবারা জানতেন ইকামত চলাকালিন সময় দাঁড়িয়ে থাকা অবৈধ। তাই ইমাম হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মত সিনিয়র সাহাবীকে পর্যন্ত বসতে তাঁরা অনুরোধ করলেন।

---

৭৫ .ইমাম মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ১৬/৩২৬পৃ. ক্রমিক. ৩৬৬৭, ইমাম মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৯/৭৬পৃ. ক্রমিক. ৩৫০৩

৭৬ .ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলাম নুবালা, ৯/২৮১পৃ. ক্রমিক. ১০৪

৭৭ . ইমাম মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৯/৭৬পৃ. ক্রমিক. ৩৫০৩

৭৮ .ইমাম বুখারী, তারিখুল কাবীর, ৫/২৩০পৃ. ক্রমিক. ৭৫৩, যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৯/২৮১পৃ. ক্রমিক. ১০৪ এবং তারিখুল ইসলাম, ৩/৪৫৮পৃ.

৭৯ . ইমাম মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, ৯/৭৬পৃ. ক্রমিক. ৩৫০৩

তাই আমরা কোন যুগ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত আপনারাই চিন্তা করুন। **তাই ইমাম হুসাইন (রাঃ) বুঝিয়ে দিলেন যে ইকামতে 'ক্বাদকামাতিস সালাহ বলার সময়ই দাঁড়াবে।** এই ঘটনার বিষয়ে ইমাম হুসাইন (রাঃ) থেকে আমরা কয়েকটি বর্ণনা পাই তা আপনাদের সামনে উল্লেখ করার প্রয়োজন অনুভব করছি; এর মধ্যে ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহঃ) তার আরেকজন উস্তায থেকেও আরেকটি বর্ণনা রয়েছে।

বর্ণনা নং ০২ ঃ

ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহঃ) সংকলন করেন-

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ يَخُوضُ فِي زَمْزَمَ، وَشَجَرَ بَيْنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَبَيْنَ رَجُلٍ شَيْءٌ عِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، فَرَأَيْتُ حُسَيْنًا قَائِمًا فِي الْحَوْضِ فَيُقَالُ لَهُ: اجْلِسْ فَيَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» مَرَّتَيْنِ

-"তিনি বলেন, আমাকে হাদিসের ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (রহঃ) তিনি বলেন, আমাদের সংবাদ দিয়েছেন হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনু আবি ইয়াযিদ (রহঃ) তিনি বলেন, আমি ইমাম হুসাইন (রাঃ) কে যমযম হাউজের দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলাম। একটি গাছের এক পাশে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) অন্য পাশে একজন ইকামত দিতে লাগলেন। আর সেই সময়ে আমি হুসাইন (রাঃ) কে হাউজের নিকট দাড়াঁনো অবস্থায় দেখতে পেলাম। (ইকামত চলাকালিন) তাদের কেহ একজন (তিনি ইবনে যোবায়েরই হবেন) বললেন আপনি বসুন। (ইতিমধ্যে ইকামত শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে এবং তিনি ইকামত শুরু করার আগে থেকেই দাঁড়িয়ে থাকার কারণে মুয়াজ্জিন 'ক্বাদ-কামাতিস সালাহ' বলা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন; আর তাই) তিনি বললেন 'ক্বাদ-কামাতিস সালাহ' অর্থাৎ নামাযে দাঁড়াবার সময় তো হয়ে গেছে (এখন আর বসার সময় নেই)। বর্ণনাকারী (ইবনু ইয়াযিদ) বলেন, আমি তাকে এটি দু'বার বলতে শুনেছি।"[৮০] এই হাদিসটি ছোট হলেও খুবই ব্যাখ্যা বহুল। এই হাদিসে পাকে বুঝা গেল লোকেরা ইকামত চলাকালিন সময়ে দাঁড়ানো অপছন্দ করতেন। আর আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হল যে, ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর ফাতওয়া হল, ক্বাদকামাতিস সালাহ বললেই নামাযে দাঁড়ানোর সঠিক সময়।

---

৮০ . ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ১/৫০৫পৃ. হা/১৯৩৮

বর্ণনা নং. ৩ ঃ ইমাম বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) সংকলন করেন, -

وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ إِذَا قِيلَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَثَبَ فَقَامَ وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

-"হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, মুয়াজ্জিন যখন ক্বাদ-কামাতিস সালাহ বলতেন অতঃপর তিনি দ্রুততার সাতে দাড়িঁয়ে যেতেন। (ইমাম বায়হাকী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন) ইমামে আলী মাকাম হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ)ও এমনটি করতেন।"[৮১]

খুবই স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইমাম হুসাইন (রাঃ) কখন দাঁড়াতেন এবং আরও বুঝা গেল উপরের ঐ হাদিসে দাঁড়ানো অবস্থায় 'ক্বাদকামাতিস সালাহ' শব্দ দ্বারা তিনি কি বুঝিয়েছেন। তাই আসুন আমরা জান্নাতের যুবকদের সর্দার ইমাম হুসাইন (রাঃ) এবং খাদেমুর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) এর অনুসরণ করি এবং ইকামতের শুরুতেই না দাঁড়াই।

চতুর্থ বর্ণনা ঃ

ইমাম মুনযিরী (ওফাত. ৩১৯হি.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ، وَحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حَوْضِ زَمْزَمَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُشْجَرُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَيْنَ بَعْضِ النَّاسِ شَيْءٌ، وَنَادَى الْمُنَادِي: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَهُ: اجْلِسْ فَيَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: اجْلِسْ فَيَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

-"তাবেয়ী উবায়দুল্লাহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, ইমাম হুসাইন (রাঃ) যমযম কুপের কাছে ছিলেন, তখন মুয়াজ্জিন ইকামত দেয়া শুরু করলেন, একটি গাছের এক পাশে ইমাম এক পাশে অন্যান্য লোকজন অন্য পাশে ছিলেন। তখনও মুয়াজ্জিন ইকামত দিতে থাকলেন এবং ক্বাদকামাতিস সালাহ বলা পর্যন্ত পৌছে গেলেন। তাদের কেহ একজন বললেন আপনি বসুন। (ইতোমধ্যে ইকামত শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে এবং তিনি ইকামত শুরু করার আগে থেকেই দাঁড়িয়ে থাকায় মুয়াজ্জিন 'ক্বাদ-কামাতিস সালাহ' বলা পর্যন্ত পৌছে যাওয়া মানে দাঁড়িয়ে

---

৮১ . ইমাম বায়হাকি, আল-সুনানিল কোবরা, ২/৩৩পৃ. হা/২২৮৭, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

www.sahihageedah.com

যাওয়ার সময় হয়ে যাওয়ায়) তিনি বললেন 'ক্বাদ-কামাতিস সালাহ' অর্থাৎ নামাযে দাঁড়াবার সময় তো হয়ে গেছে (এখন আর বসার সময় নেই)।"[৮২]

হাদীসের সারর্মম : এই হাদিসে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, ইকামাতে শুধু মাত্র ক্বাদ-কামাতিস সালাহ বলার সময়ে দাড়াঁনো হযরত আনাস ও জান্নাতের যুবকদদের সর্দার ইমাম হুসাইন (ﷺ) এর সুন্নাত। তাই আসুন আমরা ইকামতের শুরুতেই না দাঁড়াই বরং নির্দিষ্ট সময়ে তারা যখন দাঁড়াতেন তখন দাঁড়াই এবং তাদেরকে ভালবেসে তাদের সুন্নাতকে আকঁড়ে ধরি।

জান্নাতের যুবকদের সর্দার ইমাম হাসান (ﷺ) এর অভিমত ও কর্ম:

ইতিপূর্বে আমরা ইমাম হুসাইন (ﷺ) অভিমত জানলাম এবার জানবো আমরা তাঁর অপর সম্মানিত ভাই ইমাম হাসান ইবনে আলী (ﷺ) এর অভিমত কোনটি ছিল।

প্রথম বর্ণনা: ইমাম ইবনে রযব হাম্বলী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এ বিষয়ের ফাতওয়া দানকারীদের তালিকা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন-

والثاني: إذا قال: ((قد قامت الصلاة)) ، روي عن أنس بن مالك، والحسن بن علي، وعطاء، والحسن، وابن سيرين، والنخعي، وهو قول ابن المبارك، وزفر، وأحمد، وإسحاق.

-"দ্বিতীয় অভিমত হল : ইকামতে ক্বাদকামাতিস সালাহ এর সময়ে দাঁড়ানো। আর এই মত গ্রহণ করেছেন সাহাবী হযরত খাদেমুর রাসূল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হযরত আনাস বিন মালেক (ﷺ), **ইমাম হাসান ইবনে আলী** (ﷺ)। তাবেয়ীদের মধ্যে হযরত আতা ইবনে রাবাহ রহমাতুল্লাহি আলায়হি, হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইবনে সীরীন রহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইবরাহিম নাখঈ রহমাতুল্লাহি আলায়হি। তাবে-তাবেয়ীদের মধ্যে আছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক রহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম যুফার রহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলায়হি, (ইমাম বুখারীর উস্তাদ) ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওইয়্যাহ রহমাতুল্লাহি আলায়হি প্রমুখ।"[৮৩]

তবে হাসান বসরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) সম্পর্কে অন্য আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে যে ইমাম ইবনুল বার্ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) লিখেন-

وَقَالَ فَرْقَدُ السَّبَخِيُّ لِلْحَسَنِ أَرَأَيْتَ إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ أَأَقُومُ أَمْ حَتَّى يَقُولَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَقَالَ الْحَسَنُ أَيُّ ذَلِكَ شِئْتَ

---

৮২. ইমাম মুনযিরী, আল-আওসাত ফি সুনান ওয়াল ইজমা, ৪/১৬৬পৃ. হা/১৯৫৭

৮৩. ইবনে রযব হাম্বলী, ফতহুল বারী, ৫/৪১৮পৃ.

www.sahihaqeedah.com

-"হযরত ফারক্বাদ সাবাখী (রহঃ) বলেন, আমি ইমাম হাসান বসরী (রহঃ) কে দেখেছি মুয়াজ্জিন যখন 'ক্বাদকামাতিস সালাহ' বললেন তখন তিনি দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি যদি চাও।"[৮৪]

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ) এর বক্তব্য:

ইসলামের চার খলীফা আমাদের আদর্শ। তাই তাদের অনুসরণ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন-

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ

-"অতঃপর (আমার ওফাতের পর) তোমরা আমার সুন্নাত ও আমার খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আকড়ে ধর।"[৮৫]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এবার রাসূল (ﷺ) থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত আদর্শের সৈনিক খলিফাদের আমল এবং তাদের ফাতওয়া আমরা দেখবো।

বিখ্যাত ইমাম আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী (রহঃ) হাদীস সংকলন করেন-

وَكَانَ عُمر رضي الله عنه يَقُوْلُ لَاتَقُوْمُوْا لِلصَّلٰوة حَتّٰى يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةَ

-"ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা আমিরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রাঃ) বলেন, হে মুসল্লীগণ! তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়াবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত মুয়াজ্জিন ক্বাদ-কামাতিস সালাহ বলছেন।"[৮৬]

হাদীসের সারর্মম ঃ এই হাদীস থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল, ইকামত দিলেই কাতার সোজা করার সাথে দাড়িঁয়ে যাবে না বরং বসে থাকবে। মুয়াজ্জিন ক্বাদ-কামাতিস সালাহ বলার আগে দাড়াঁবে না এটি হযরত উমর (রাঃ) এর সুস্পষ্ট আদেশ। তাই যারা এখন ইকামত শুরু করার আগেই দাঁড়িয়ে যান তারা ইসলামের খলিফাদের বিরোধী। তাই আমাদের ইমাম সাহেবদের উচিত ইকামতের সময় যার যার স্থানে বসে হাইয়্যা আলাস সালাহ বলার সময় দাঁড়ানো শুরু করবেন আর ক্বাদকামাতিস সালাহ বলার সময় পরিপূর্ণ দাড়িঁয়ে যাবেন এবং কাতার সোজা করার প্রস্তুতি নিবেন।

---

৮৪. ইবনুল বার্, আল-ইস্তিযকার, ১/৩৯১পৃ.

৮৫. ইমাম আবু দাউদ, আস সুনান, ৮/১৩ পৃ. হা/৪৬০৭, তিরমিযি, আস-সুনান, ৫/৪৩ পৃ. হা/২৬৭৬, ইমাম ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, ১/১৭৮পৃ, হা/৫, ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ৪/১২৬পৃ, হা/১৭২৭৫-৭৬. ইমাম দারেমী, আস-সুনান, ১/৫৭ পৃ, হা/৯৫, খতিব তিবরিযি, মিশকাতুল মাসাবীহ, ১/৪৫পৃ, কিতাবুল ই'তিসাম বিসুন্নাহ, হা/১৬৫, হাদীসটির মান হাসান, সহীহ।

৮৬. ইমাম শা'রানী, আল-কাশফুল গুম্মাহ, ৯৮ পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়কত, লেবানন,।

মুজতাহিদ ফকীহ সাহাবী ইবনে উমর (রাঃ) এর ফাতওয়াঃ

বিখ্যাত ৭ জন ফকিহ সাহাবীর মধ্যে হযরত উমর (রাঃ) এর শাহজাদা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) অন্যতম একজন ফকিহ ছিলেন।[৮৭]

আমরা সকলেই জানি সকল সাহাবাগণই তাদের আমলের পদ্ধতি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন। মনগড়া কোন আমলেই তারা পছন্দ করতেন না। আর আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) ছিলেন তাদেরই একজন। এবার আমরা দেখবো ইকামতের মাস'য়ালায় তিনি কি ফাতওয়া দিয়েছেন। ইমাম হাফেজ আব্দুর রায্যাক (ওফাত ২১১ হি.) তার বিখ্যাত হাদীসের গ্রন্থে গ্রহণযোগ্য সনদে সংকলন করেন-

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَطِيَّةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمَّا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ قُمْنَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اجْلِسُوا فَإِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَقُومُوا

-"বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত আতিয়্যাহ (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এর সাথে বসা ছিলাম। অতঃপর মুয়াজ্জিন ইকামত দিতে শুরু করল আমরা দাড়িঁয়ে গেলাম। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) আমাদেরকে বললেন, তোমরা বস, মুয়াজ্জিন যখন ক্বাদ-কামাতিস সালাহ বলবেন অতঃপর তোমরা তোমরা দাঁড়াবে।"[৮৮]

হাদীসের সারমর্মঃ সম্মানিত পাঠকগণ! এই হাদীসে সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে- আমাদের সমাজে ঘটে যাওয়া ইকামতের সময়ের ঘটনা। যারা ইকামত দিলেই দাঁড়িয়ে যান তাদের দাতভাঁঙ্গা জবাব এবং শিক্ষা ইবনে উমর (রাঃ) দিয়ে গেছেন বহু পূর্বেই। কিন্তু আজকাল কতিপয় জ্ঞানপাপী ব্যক্তি নিজেকে বড় হাদীস বিশারদ হওয়ার দাবী করে হাদীসের কিতাবে আল্লাহর রাসূলের এবং তার সাহাবীদের আদর্শ কী তা আমল ও প্রচার করার দাবি করে আজ সত্য থেকে বহু দূরে। আল্লাহ তাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। বুঝা গেল ইকামত শুরু হলেই দাঁড়িয়ে যাওয়াকে সাহাবীগণ খুবই অপছন্দ করতেন এবং ঐ সময়ে

---

৮৭. ইমাম যাহাবী (রহঃ) তার বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেন-

المدني الفقيه: أحد الأعلام في العلم والعمل، شهد الخندق

-"তিনি মদিনার একজন মুজতাহিদ সাহাবী ফকিহ, ইলম ও আমলে পরিপূর্ণ জ্ঞানীগুণীদের একজন, তিনি রাসূল (ﷺ) এর সাথে খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।" (যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১/৩১পৃ. ক্রমিক. ১৭, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন)।

৮৮. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৯/৫০৬পৃ, হা/১৯৪০, ইমাম সূয়ূতি, জামিউল আহাদিসিল কাবীর, ২০/৩৯১পৃ, হা/১৭৩৬০, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

দাঁড়িয়ে যাওয়াকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। তাদের সেই নিষেধই মাকরুহে তাহরীমী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

সনদ পর্যালোচনা: অনেকে এই সনদের অন্যতম রাবী 'মুহাম্মদ বিন উবায়দুল্লাহ' কে যঈফ বলতে চান। আমি বলি ইমাম মিয্যী (রাহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেন-

وذكره ابنُ حِبَّان في كتاب الثقات

-"ইমাম ইবনে হিব্বান (রাহিমাহুল্লাহ) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় তাকে স্থান দিয়েছেন।"[৮৯] তবে ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন- ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَغَيْرُهُ. -"ইমাম আবু হাতেম ও অন্যান্য ইমামগণ তাকে যঈফ বলেছেন।"[৯০] তাই তার হাদিস মাঝামাঝি 'হাসান' পর্যায়ের অর্ন্তভুক্ত। ইমাম মিয্যী (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেন- روى له ابن مَاجَهْ. -"তার হাদিস ইমাম ইবনে মাযাহ (রাহিমাহুল্লাহ) স্বীয় সুনানে সংকলন করেছেন।"[৯১] আবার অনেকে তাবেয়ী আতিয়্যা (রাহিমাহুল্লাহ) কে নিয়ে সমালোচনা করতে চান। কিন্তু তার পরিচিতি না জানার কারনে তাকে অনেকে ভুল বুঝে যঈফ প্রমাণ করতে চান। তার মূল নাম 'আতিয়্যাহ বিন সা'দ বিন জানাদাহ'। তিনি সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, যায়েদ বিন আরকাম, আদি বিন সাবেত আনসারী, আবু সাঈদ খুদরী, আবু হুরায়রা, আব্দুর রহমান বিন জানাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)সহ অনেক সাহাবীদের কাছ থেকে তিনি হাদিস শুনেছেন।[৯২] এত বড় একজন তাবেয়ীকে দুর্বল বলা গ্রহণযোগ্য নয়। আর এই হাদিসটি হল উক্ত সাহাবীর সাথে উপস্থিত থাকার একটি পত্যক্ষ ঘটনা। ইমাম ইবনে শাহীন (রাহিমাহুল্লাহ) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।[৯৩] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রাহিমাহুল্লাহ) তার বিখ্যাত আসমাউর রিজালের কিতাবে লিখেন- صدوق -"তিনি সত্যবাদী ছিলেন।"[৯৪] ইমাম মিয্যী (রাহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেন-

وَقَال عَباس الدُّورِيُّ ، عَنْ يحيى بْن مَعِين: صالح

---

৮৯. ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস-সিকাত, ৭/৩৭০পৃ. ক্রমিক. ১০৪৮৩, ইমাম মিয্যী, তাহজিবুল কামাল, ২৬/৩৮পৃ. ক্রমিক. ৫৪৩২

৯০. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/৯৭০পৃ. ক্রমিক. ৩৯০

৯১. ইমাম মিয্যী, তাহজিবুল কামাল, ২৬/৩৮পৃ. ক্রমিক. ৫৪৩২

৯২. ইমাম মিয্যী, তাহজিবুল কামাল, ২০/১৪৬পৃ. ক্রমিক. ৩৯৫৬

৯৩. ইমাম ইবনে শাহীন, কিতাবুস সিকাত, ক্রমিক. ১০২৩

৯৪. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাক্বরীবুত তাহযিব, ৩৯৩পৃ. ক্রমিক. ৪৬১৬, দারুর রশুদ, রিয়াদ।

www.sahihaqeedah.com

-"ইমাম আব্বাস দাওরী (রহ.) তিনি হাদিসের ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, তিনি হাদিস বর্ণনায় সৎ ছিলেন।"[৯৫] ইমাম আবু হাতেম (রহ.) বলেন- يكتب حديثه -"আমরা তার হাদিস লিপিবদ্ধ করতাম।"[৯৬] ইমাম আদি বলেন- يكتب حديثه -"আমরা তার হাদিস লিখি।"[৯৭] তবে হাফেজুদ্দুনীয়া ইমাম আবু যারওয়া (রহ.) বলেন- ليّن -"তিনি কিছুটা নরম প্রকৃতির হাদিস বর্ণনাকারী।"[৯৮] এই ধরনের শব্দ মুহাদ্দিসগণ 'হাসান' পর্যায়ের রাবীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকেন। সর্বশেষ সকলের আপত্তির জবাবে আমি বলবো ইমাম খতিবে বাগদাদী (রহ.) এবং ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তার জীবনীতে উল্লেখ করেন-

وَكَانَ ثِقَةً إِنْ شَاءَ اللهُ وَلَهُ أَحَادِيثُ صَالِحَةٌ.

-"তিনি আল্লাহ চাহে তো বিশ্বস্ত এবং তাঁর হাদিস গ্রহণযোগ্য।"[৯৯] তাই এই হাদিসটি সামগ্রীকভাবে 'হাসান' পর্যায়ের তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে বাড়াবাড়ি করবেন বুঝা গেল উক্ত ইমামদের রায়কে উপেক্ষা করা।

খাদেমুর রাসূল (ﷺ) হযরত আনাস (রা.) 'র আমল:

প্রথম বর্ণনা: ইমাম বায়হাকী (রহ.) (ওফাত ৪৫৮ হি.) সংকলন করেন-

وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ إِذَا قِيلَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَثَبَ فَقَامَ

-"আরও খাদেমুর রাসূল (ﷺ) হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) এর বিষয়ে বর্ণিত আছে, যখন মুয়াজ্জিন ক্বাদ-কামাতিস সালাহ বলতেন অতঃপর তিনি দ্রুততার সাথে দাঁড়িয়ে যেতেন।"[১০০]

---

৯৫ . ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ২০/১৪৭পৃ. ক্রমিক. ৩৯৫৬, ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৭/২২৫পৃ. ক্রমিক. ৪১৪

৯৬ . ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ২০/১৪৮পৃ. ক্রমিক. ৩৯৫৬, ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৭/২২৫পৃ. ক্রমিক. ৪১৪

৯৭ . ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ২০/১৪৮পৃ. ক্রমিক. ৩৯৫৬, ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৭/২২৫পৃ. ক্রমিক. ৪১৪

৯৮ . ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ২০/১৪৮পৃ. ক্রমিক. ৩৯৫৬, ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৭/২২৫পৃ. ক্রমিক. ৪১৪

৯৯ . ইমাম খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ৬/৩০৫পৃ. ক্রমিক. ২৩৭৫, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত-তাহযিব, ৭/২২৬পৃ. ক্রমিক. ৪১৪

১০০ . ইমাম বায়হাকি, আল-সুনানিল কোবরা, ২/৩৩পৃ., হা/২২৮৭

দ্বিতীয় বর্ণনা: বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও হাদীস সমালোচক ইমাম হাফেজ আবু উমর ইবনে আব্দুল বার্ (ওফাত. ৪৬৩ হি.) সংকলন করেন-

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي يَعْلَى قَالَ رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ إِذَا قِيلَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَامَ فَوَثَبَ

-"ইমাম উসমান বিন আবি শায়বাহ (রহ.) তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) থেকে তিনি ইমাম আবি ই'য়ালা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি খাদেমুর রাসূল (ﷺ) হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) কে দেখেছি মুয়াজ্জিন যখন ক্বাদ-কামাতিস সালাহ বলতেন অতঃপর তিনি অতি দ্রুততার সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন।"[১০১]

অনেকে বলতে পারেন ইমাম ইবনুল বার্ (৪৬৩হি.) এর ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.) এর সাক্ষাত ঘটেনি তাই সনদটি বিচ্ছিন্ন বলে বুঝা যায়। এর উত্তর পেতে আমাদের নিম্নের সনদটি দেখতে হবে।

তৃতীয় বর্ণনা ঃ উপরের হাদিসটি ইমাম মুনযিরী (রহ.) নিজস্ব সনদে সংকলন করেন-

وَحَدَّثُونَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ إِذَا قِيلَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَثَبَ فَقَامَ

-"তাবেয়ী ইমাম আবু ই'য়ালা (রহ.) বলেন, আমি হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) কে দেখেছি, মুয়ায্যিন যখন ক্বাদকামাতিস সালাহ বলতেন তখন দাঁড়াতেন।"[১০২] তিনি আরও উল্লেখ করেন-

وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ

-"তাবেয়ী আতা (রহ.) এবং ইমাম আহমদের মাযহাব হল এবং ইসহাক (রহ.) এর অভিমত হল যে, ইমাম যদি মসজিদে থাকেন তাহলে ঐ সময়ে (ক্বাদকামাতিস সালাহ বলার সময়) দাঁড়াবে।"[১০৩]

হাদীসদ্বয়ের সারমর্ম: উপরের তিনটি বর্ণনা থেকে আমরা সুস্পষ্ট দেখলাম যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর দীর্ঘ দিনের (১০ বছরের) খাদেম হযরত আনাস (রাঃ) বর্তমান দেওবন্দী ও আহলে হাদিসদের মত দাঁড়িয়ে যাওয়ার জন্য পাগল

---

১০১. ইমাম আব্দুর বার, তামহীদ, ৪/১৭৪ পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন এবং আল-ইস্তিযকার ১/৩৯১ পৃ, ইমাম কাযি আয়্যাজ, শরহে মুসলিম, ২/৫৫৭ পৃ, দারুল ওফা, বয়রুত, লেবানন।

১০২. ইমাম মুনযিরী, আল-আওসাত ফি সুনান ওয়াল ইজমা, ৪/১৬৬পৃ. হা/১৯৫৮

১০৩. ইমাম মুনযিরী, আল-আওসাত ফি সুনান ওয়াল ইজমা, ৪/১৬৬পৃ. হা/১৯৫৮, মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ৩/১৬৫পৃ.

হয়ে যেতেন না বরং তিনি নির্দিষ্ট সময়েই সামনে দাঁড়াতেন। তাই এখন যারা গোঁড়ামী করে সাহাবীদের থেকে নিজেকে বড় জ্ঞানী দাবী করতে চাচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ৭৩ দলের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে-

قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ

-"আমি এবং আমার সাহাবীগণ যে মত ও পথের উপর থাকবো সেই দলেই জান্নাতী।"[১০৪] তাই আসুন জান্নাতী দলের পথে আসতে আক্বীদা ঠিক রেখে সাহাবীদের পথে ও মতের দিকে আসুন। এই সনদের প্রধান রাবী 'আবু ই'য়ালা' এর মূল নাম হল 'মুনযির বিন ই'য়ালা আল-কুফী' যার বিষয়ে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন-

ذكره بن سعد في الطبقة الثالثة من أهل الكوفة وقال كان ثقة قليل الحديث وقال بن معين والعجلي وابن خراش ثقة وذكره بن حبان في الثقات

-"ইমাম ইবনে সা'দ (রহিমাহুল্লাহ) তার তবকাতুল কোবরা গ্রন্থে লিখেন, তিনি কুফার অধিবাসী সিকাহ রাবী, তবে অল্প হাদিস বর্ণনা করেছেন, ইমাম ইবনে মাঈন, আজলী, ইবনে খার্‌রাস এবং ইমাম ইবনে হিব্বান (রহিমাহুল্লাহ) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।"[১০৫] আবার কেহ বলতে পারেন আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারকের ছাত্র 'হাসান ইবনে ঈসা' সিকাহ রাবী কিনা। আমি বলবো সে ইবনে মোবারকের গোলাম ছিলেন। তার মূল নাম 'হাসান ইবনে ঈসা ইবনে মা সারজিসা নিশাপুরী'। ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) তার জীবনীতে লিখেছেন-

الإِمَامُ، المُحَدِّثُ، الثِّقَةُ، الجَلِيْلُ، أَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُوْرِيُّ.

-"তিনি ছিলেন মহান ইমাম, মুহাদ্দিস, সিকাহ বা বিশ্বস্ত, মর্যাদাবান ব্যক্তি, তার উপনাম আবু আলী নিশাপুরী।"[১০৬] অপরদিকে তিনি সহীহ মুসলিমের রাবী।[১০৭] ইমাম ইবনে হিব্বান (রহিমাহুল্লাহ)ও তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।[১০৮] তাই এই হাদিসটিও সহীহ তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না।

---

১০৪ . খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬১ পৃ, কিতাবুল ই'তিসাম, হা/১৬১, তিরমিযি, আস-সুনান, ৫/২৬ পৃ, হা/২৬৪১, বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ১/২১৩পৃ, হা/১০৪।

১০৫ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবুত তাহযিব, ১০/৩০৫পৃ. ক্রমিক. ৫৩১

১০৬ .ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১২/২৭পৃ. ক্রমিক. ৬

১০৭ .ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১২/২৮পৃ. ক্রমিক. ৬

১০৮ .ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস-সিকাত, ৮/১৭৪পৃ. ক্রমিক. ১২৮২১, ইমাম মিয্‌যী, তাহজিবুল কামাল, ৬/২৯৫পৃ. ক্রমিক. ১২৬৩

www.sahihageedah.com

ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ) এর ফাত্ওয়া:

প্রথম বর্ণনা: বিখ্যাত হাদীসের ইমাম আব্দুর রায্যাক (ওফাত. ২১১ হি) তার হাদীসের গ্রন্থে সংকলন করেন-

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا: خَرَجَ عَلَيْهِمْ حِينَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَهُمْ قِيَامٌ، فَقَالَ: مَا لَكُمْ سَامِدِينَ

-"হযরত আবি খালিদ ওয়ালাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, নিশ্চয় হযরত আলী (রাঃ) তাঁর হুজরা থেকে ইকামত চলাকালীন বের হলেন তখন আমরা দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলাম। আমাদেরকে এ অবস্থায় দেখে অতঃপর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে গাফেল বা অমনযোগী মুসল্লি হিসেবে দেখতে পাচ্ছি? অর্থাৎ গাফেলদের ন্যায় দাঁড়ানো দেখতে পাচ্ছি।"[১০৯]

এই হাদীসে আমরা বুঝতে পারলাম ইকামত চলাকালিন দাঁড়িয়ে থাকা হযরত মাওলা আলী (রাঃ) অপছন্দ করেছিলেন। ইমাম ইবনে রযব হাম্বলী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেন-

وقال ابن بريدة في انتظارهم قياماً: هو السمود.

-"ইমাম ইবনে বুরাইদা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করাকে সমুদ বলা হয়।"[১১০] তাই বুঝা গেল ইকামত দেয়ার সময় দাঁড়িয়ে থাকাকে ইসলামের চতুর্থ খলিফা অপছন্দ করতেন।

বুঝা গেল তিনি ইমাম হওয়া সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তারা দাঁড়ানোর কারণে তিনি এমনটি তাদেরকে বলেছিলেন। তাই ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এই হাদীসটি এই পরিচ্ছেদ-

بَابُ قِيَامِ النَّاسِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ

-"ইকামতের পূর্বে মুসল্লির দণ্ডায়মান হওয়ার পরিচ্ছেদ।"[১১১] এবার আমরা হযরত আলী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর আমলের ঘটনাটি অন্যান্য ইমামদের সংকলনের ভাষ্য তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

---

১০৯. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ১/৫০৪ পৃ, হা/১৯৩৩, ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৩৫৬পৃ. হা/৪০৯৪, ইমাম আইনী, শরহে সুনানি আবি দাউদ, ৩/১৩পৃ.

১১০. ইবনে হাজার, ফতহুল বারী, ৫/৪১৭পৃ.

১১১. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ১/৫০৪, মাকতাবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন।

দ্বিতীয় বর্ণনা:

ইমাম তাহাভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সংকলন করেন-

كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ، قَالَ: جَاءَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَنَحْنُ قِيَامٌ نَنْتَظِرُهُ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ سَامِدِينَ؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَالسُّمُودُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ: اللهْوُ، كَذَلِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ كَمَا حَدَّثَنَا وَلَّادٌ

-"তাবেয়ী হযরত আবি খালেদ ওয়ালাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমাদের কাছে হযরত আলী (رضي الله عنه) আসলেন তখন আমরা ইকামত চলাকালিন দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলাম। অতঃপর (এ অবস্থায় দেখে) তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে অলস মুসল্লি হিসেবে (দণ্ডায়মান) দেখতে পাচ্ছি?।"[১১২]

তৃতীয় বর্ণনা ঃ

ইমাম বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সংকলন করেন-

رُوِيَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَنَحْنُ قِيَامٌ، فَقَالَ: مَا لِيَ أَرَاكُمْ سَامِدِينَ، يَعْنِي قِيَامًا

-"তাবেয়ী আবি খালিদ ওয়ালাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, হযরত আলী (رضي الله عنه) ইকামত চলাকালিন আমাদের নিকট আসলেন, আমরা তখন সকলে দাঁড়ানোই ছিলাম। অতঃপর তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে অমনযোগী হিসেবে (দণ্ডায়মান) দেখতে পাচ্ছি?"[১১৩]

চতুর্থ বর্ণনা ঃ আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেন-

عن علي أنه خرج والناس ينتظرونه للصلاة قياما فقال: مالي أراكم سامدين. أبو عبيد.

-"হযরত আবু উবায়দাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিনি, হযরত আলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন, তিনি (নামাযের জন্য) বের হলেন লোকেরা অগ্রিম তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে গাফেল মুসল্লী হিসেবে (দণ্ডায়মান) দেখতে পাচ্ছি?[১১৪]

---

১১২ . ইমাম তাহাভী, শরহে মাশকালুল আছার, ১০/৩৯৫পৃ. হা/৪২০৫

১১৩ . বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ২/৩২পৃ. হা/২২৮৫

১১৪ . মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৮/২৭৯পৃ.হা/২২৯১২

পঞ্চম বর্ণনা ঃ ইমাম সারাখসী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

وَإِنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى النَّاسَ قِيَامًا يَنْتَظِرُونَهُ فَقَالَ مَالِي أَرَاكُمْ سَامِدِينَ أَيْ وَاقِفِينَ مُتَحَيِّرِينَ.

-"নিশ্চয় আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রাঃ) (ইকামত চলাকালিন) মসজিদে প্রবেশ করলেন, অতঃপর দেখলেন লোকেরা (সাহাবীরা) দাঁড়িয়ে নামাযের অপেক্ষা করছেন। অতঃপর বললেন আমি কি তোমাদেরকে অলস (দণ্ডায়মান) অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি? (ইমাম সারাখসী, আল-মাবসূত, ১/৩৯পৃ.)

৬ষ্ঠ বর্ণনা ঃ

বিখ্যাত হানাফি ফিকহের কিতাব 'মুহিতুল বুরহানী'তে রয়েছে-

روي أن النبي عليه السلام كان في حجرة عائشة رضي الله عنها، فلما أقام بلال الصلاة، وخرج رسول الله عليه السلام إلى المسجد، فرأى الناس ينتظرونه، فقال لهم رسول الله عليه السلام: «ما لي أراكم سامدين» أي واقفين مُتحيِّرين،

-"রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণিত রয়েছে তিনি হুজরা শরীফে মা আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) এর সাথে ছিলেন। অতঃপর হযরত বেলাল (রাঃ) ইকামত দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন এবং রাসূল (ﷺ) হুজরা শরীফ থেকে বের হলেন অতঃপর দেখলেন লোকজন (সাহাবীরা) দাঁড়িয়ে নামাযের জন্য অপেক্ষা করছেন। অতঃপর রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করলেন, আমি তোমাদেরকে অলস মুসল্লি হিসেবে (দণ্ডায়মান) দেখতে পাচ্ছি? হযরত আমিরুল মু'মিনীন আলী (রাঃ) থেকেও এমন বর্ণিত আছে।" (আল-মুহিতুল বুরহানী, ১৩/৬পৃ.)

সপ্তম বর্ণনা ঃ ইবনে রযব হাম্বলী (রহঃ) লিখেন-

وروي عن أبي خالد الوالبي، قال: خرج الينا علي بن أبي طالب ونحن قيام، فقال: مالي أراكم سامدين - يعني: قياماً.

-"হযরত আবি খালিদ ওলাবী (রহঃ) বলেন, আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রাঃ) (ইকামত চলাকালিন) আমাদের নিকট আগমণ করলেন, আমরা তখন দাঁড়িয়ে অপেক্ষমান ছিলাম। অতঃপর তিনি এই অবস্থা দেখে বললেন, আমি তোমাদেরকে অমনোযোগী অবস্থায় (দণ্ডায়মান) দেখতে পাচ্ছি? ইমাম ইবনে রযব (রহঃ) সমুদ এর ব্যাখ্যায় বলেন, দাঁড়ানো দেখতে পাওয়া।"[১১৫]

---

১১৫. ইবনে রযব হাম্বলী, ফতহুল বারী, ৫/৪১৭পৃ.

www.sahihaqeedah.com

ইসলামের পঞ্চম খলীফা হযরত উমর বিন আব্দুল আযিযের (রহ.) এর ফাত্ওয়া:

ইসলামের ইতিহাস চর্চা করলে যুগ যুগ ধরে মুসলমানগণ যার কথা কিয়ামত পর্যন্ত স্বরণ করবেন তিনি হলেন আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর বিন আব্দুল আযিয (রহ.)। তিনি বিখ্যাত তাবেয়ী, ফকিহ, মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি অনেক মৃত সুন্নাতকে জিন্দা করেছেন। এবার আমরা এই বিষয়ে তার ফাতওয়া ও আমল কী তা আমরা দেখবো।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইবনে আব্দুল বার্ (ওফাত. ৪৬৩ হি.) হাদিস সংকলন করেন-

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا الْخَضِرُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِحُنَاصِرَةَ يَقُولُ حِينَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قُومُوا

-"আবু উবাইদা (রহ.) বলেন, আমি আমিরুল মু'মিনীন হযরত উমর বিন আব্দুল আযিয (রহ.) কে হানাছারাহ নামক স্থানে শুনেছে মুয়াজ্জিন যখন ক্বাদ-কামাতিস সালাহ বললেন তখন তিনি দাঁড়ালেন।"[১১৬]

হাদীসের সারর্মম: এই হাদীসে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল ইকামত দিলেই দাড়িঁয়ে যাবে না বরং নির্দিষ্ট সময়ে দাঁড়াবে। ইকামত দিলেই কাতার সোজা করার জন্য পাগল হবেন না।

বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী (রহ.) এর ফাতওয়া :

তাবেয়ীদের মধ্যে ইবাদত রিয়াযতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে উন্নত ছিলেন তিনি হচ্ছেন তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী (রহ.)। এবার আমরা দেখবো ইকামতের মাসায়েলে তাঁর অভিমত এবং ফাতওয়া কি।

প্রথম বর্ণনা ঃ ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (ওফাত ২৩৫ হি.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ حَتَّى يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

---

১১৬. ইমাম ইবনে আব্দুল বার, আত-তাহমীদ, ৯/১৯২ পৃ., আল-ইস্তিযকার, ১/৩৯১ পৃ.

-"তিনি আব্দুল আ'লা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে তিনি হিশাম বিন ওরওয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে তিনি বলেন, হযরত হাসান বসরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিনি ইমামের ক্বাদ-কামাতিস সালাহ বলার পূর্বে ইমামের দাঁড়ানো কে অপছন্দ করতেন।"[১১৭]

দ্বিতীয় বর্ণনা:

ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (ওফাত ২৩৫ হি.) তাঁর কিতাবের অন্যস্থানে হাদিসটি এভাবে সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، كَرِهَ إِنْ يَقُومَ الْإِمَامُ حَتَّى يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَكَرِهَ إِنْ يُكَبِّرَ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ إِقَامَتِهِ

-"হযরত হিশাম বিন ওরওয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, হযরত হাসান বসরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইমামের ক্বাদকামাতিস সালাহ বলার পূর্বে দাঁড়িয়ে যাওয়াকে অপছন্দ করতেন। এবং ইকামত শেষ না হলেই ইমামের তাকবীরে তাহরীমা বলাকেও অপছন্দ করতেন।"[১১৮] এই সনদটি সহীহ। তাবে-তাবেয়ী হযরত আব্দুল আ'লা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)ও সহীহ বুখারীর রাবী এবং হাফেজুল হাদিস ছিলেন।[১১৯]

তৃতীয় বর্ণনা ঃ

ইমাম ইবনুল বার্ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাসান বসরী ও ইবনে সীরীন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর অভিমত সনদসহ উল্লেখ করেন-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يَقُومَا حَتَّى يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

-"আবু বকর ইবনু আবিল আসওয়াদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন আমাকে মু'তামার ইবনু সুলায়মান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাকে হিশাম বিন ওরওয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিনি বলেন, বিখ্যাত তাপসী হযরত হাসান বসরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর বিষয়ে বর্ণিত আছে, তাঁরা উভয়েই মুয়াজ্জিন

---

১১৭ . ইমাম ইবনে আবি শায়রাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৪৪৩ পৃ. হা/৪০৯৯, দারুল ফিকর ইলমিয়াহ, বয়রুত, লেবানন।

১১৮ . ইমাম ইবনে আবি শায়রাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৩৫৬ পৃ, হা/৪০৯০, দারুল ফিকর ইলমিয়াহ, বয়রুত, লেবানন।

১১৯ . ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলাম নুবালা, ১১/২৮পৃ. ক্রমিক. ১২, মুয়াস্সাতুর রিসালা, রিসালা, বয়রুত, লোবনন।

'ক্বাদকামাতিস সালাহ' বলার পূর্বে (ইমাম মুসল্লির) দাঁড়িয়ে যাওয়াকে অপছন্দ করতেন।"[১২০]

হাদিসের সারমর্ম ঃ এই হাদিসে বর্তমান ইমামগণ কখন দাড়াবেন তা সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া দেয়া হয়েছে। আজ যে ইমামরা সাহাবী তাবেয়ীদের অনুসরনের দাবী করে তাদের বিপরীত আমল করছেন প্রকৃত পথে তাদেরকে কাদের অনুসারী বলবো তা আমি বুঝে পাচ্ছিনা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে পূর্বসূরিদের অনুসরণের তৌফিক দান করুন। আমীন। এই হাদিসটির সনদ সহীহ। রাবী আবু বকর ইবনু আবিল আসওয়াদ (রহিমাহুল্লাহ)ও সিকাহ বা বিশ্বস্ত। ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) তার জীবনীতে লিখেন-

وقال الخطيب: سكن بغداد، وكان حافظًا متقِنًا.

-"ইমাম খতিবে বাগদাদী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তিনি বাগদাদে অবস্থান করতেন, তিনি ছিলেন হাফেজুল হাদিস ও মুত্তাকী তথা আল্লাহ ভীরু।"[১২১]

যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) আরও উল্লেখ করেন-

قال عبد الخالق بن منصور، عن ابن مَعِين: لا بأس به

-"শায়খ আব্দুল খালেক ইবনু মানছুর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন ইমাম ইবনে মাঈন (রহিমাহুল্লাহ) তার সম্পর্কে বলেছেন যে, তার হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[১২২] মূল কথা হল ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) সহীহ বুখারীতে তার হাদিস স্থান দিয়েছেন।[১২৩] আর রাবী মু'তামার সহীহ বুখারী মুসলিমের রাবী। তার সম্পর্কে বিস্তারিত আমি আমার লিখিত 'প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন' দ্বিতীয় খণ্ডে জুম'আর ছানী আযানের আলোচনায় বর্ণনা করেছি পাঠকবর্গের সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

তাবেয়ীকূল শিরমণি হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহিমাহুল্লাহ) এর ফাতওয়া :

আমাদের ইমামগণ যে ইকামত শুরু করার পূর্বেই কাতার সোজার ঘোষণা দেন সে বিষয়ের সঠিক পরার্মশ দেন প্রথম শ্রেণীর তাবেয়ী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব

---

১২০. ইমাম ইবনুল বার, আল-ইস্তিযকার, ১/৩৯১পৃ. এবং আত্-তামহীদ, ৯/১৯৩পৃ.
১২১. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৫/৬০৭পৃ. ক্রমিক. ২২১
১২২. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৫/৬০৭পৃ. ক্রমিক. ২২১
১২৩. ইমাম মিযযী, তাহযিবুল কামাল, ৩৩/৮৫পৃ. ক্রমিক. ৭২২৯

www.sahihaqeedah.com

(رحمه الله)। তিনি তাবেয়ীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকিহ ছিলেন। ইমাম মিয্যী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখ করেন-

وَقَالَ سُلَيْمَان بْن موسى: كان سَعِيد بْن الْمُسَيَّب أفقه التابعين

-"হযরত সুলায়মান বিন মুসা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (رحمه الله) হলেন তাবেয়ীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকিহ।"[১২৪]

ইমাম আবু হাতেম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও ইমাম মিয্যী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সংকলন করেন-

وَقَالَ الأوزاعي: سئل الزُّهْرِيّ ومكحول: من أفقه من أدركتما؟ قالا: سعيد بن المسيب

-"ইমাম আওযায়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমি তাবেয়ী ইমাম জুহরী ও তাবেয়ী মেকহুল শামী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কে জিজ্ঞাসা করলাম আপনারা সবচেয়ে সবচেয়ে বড় ফকিহ হিসেবে কার সাক্ষাত পেয়েছেন? তারা উভয়েই বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (رحمه الله) কে।"[১২৫]

এবার আমরা দেখবো এত বড় বিখ্যাত ফকিহ কখন দাড়িঁয়ে কাতার সোজার কথা বলেন।

ইমাম আব্দুল বার্ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (ওয়াত ৪৬৩ হি.) সংকলন করেন-

قَالَ حَدَّثَنَا كُلْثُومُ بْنُ زِيَادٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ .... وَإِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَتِ الصُّفُوفُ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَبَّرَ الْإِمَامُ

-"হযরত কুলসুম ইবনু যিয়াদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিনি তাবেয়ী ইমাম জুহরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে তিনি তাবেয়ী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন......যখন মুয়াজ্জিন (দ্বিতীয়বার বলবে) হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ অতঃপর (দাঁড়িয়ে) কাতার সোজা করার জন্য প্রস্তুতি নিবে।আর যখন শেষ তাকবীর 'লা ইলাহা ইল্লাহ' বলবে তখন তাকবীরে তাহরীমা বলবে।"[১২৬] এই সনদটি 'হাসান' পর্যায়ের। রাবী কুলসুমও সিকাহ। ইমাম যাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার জীবনীতে উল্লেখ করেন-

وَأَشَارَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ إلى توثيقه.

-"ইমাম আবু যারওয়া দামেস্কী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাকে সিকাহ বা বিশ্বস্ত হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।"[১২৭] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখ করেন-

---

১২৪. ইমাম মিয্যী, তাহজিবুল কামাল, ১১/৭১পৃ. ক্রমিক. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযিবু-তাহযিব, ৪/৮৫পৃ. ক্রমিক. ১৪৫

১২৫. ইমাম মিয্যী, তাহজিবুল কামাল, ১১/৭১পৃ.ইমাম আবু হাতেম, জাররাহ ওয়া তা'ফীল, ৪/৭১, ক্রমিক ২৬২

১২৬. ইমাম ইবনে আব্দুর বার, তাহমিদ, ৯/১১৩ পৃ, এবং আল-ইস্তিযকার, ১/৩৯১পৃ.

১২৭. ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/৪৮৬পৃ. ক্রমিক. ৩৩৩

وذكره ابنُ حِبَّان في الثقات.

-"ইমাম ইবনে হিব্বান (রাহিমাহুল্লাহ) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।"[১২৮] তবে ইমাম নাসাঈ (রাহিমাহুল্লাহ) তাকে যঈফ বলেছেন।[১২৯]

হাদীসের সারমর্ম ঃ এই হাদীসে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে যারা কাতার সোজা করার কথা ইকামত শুরু করার আগেই অথবা শুরু করার সময়েই বলতে থাকেন তাদের এই নীতি মনগড়া। তবে এখানে উক্ত তাবেয়ী 'হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ' বলার সময় কাতার সোজার জন্য দাঁড়াবে বলতে বসা থেকে দাড়িঁয়ে কাতার সোজার প্রস্তুতির কথা বুঝিয়েছেন। যেমন এই বিষয়ের তার ছাত্র এবং বিখ্যাত তাবেয়ীর বর্ণনাটি দেখুন-

الزُّهْرِيَّ يَقُولُ مَا كَانَ الْمُؤَذِّنُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ حَتَّى تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ

-"ইমাম জুহুরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলতেন, মুয়াজ্জিন যখন 'ক্বাদ-কামাতিস সালাহ' বলবেন ততক্ষনে কাতার সোজা করবেন।"[১৩০] তাই যারা এখন ইকামত শুরু করার পূর্বেই কাতার সোজা করার কথা ঘোষণা দেন তারা সুস্পষ্টভাবে পূর্বসূরীদের বিপরীত দলের অনুসারী।

বিখ্যাত তাবেয়ী আতা ইবনে রাবাহ (রাহিমাহুল্লাহ) এর ফাতওয়াঃ

তাবেয়ী আতা (রাহিমাহুল্লাহ) অসংখ্য সাহাবী থেকে ইলমে হাদীস এবং ইলমে ফিকহ শিখেছেন। এই বিষয়ে যারা ইলমে হাদীসের জ্ঞান রয়েছেন তারা এই বিষয়ে ভাল করে জানেন।

ইমাম আব্দুর রাযযাক (ওফাত ২১১ হি.) সংকলন করেন-

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ، إِنَّهُ يُقَالُ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَقُمِ النَّاسُ حِينَئِذٍ قَالَ: نَعَمْ

-"তিনি হযরত আব্দুল আজিজ ইবনে জুরাইজ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে তিনি বলেন, আমি তাবেয়ী হযরত আতা ইবনে রাবাহ (রাহিমাহুল্লাহ) কে জিজ্ঞাসা করলাম, মুয়াজ্জিন যখন ক্বাদ-কামাতিস সালাহ বলবেন অতঃপর কি মানুষেরা (মুসল্লীগণ) দাড়াঁবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।"[১৩১] এই সনদটিও সহীহ। ইবনে জুরাইজ (রাহিমাহুল্লাহ) তিনি

---

১২৮ . ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস-সিকাত, ৭/৩৫৫পৃ. ক্রমিক. ১০৪১৯, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৬/৪২৩পৃ. ক্রমিক. ৬২৩১

১২৯ . ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/৪৮৬পৃ. ক্রমিক. ৩৩৩

১৩০ . ইমাম ইবনুল বার,আত- তাহমিদ, ৯/১৯৩ পৃ,

১৩১ . ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ১/৫০৫পৃ. হা/১৯৩৬

ছিলেন একজন হাফেজুল হাদিস।[১৩২] ইমাম ইবনে হিব্বান (রহিমাহুল্লাহ) তাকে সিকাহ রাবীর তালিকায় তাকে স্থান দিয়েছেন।[১৩৩] এছাড়া এক জামাত ইমামগণ তাকে সিকাহ বলেছেন। তার প্রতি কোন অভিযোগ নেই। তবে দুই একজন মুহাদ্দিস বলেছেন যে তিনি হাদিসে তাদলীস করতেন। এই হাদিস কোন দীর্ঘ কোন সনদ নয় সরাসরি তার শায়খের কর্ম; তাই তার তাদলীস করা এ হাদিসে প্রভাব পড়বে না।

তাই আমাদের উচিত যারা সাহাবীদের থেকে আমল শিখেছেন তাদের অনুসরণ করা, কারণ তারা তাদের সকল ইবাদতের পদ্ধতি আল্লাহর রাসূলের সাহাবীদের থেকে শিখেছেন। এবং অপরদিকে তারা হলেন রাসূলের ঘোষণা অনুযায়ী উত্তম যুগের লোক।

বিখ্যাত তাবেয়ী ফকিহ হিশাম ইবনে উরওয়া (রহিমাহুল্লাহ) এর ফাতওয়া:

বিখ্যাত তাবেয়ী হিশাম ইবনে উরওয়া (রহিমাহুল্লাহ) দীর্ঘ দিন কতিপয় সাহাবী ও উঁচু পর্যায়ের তাবেয়ী হতে ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহ শিখেছেন। এছাড়াও অসংখ্য সাহাবীদের থেকে হাদীস শুনেছেন।[১৩৪]

এবার আমরা দেখবো এই বিষয়ে তার ফাতওয়া কি? আল্লামা ইমাম বদরুদ্দীন মাহমুদ আইনী (রহিমাহুল্লাহ) সংকলন করেন-

كره هِشَام يَعْنِي ابْن عُرْوَة أَن يقوم حَتَّى يَقُول الْمُؤَذّن: قد قَامَت الصَّلَاة

-"তাবেয়ী হিশাম অর্থাৎ ইবনে উরওয়া (রহিমাহুল্লাহ) মুয়াজ্জিন 'ক্বাদ-কামাতিস সালাহ' বলা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যাওয়াকে অপছন্দ করতেন।"[১৩৫]

---

১৩২. ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন- الإِمَامُ، العَلاَّمَةُ، الحَافِظُ، شَيْخُ الحَرَمِ -"তিনি ছিলেন হাদিসের ইমাম, আল্লামা, তিনি একজন বড় মাপের হাফেজুল হাদিস এবং হেরম শরীফের বিখ্যাত শায়খ।"(দেখুন- সিয়ারু আলাম নুবালা, ৬/৩২৫পৃ. ক্রমিক. ১৩৮)

১৩৩. ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সিকাত, ৭/৯৩পৃ. ক্রমিক. ৯১৫৬

১৩৪. ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) তার কিতাবে লিখেন-

الإِمَامُ، الثِّقَةُ، شَيْخُ الإِسْلاَمِ

-"তিনি ছিলেন মহান হাদিসের ইমাম, সিকাহ, ইসলামের একজন অন্যতম শায়খ। (যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬/৩৪পৃ. ক্রমিক. ১২) তিনি আরে গ্রন্থে লিখেন- الفقيه المدني: -"তিনি মদিনার তাবেয়ীদের মধ্যে অন্যতম একজন ফকিহ ছিলেন।" (যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফযায, ১/১০৮পৃ. ক্রমিক. ১৩৮) তিনি অনেক সাহাবী থেকে হাদিস শুনেছেন। অপরদিক থেকে যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) লিখেন-

وقال أبو حاتم الرازي: ثقة إمام في الحديث.

-"ইমাম আবু হাতেম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, তিনি সিকাহ এবং হাদিসের ইমাম।"(যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফযায, ১/১০৮পৃ. ক্রমিক. ১৩৮)

www.sahihaqeedah.com

তাই প্রমাণিত হয়ে গেল ইকামতে 'ক্বাদকামাতিস সালাহ' বলার পূর্বেই দাড়িয়ে যাওয়া মাকরুহে তাহরীমী যা পূর্বসূরীদেরই ফাতওয়া। আসুন আমরা উত্তম যুগের ফাতওয়া মেনে চলি।

***তাবেয়ীকূল শিরমনি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহ.) এর ফাতওয়া ঃ**

ইমাম ইবনুল বার্ (রহ.) হাসান বসরী ও ইবনে সীরীন (রহ.) এর যৌথ অভিমত উল্লেখ করেন এভাবে-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يَقُومَا حَتَّى يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

-"আবু বকর ইবনু আবিল আসওয়াদ (রহ.) বলেন আমাকে মু'তামার ইবনু সুলায়মান (রহ.) তাকে হিশাম বিন ওরওয়া (রহ.) তিনি বলেন, বিখ্যাত তাপসী হযরত হাসান বসরী (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহ.) হতে বর্ণিত আছে, তারা উভয়েই মুয়াজ্জিন 'ক্বাদকামাতিস সালাহ' বলার পূর্বে (মুসল্লী ইমামের) দাঁড়িয়ে যাওয়াকে অপছন্দ করতেন।"[১৩৬]

এই সনদটির বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে করা হয়েছে।

ইকামতের শুরুতেই দাড়িঁয়ে যাওয়াকে সাহাবী তাবেয়ীগণ অপছন্দ করতেন ঃ আমাদের সকলেই পূর্বসূরী সাহাবী তাবেয়ীদের অনুসরণের দাবী করি; কিন্তু বাস্তবতায় তাদের বিপরীত করে থাকি। ইতিপূর্বে অনেক সাহাবী তাবেয়ীদের অভিমত উল্লেখ করেছি যে তারা ইকামতের শুরুতে দাঁড়িয়ে যাওয়াকে অপছন্দ করতেন। এবার আমরা আরও কতিপয় তাবেয়ীর অভিমত দেখবো ইনশাআল্লাহ। ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) সংকলন করেন-

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالُوا: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَنْهَضَ، الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ حِينَ يَأْخُذُ الْمُؤَذِّنُ فِي إِقَامَتِهِ

-"তিনি ইমাম ইবনে তাইমী (রহ.) থেকে তিনি আবি আমের (রহ.) থেকে তিনি মুয়াবিয়া ইবনে কুর্‌রাতা (রহ.) বলেন, সাহাবী তাবেয়ীগণ মুয়াজ্জিন

---

১৩৫ . ইমাম আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৫/১৫৩ পৃ, দারু ইহ্ইয়াউত তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন।

১৩৬ . ইমাম ইবনুল বার্, আল-ইস্তিযকার, ১/৩৯১পৃ. এবং আত্-তামহীদ, ৯/১৯৩পৃ.

ইকামত শুরু করেছেন আর এমন সময় কোন ব্যক্তি দাড়িঁয়ে গেলেন তা মাকরুহ বা অপছন্দনীয় কাজ হিসেবে জানতেন।"[১৩৭]

তাই প্রমাণিত হলো ইকামত দিলেই দাড়িঁয়ে যাওয়া মাকরুহ হানাফীদের ফাতওয়া নয় বরং সালফে সালেহীন সাহাবী তাবেয়ীদেরই ফাতওয়া। যাদের পথ ও মতই আমাদের আদর্শ। হযরত মুয়াবিয়া ইবনে কুর্‌রাতা (রহ.) ছিলেন একজন উচ্চ পর্যায়ের তাবেয়ী।[১৩৮] তিনি খুবই দৃঢ় হাদিস বর্ণনাকারী।[১৩৯] এই হাদিসের আলোকে বুঝতে পারলাম রাসূল (ﷺ) এর অসংখ্য সাহাবী তাবেয়ীরা ইকামতের শুরুতেই দাঁড়িয়ে যাওয়াকে মাকরুহ জানতেন।

বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম জুহরী (রহ.) এর ফাতওয়া :

ইলমে হাদীসে তাবেয়ী ইমাম জুহরী (রহ.) এর অবদান অনস্বীকার্য। তার যুগে সুন্নাহ বা হাদীস গবেষণায় তার মত কেহ ছিলনা।[১৪০]

---

১৩৭ . ইমাম আব্দুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ১/৪৮১-৮২ পৃ. হা/১৮৫০, মাকতাবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন।

১৩৮ . ইমাম যাহাবী (রহ.) তার জীবনীতে লিখেছেন-

وعَنْ: عَبْدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ، وَعَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ إِنْ صَحَّ إِسْنَادُهُ وَابْنِ عُمَرَ، وَمَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ، وَأَبِي أَيُّوْبَ الأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِذِ بنِ عَمْرٍو المُزَنِيِّ، وَالحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ، وَأَنَسِ بنِ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِم.

-"তিনি সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল, হযরত আলী ইবনে আবি তালিব, ইবনে উমর, মা'কাল ইবনে ইয়াসার, আবু আয়্যুব আনসারী, আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস, আয়েদ ইবনে আমর, ইমাম হাসান ইবনে আলী ও আনাস বিন মালিক (রা.) এবং আরও অন্যান্য অনেক সাহাবী থেকে হাদিস শুনেছেন।" (যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৫/১৫৩পৃ. ক্রমিক. ৫৫)

১৩৯ . ইমাম যাহাবী (রহ.) তার জীবনীতে লিখেছেন-

الإِمَامُ، العَالِمُ، الثَّبْتُ

-"তিনি ছিলেন হাদিসের ইমাম, বিজ্ঞ আলেম, হাদিস বর্ণনায় খুবই দৃঢ়।" (যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৫/১৫৩পৃ. ক্রমিক. ৫৫)

১৪০ . যাহাবী (রহ.) তার জীবনীতে উল্লেখ করেন-

قال عمر بن عبد العزيز: لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري

-"ইসলামের ৫ম খলিফা হযরত উমর বিন আব্দুল আযিয (রহ.) বলেন, ইমাম জুহরী (রহ.) তার ওফাতের পর সুন্নাহ বা ইলমে হাদিস বিষয়ে তার চেয়ে বড় কোন পণ্ডিত রেখে যাননি।" (যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফযায, ১/৮৩পৃ. ক্রমিক. ৯৭) যাহাবী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন-

وقال أيوب السختياني: ما رأيت أعلم منه

-"বিখ্যাত মুহাদ্দিস আইয়্যুব সাখতিয়ানী (রহ.) বলেন, আমি তার চেয়ে ইলমে হাদিসে বিজ্ঞ কোন পণ্ডিতকে দেখিনি।" (তাযকিরাতুল হুফযায, ১/৮৩পৃ. ক্রমিক. ৯৭) যাহাবী (রহ.) আরও উল্লেখ করেন-

روى أبو صالح عن الليث قال ما رأيت عالما قط أجمع من الزهري

এখন আমরা দেখবো ইকামতের মাসআলায় তিনি কি ফাতওয়া দিয়ে গেছেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনুল বার (রহঃ) সংকলন করেন-

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابن المبارك عن عبد الرحمان بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ مَا كَانَ الْمُؤَذِّنُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ حَتَّى تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ

-"আমি বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম জুহুরী (রহঃ) কে বলতে শুনেছি, মুয়াজ্জিন ক্বাদ-কামাতিস সালাহ বলার সময় হবে তখন কাতারবদ্ধ হবে।"[১৪১] উক্ত তাবেয়ীর ফাতওয়া বর্তমানে যারা ইকামত শুরু করার পূর্বেই কাতার সোজার এবং ইকামতের শুরুতেই কাতার সোজার শ্লোগান দেন তাদের মুখোশ উম্মোচন এই হাদিসে হয়ে গেল।

বিখ্যাত তাবেয়ী ইবরাহিম নাখঈ (রহঃ) এর ফাতওয়া ও আমলঃ

তাবেয়ী ইবরাহিম নাখঈ (রহঃ) তাবেয়ীদের মধ্যে বিখ্যাত ফকিহ ছিলেন। তার কারণ তিনি ইলমে ফিক্হ শিখেছেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফকিহ সাহাবী ফকিহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর সবচেয়ে প্রিয় সাথী তথা শিষ্যদের কাছ থেকে। উক্ত তাবেয়ী ছোটকালে মা আয়েশা (রাঃ) এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[১৪২] এছাড়াও আরও অনেক সাহাবীদের সাথে সাক্ষাত ঘটেছে।

-"আবু সালেহ (রহঃ) তিনি তাবেয়ী লাইস (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, আমি ইলমে হাদিসের বিজ্ঞ আলেমদের মধ্যে ইমাম জুহুরী (রহঃ) হতে বড় বিজ্ঞ কোন আলেম দেখিনি।"(তাযকিরাতুল হুফযায, ১/৮৩পৃ. ক্রমিক. ৯৭) তাঁর স্মৃতিশক্তির প্রশংসা করে যাহাবী (রহঃ) আরও লিখেন-

أنه حفظ القرآن في ثمانين ليلة.

-"নিশ্চয় তিনি ৮০ রাতে পবিত্র কোরআন মুখুস্ত করেন।"(যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফযায, ১/৮৪পৃ. ক্রমিক. ৯৭)

১৪১. ইমাম ইবনে আব্দুর বার, আত-তাহমীদ, ৯/১৯৩ পৃ.এবং ইবনুল বার্, আল-ইস্তিযকার, ১/৩৯পৃ।

১৪২. যাহাবী (রহঃ) তার জীবনীতে লিখেন-

ودخل علي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو صبي

-"তিনি ছোট অবস্থায় মা আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর হুজরা শরীফে প্রবেশ করেন।" (যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফযায, ১/৫৯পৃ. ক্রমিক. ৭০) তাঁর যুগে অনেক সাহাবী জীবিত ছিলেন কিন্তু তিনি সাহাবী থেকে কোন বর্ণনা করতেন না। তিনি ফিকহ শিখেছেন সাহাবী ইবনে মাসউদের শিষ্যদের থেকে। যাহাবী (রহঃ) আরও বলেন- فقيه العراق -"তিনি ছিলেন ইরাকের বিখ্যাত ফকিহ।"(যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফযায, ১/৫৯পৃ. ক্রমিক. ৭০) তিনি কতবড় ফকিহ ছিলেন সে বিষয়ের ধারণা দিতে গিয়ে ইমাম যাহাবী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

وقال عبد الله بن أبي سليمان سمعت سعيد بن جبير يقول تستفتوني وفيكم إبراهيم النخعي

এবার দেখবো উক্ত মাসয়ালার বিষয়ে তিনি কি ফাতওয়া প্রদান করেছেন।

প্রথম বর্ণনা: ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَامَ، فَإِذَا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَبَّرَ

-"তিনি ইবনে উলায়্যাত থেকে তিনি খালেদ থেকে তিনি মা'শার (রহ.) থেকে তিনি ইবরাহিম নাখঈ (রহ.) থেকে তিনি বলেন, মুয়াজ্জিন যখন 'হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ' বলবে তখন মুসল্লিগন দাড়াঁবে। আর যখন ক্বাদকামাতিস সালাহ বলবে তখন তাকবীরে তাহরীমা বলবে।"[১৪৩]

এই হাদিসে এই মাসয়ালা সুস্পষ্ট বর্ণনা, তাই এখানে ব্যাখ্যা দেয়ার কোন প্রয়োজন অনুভব করছি না। তাই প্রমাণিত হল যে মুসল্লিগণ কেবল 'হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ' বলার সময়েই দাঁড়াবে।

দ্বিতীয় বর্ণনা: ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) (ওফাত. ১৮২ হি.) সংকলন করেন-

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَامَ الْقَوْمُ فِي الصُّفُوفِ

-"তিনি তার সম্মানিত পিতা থেকে তিনি ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) থেকে তিনি তালহা (রহ.) থেকে তিনি ইবরাহিম নাখঈ (রহ.) থেকে, নিশ্চয় তিনি বলেন, **মুয়াজ্জিন যখন 'হাইয়্যা আলাস সালাহ' বলবে তখন (মুসল্লিগন) দাড়াঁবেন,** মুসল্লীগন কাতারে শামিল হয়ে যাবে।"[১৪৪]

তৃতীয় বর্ণনা : ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শায়বানী (রহ.) (ওফাত ১৬৯ হি.) সংকলন করেন-

---

-"শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আবি সুলায়মান বলেন, আমি বিখ্যাত তাবেয়ী সাঈদ ইবনে জোবাইর (রহ.) এর কাছে ফাতওয়া জিজ্ঞেস কারীদেরকে তিনি বলতে শুনেছি, তোমরা আমার কাছে ফাতওয়া জানতে চাচ্ছ অথচ তোমাদের মধ্যে ইবরাহিম নাখঈ (রহ.) রয়েছেন।"(যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফযায, ১/৫৯পৃ. ক্রমিক. ৭০) যাহাবী (রহ.) তার ফরহেজগারীতা সম্পর্কে লিখেন-

وقالت هنيدة زوجة إبراهيم أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما وجاء من وجوه

-"ইবরাহিম নাখঈ (রহ.) এর স্ত্রী হানীদাহ ইবরাহিম (রহ.) বলেন, তিনি প্রত্যহ দিনের বেলায় রোজা রাখতেন।"(যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফযায, ১/৫৯পৃ. ক্রমিক. ৭০) যাহাবী (রহ.) বলেন-

روى أبو حنيفة عن حماد

-"ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাঁর শায়খ হাম্মাদের মাধ্যমে তার থেকে বর্ণনা করতেন।"(যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফযায, ১/৫৯পৃ. ক্রমিক. ৭০)

১৪৩. ইমাম ইবনে আবি শায়রাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৩৫৬ পৃ., হাদিস-৪০৯১।

১৪৪. ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল আছার, ১/১৯পৃ, হা/৮৯। এটিও সহীহ সনদের হাদীস।

www.sahihaqeedah.com

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْقَوْمِ أَنْ يَقُومُوا فَيَصُفُّوا، فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، كَبَّرَ الْإِمَامُ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَإِنْ كَبَّرَ الْإِمَامُ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ إِقَامَتِهِ ثُمَّ كَبَّرَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ أَيْضًا كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ

-ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) বলেন, আমাকে সংবাদ প্রদান করেছেন ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন তালহা ইবনু মুছররাফ (রহ.) থেকে তিনি বলেন, মুয়াজ্জিন যখন 'হাইয়্যা-আলাল ফালাহ' বলবেন, তখন মুসল্লিদের উচিত হবে কাতারে দাঁড়িয়ে যাওয়া। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, আর এটিই গ্রহণ করেছেন আমার শায়খ ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)। যখন মুয়াজ্জিন ক্বাদকামাতিস সালাহ বলবেন তখন ইমাম তাকবীরে তাহরীমা বলবেন। এছাড়া মুয়াজ্জিন ইকামত শেষ করলেও ইমাম তাকবীরে তাহরীমা বললে কোন অসুবিধা নেই; বরং দুটিই সুন্দর।"[১৪৫]

এই ইবারতে তিনজনের অভিমত এক সঙ্গে পেলাম, ইমাম ইবরাহিম নাখঈ ও ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) এবং ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) এর। তাদের সকলেই মুয়াজ্জিনের হাইয়্যা-আলাল ফালাহ বলার সময় দাঁড়াবার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন এর আগে নয়। উপরের দুটি সনদের অন্যতম রাবী ইমাম আযমের শায়খ তালহা ইবনু মাসার্‌রাফ (রহ.) সম্পর্কে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন- ثقة قارىء -"তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত এবং বিখ্যাত ক্বারী।"[১৪৬]

একটি সংশয়ের নিরসন : ইমাম কখন তাকবীরে তাহরিমা বলবে :

এখানে ইমাম তাকবীরে তাহরিমা বলার দুটি সময়ের বৈধতার কথা বলা হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) দুটিকেই উত্তম বলেছেন। তবে জমহুর ওলামাগণের অভিমত হল ইকামত শেষ হলেই ইমাম তাকবীরে তাহরীমা বলবেন যা সামনে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে। তাই আমরা হানাফীরা এই বিষয়ের দ্বিতীয় অভিমতটি গ্রহণ করেছি। আমাকে অনেক আহলে হাদিস বলেছেন এই বিষয়ে ইমাম আযমের এই ফাতওয়া নাকি অমূলক। আমি তাদের জবাবে বলতে চাই ক্বাদকামাতিস সালাহ বলার সময়ে ইমাম তাকবীর বলা স্বয়ং

---

১৪৫ . ইমাম মুহাম্মদ, কিতাবুল আছার, ১/১০৭পৃ. হা/৬৩

১৪৬ .ইমাম ইবনে হাজার, তাক্বরীবুত তাহযিব, ২৮৩পৃ. ক্রমিক. ৩০৩৪

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (ﷺ) এবং অনেক তাবেয়ীদের থেকে এ কাজ ফাতওয়া স্বীকৃত।

তবে দুই একটি দলিল উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। ইমাম তাহাভী (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى شَرِيكٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سُوَيْدٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يُكَبِّرُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

-"আমাকে শায়খ আলী ইবনু শায়বাহ (রহ.) তাকে ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া নিশাপুরী তিনি বলেন আমি ইমাম শারীক (রহ.) এর কাছে পড়েছি, তিনি ইমরান ইবনে মুসলিম (রহ.) হতে তিনি বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত সুয়াইদ ইবনে গাফলাহ (রহ.) হতে তিনি বলেন, হযরত উমর (ﷺ) মুয়াজ্জিন যখন 'ক্বাদকামাতিস সালাহ' বলতেন তখন তাকবীরে তাহরীমা বলতেন।"[১৪৭]

ইমাম ইবনে যা'দ (রহ.), ইমাম বাগভী (রহ.) সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَبَّرَ قَالَ: فَسُئِلَ عَنْ صَلَاتِهِ، فَقَالَ: كَذَا كَانَتْ صَلَاةُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

-"বিখ্যাত তাবেয়ী সুয়াইদ ইবনে গাফালাহ (রহ.) মুয়াজ্জিন যখন 'ক্বাদকামাতিস সালাহ' বলতেন তখন তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলতেন। এ কর্ম সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এটি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল মু'মিনীন হযরত উমরের কর্ম।"[১৪৮] শুধু তাই নয় ইমাম তাহাভী (রহ.) আরও সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: كَانَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، كَبَّرَ

-"ইসমাঈল ইবনু আবি খালেদ (রহ.) বলেন, বিখ্যাত তাবেয়ী কায়েস ইবনু আবি হাযম (রহ.) মুয়াজ্জিন যখন ক্বাদকামাতিস সালাহ বলতেন তখন তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলতেন।"[১৪৯] তাবেয়ী কায়েস (রহ.) সম্পর্কে ইমাম তাহাভী (রহ.) নিজেই বলেন-

---

১৪৭ .ইমাম তাহাভী, শরহে মাশকালুল আছার, ১৪/২৯৩পৃ. হা/৫৬২৬

১৪৮ .ইমাম ইবনে যা'দ, আল-মুসনাদ, ১/৩৩৪পৃ. হা/২২৯৪, ইমাম বাগভী, শারহে সুন্নাহ, ২/৩১৩পৃ.

১৪৯ .ইমাম তাহাভী, শরহে মাশকালুল আছার, ১৪/২৯৩পৃ. হা/৫৬২৬

عن قيس بن أبي حازم على كثرة من لقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

-"কায়েস (রাহিমাহুল্লাহ) তিনি রাসূল (ﷺ) এর অনেক সাহাবায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাত লাভ করেছেন।"[১৫০] পাঠকবর্গ! অপরদিকে ইতিমধ্যে আমরা তাবেয়ী ইবরাহিম নাখঈ (রাহিমাহুল্লাহ) এর অভিমত ও আমলও পেলাম।[১৫১] ইমাম বাত্তাল (রাহিমাহুল্লাহ) এ বিষয়ে আরও লিখেন-

وهو فعل أصحاب عبد الله، والنخعي

-"আর এটি সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথীদের এবং ইবরাহিম নাখঈ (রাহিমাহুল্লাহ) এর কর্ম।"[১৫২] তাই প্রমাণিত হয়ে গেল যে কোন মুজতাহিদ ইমামই কোন দলিল ছাড়াই কোন ফাতওয়ার মত প্রকাশ করেন না। তবে আমরা এটাই বলি জমহুর উলামার মত হল ইকামত শেষ হলেই ইমাম তাকবীরে তাহরীমা বলবেন। আর হানাফী মাযহাবে দুটি বৈধতার ফাতওয়া আছে। সুনানে আবি দাউদের তাহকীককারী শায়খ শুয়াইব আরনাউত লিখেন-

ليس بمقبول عند جمهور الحنفية

-"এটি জমহুর হানাফীদের নিকট গ্রহণযোগ্য মত নয়।"[১৫৩] তাই আমাদের হানাফীদের মতে দুটি মত বৈধ থাকলেও দ্বিতীয়টির প্রতিই বেশীর ভাগ হানাফীর ঝোক।

তবে প্রথম মত থেকে অধিকাংশ ইমামরা নিম্নের কতিপয় হাদিসের কারণে ফিরে এসেছেন। কেননা তা মানলে সেই ফাতওয়া সরাসরি মারফূ হাদিসের বিরুদ্ধে যায়। অর্থাৎ রাসূল (ﷺ) এর আমলে বিরুদ্ধে যাচ্ছে। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন-

وعن مالك رحمه الله تعالى: السنة في الشروع في الصلاة بعد الإقامة

-"ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, সুন্নাত হল ইকামতের পরে নামায শুরু করা।"[১৫৪] এ বিষয়ে আমরা কতিপয় হাদিসে পাক সাক্ষ্য হিসেবে পাই। যার দ্বারা বুঝি ইকামত শেষ হলেই মূলত তাহরীমী বলবে।

---

১৫০. ইমাম তাহাভী, শরহে মাশকালুল আছার, ১৪/২৯৩পৃ. হা/৫৬২৬

১৫১. ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, হা/৪০৮৯, হা/৪০৯১, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ।

১৫২. ইমাম ইবনে বাত্তাল, শরহে সহীহুল বুখারী, ২/২৬৪পৃ.

১৫৩. শায়খ শুয়াইব আরনাউত, (তাহকীক সুনানি আবি দাউদ), ১/৪০৬পৃ. হা/৫৪২, দারুল রিসাল ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪৩০হি.

১৫৪. ইমাম আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৫/১৫৪পৃ.

www.sahihaqeedah.com

عن أَنَسٍ قَالَ: أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي

-"হযরত আনাস (ﷺ) বর্ণনা করেন, নামাযের **ইকামত শেষ হল তখন নবী করীম ﷺ আমাদের দিকে স্বীয় চেহারা** মোবারক ফিরিয়ে বলেন, তোমরা পরস্পর মিলে মিশে দাঁড়িয়ে কাতার সোজা কর। নিশ্চয়ই আমার পিছনের দিক থেকেও আমি তোমাদের দেখতে পাই।"[১৫৫]

ইমাম বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সংকলন করেন-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي

-"হযরত আনাস বিন মালেক (ﷺ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) ইকামতের পরে তাকবীরে তাহরীমা বলার পূর্বে তাঁর চেহাড়া আনওয়ার সাহাবীদের দিকে ফিরালেন অতঃপর বললেন, তোমরা পরস্পর মিলে মিশে দাঁড়িয়ে কাতার সোজা কর। নিশ্চয়ই আমি (সামনে থাকলেও) পিছনের দিক থেকেও তোমাদের দেখতে পাই।"[১৫৬]

ইমাম বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সংকলন করেন-

أَبُو الْقَاسِمِ الْجَدَلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلَاثًا

-"হযরত আবুল কাসেম জাদালী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিনি বলেন, হযরত নু'মান বিন বশীর (ﷺ) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, নামাযের ইকামত দেয়া হল তখন নবী করীম ﷺ আমাদের দিকে স্বীয় চেহারা মোবারক ফিরিয়ে বলেন, তোমরা পরস্পর মিলে মিশে দাড়িঁয়ে কাতার সোজা কর....।"[১৫৭]

---

১৫৫ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ১/১৪৫পৃ. হা/৭১৯, ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৯/৬৯পৃ. হা/১২০১১, ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ২/৩৩পৃ. হা/২২৮৯, বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৩/৩৬৫পৃ. হা/৮০৭, খতিব তিবরিযি, মিশকাতুল মাসাবীহ, ১/৩৪০পৃ. হা/১০৮৬

১৫৬ . ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ২/৩৩পৃ. হা/২২৮৮

১৫৭ . ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ১/১২৩পৃ. হা/৩৫৭, ইমাম বায্যার, আল-মুসনাদ, হা/৩২৮৫, সহীহ ইবনে খুযায়মা, ১/৮২পৃ. হা/১৬০, সুনানে আবি দাউদ, হা/৬৬২, ইমাম ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, হা/২১৭৬

এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হল যে রাসূল (ﷺ) ইকামত শেষ হলেও তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলতেন না, রাসূলের আমলের বিরুদ্ধে কোন ফাতওয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

অপরদিকে হযরত উমর (رضي الله عنه) এর বিষয়ে এ বিষয়ে আরেকটি ভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। ইমাম বায়হাকী رحمه الله এবং ইমাম মালেক رحمه الله সংকলন করেন-

عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَإِذَا جَاءُوهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ كَبَّرَ

-"তাবেয়ী না'ফে رحمه الله তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (رضي الله عنه) হতে তিনি তার পিতা ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর رضي الله عنه সম্পর্কে বলেন, তিনি (ইকামতের পরে) কাতার সোজার আদেশ দিতেন। অতঃপর যখন কাতার সোজার সংবাদ আসতেন তখন তাকবীরে তাহরীমা বলতেন।"[১৫৮] তাই বুঝা গেল কাতার সোজার তাগিদ ইকামতের পরেও দেয়া যায় এবং ইকামত শেষ হওয়ার পরেই ইমাম তাকবীরে তাহরীমা বলা সুন্নাত।

তাই জমহুর ওলামাগণ এই অভিমত গ্রহণ করেছেন যে ইকামত শেষ হওয়া না পর্যন্ত তাকবীরে তাহরীমা বলবে না। ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (رحمه الله) উল্লেখ করেন-

وَقَالَ جُمْهُور الْعلمَاء من السّلف وَالْخلف لَا يكبر الإِمَام حَتَّى يفرغ الْمُؤَذّن

-"সালফ ও খালফের জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মুয়াযিযন ইকামত শেষ না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ইমাম তাকবীরে তাহরীমা বলতেন না।"[১৫৯] তিনি আরেক স্থানে লিখেন-

وَذَهَبت عَامَّة الْعلمَاء إِلَى أَنه: لَا يكبر حَتَّى يفرغ الْمُؤَذّن من الْإِقَامَة.

-"অধিকাংশ ওলামাদের অভিমত হল, মুয়াযিযন ইকামত থেকে অবসর না গ্রহণ করলে তাকবীরে তাহরীমা বলবে না।"[১৬০] ইমাম নববী (رحمه الله) তার বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেন-

وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ لَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْإِقَامَةِ

---

১৫৮ .ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ২/৩৪পৃ. হা/২২৯২, ইমাম মালেক, আল-মুয়াত্তা, ২/২১৯পৃ. হা/৫৪২, (আজমী সম্পাদিত)

১৫৯ . ইমাম আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৩/২২৫পৃ.

১৬০ . ইমাম আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৫/১৫৩পৃ.

-"পূর্বসূরি ও পরবর্তী অধিকাংশ ওলামাগণের মাযহাব হল মুয়াযি্যন ইকামত শেষ না করলে ইমাম তাকবীরে তাহরীমা বলবে না।"[১৬১]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

وَمذهب الشَّافِعِي وَطَائِفَة أَنه يسْتَحبّ أَن لَا يقوم حَتَّى يفرغ الْمُؤَذّن من الْإِقَامَة، وَهُوَ قَول أبي يُوسُف، وَعَن مَالك رَحمَه الله تَعَالَى: السّنة فِي الشُّرُوع فِي الصَّلَاة بعد الْإِقَامَة

-"শাফেয়ী মাযহাব এবং একদল ইমামের অভিমত হল, মুস্তাহাব হল মুয়াযি্যন ইকামত শেষ না করলে নামাযের জন্য দাঁড়াবে না। আর এটিই ইমাম আবু ইউসুফের একটি অভিমত। ইমাম মালেক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, সুন্নাত হল ইকামত শেষ হলেই নামায শুরু করা।"[১৬২]

ইমাম কাযি আয়্যায (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

ومذهب عامة أئمة المسلمين لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة

-"অধিকাংশ মুসলমানের মাযহাব হল যে, মুয়াযি্যন ইকামত শেষ না করলে তাকবীরে তাহরীমা বলবে না।"[১৬৩]

তাই ইমাম মুহাম্মদ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইমাম আযমের দ্বিতীয় মত ইকামতের শেষে তাকবীরে তাহরীমা বলবে বলেও জায়েয মত উল্লেখ করেছেন যা আমরা ইতিপূর্বে দেখলাম। ইমাম ইবনুল বার্ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইমাম আযমের সর্বশেষ অভিমত নকল করেন-

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَزُفَرُ لَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُؤَذِّنِ مِنَ الْإِقَامَةِ

-"ইমাম আবু হানিফা, ইমাম সুফিয়ান সাওড়ী এবং জুফারের অভিমত হল, মুয়াযি্যন ইকামত শেষ না করা পর্যন্ত ইমাম তাকবীরে তাহরীমা বলবে না।"[১৬৪]

ইবরাহিম নাখঈ এর বর্ণনা নং. ৫ ঃ

যাই হোক এবার আমরা তাবেয়ী ইবরাহিম নাখঈ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর বাকি মতের দিকে আসি। ইমাম আব্দুর রায্যাক ও ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সংকলন করেন-

---

১৬১. ইমাম মুসলিম, শরহে সহীহ মুসলিম, ৫/১০৩পৃ.

১৬২. ইমাম আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৫/১৫৪পৃ.

১৬৩. ইমাম কাযি আয়্যায, ইকমালু মুয়াল্লিম বি ফাওয়াইদু মুসলিম, ২/৫৫৭পৃ.

১৬৪. ইমাম ইবনুল বার্, আল-ইস্তিযকার, ১/৪২১পৃ. এবং তামহীদ, ৯/১৮৭পৃ.

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ أَقِيَامًا أَمْ قُعُودًا تُنْظِرُونَ الْإِمَامَ؟ قَالَ: بَلْ قُعُودًا

-"ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহিমাহুল্লাহ) তিনি সুফিয়ান সাওরী (রহিমাহুল্লাহ) থেকে তিনি যোবায়ের ইবনে আদী (রহিমাহুল্লাহ) থেকে তিনি ইবরাহিম নাখঈ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে। তার নিকট জানতে চাওয়া হলো আমরা ইকামতের সময় ইমামকে দেখলে বসে থাকবো না দাড়াঁবো? তিনি বললেন বরং বসে থাকবে।"[১৬৫]

বর্ণনা নং ৬ঃ

ইমাম বাগভী (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেন-

قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا الإِمَامَ قِيَامًا، وَلَكِنْ قُعُودًا، وَيَقُولُونَ: ذَلِكَ السُّمُودُ، وَالسُّمُودُ: هُوَ الْغَفْلَةُ، وَالذَّهَابُ عَنِ الشَّيْءِ، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ} [النَّجْم: ٦١] أَيْ: لاهُونَ سَاهُونَ.

-"বিখ্যাত তাবেয়ী ইবরাহিম নাখঈ (রহিমাহুল্লাহ) মুসল্লিদের দাঁড়িয়ে (ইকামত চলাকালিন) ইমামের অপেক্ষা করাকে মাকরুহ জানতেন; উচিত হল ঐ সময় মুসল্লি বসে থাকবে। আর এই ইমামের জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করাকেই সুমুদ বলা হয়। সুমুদ মানে অলস বা অমনযোগী (হয়ে দাঁড়ায়ে থাকা)। মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন, আমি কি তোমাদেরকে গাফেলদের ন্যায় দেখতে পাচ্ছি? (সূরা নাজম, ৬১) অর্থাৎ অলস, গাফেল।"[১৬৬]

ইমাম ইবনে আছির (রহিমাহুল্লাহ) লিখেন-

(السُّمُود) : الغفلة والذهاب عن الشيء.

-"সুমুদ শব্দের অর্থ হল অলস বা গাফিল।"[১৬৭]

বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম আযম আবু হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) এর ফাতওয়া :

আমরা ইমাম আযম আবু হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) এর মুকাল্লিদ। প্রকৃতপক্ষে মুকাল্লিদের উচিত সকলের পূর্বে তার ইমামের মতকে সর্বপ্রথম উল্লেখ করা। কিন্তু কালের বির্বতনে আহলে হাদীসরা সাধারণ মানুষদের সহীহ হাদীসের দোহাই দিয়ে মাযহাব নিয়ে বিভ্রান্ত করায় সকলের পূর্বে হানাফী মাযহাবের মূল ভিত্তি কি তা

---

১৬৫ . ইমাম আব্দুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ১/৫০৫পৃ. হা/১৯৩৪, ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৩৫৬পৃ. হা/৪০৯৬, ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ২/৩১৩পৃ. হা/৪৪০, বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ২/৩২পৃ. হা/২২৮৫

১৬৬ . ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ২/৩১৩পৃ. হা/৪৪০

১৬৭ . ইবনে আছির, জামিউল উসূল, ৫/৬১৩পৃ. হা/৩৮৭৬

আগে তুলে ধরতে বাধ্য হয়েছি। এই গ্রন্থ তৈরী করার একটিই উদ্দেশ্য যে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) শুধু একক নয় বরং সালফে সালেহীন, ইসলামের মনীষীগণ সকলেই ইকামতের মাস'য়ালায় এই মত পোষণ করেছিলেন।

ইতিপূবে আমি উল্লেখ করেছি যে, ইমাম মুহাম্মাদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তার কিতাবুল আছার গ্রন্থে তাবেয়ী ইবরাহীম নাখঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর অভিমতের সাথে ইমাম আযমের মিলপূর্ণ উক্তি।

হানাফী মাযহাবের তিন মহান ইমাম যথা-আবু হানীফা, আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মাদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) মতামত ইতিপূর্বে আমি আপনাদের সামনে তাদের নিজ নিজ কিতাব হতে তুলে ধরেছি। এবার একত্রে সকলের অভিমত হানাফী ফিক্হ হতে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

আল্লামা আলিম ইবনে আলাউল আনসারী দেহলভী (ওফাত ৭৮৬ হি.) তার বিখ্যাত ফাতওয়ার কিতাবে উল্লেখ করেন-

قَالَ مُحَمَّد رحمه الله فِي «الأَصل» : إِذَا كَانَ الْإِمَام مَعَ الْقَوْم فِي الْمَسْجِد، فَإِنَّهُ يَقُوم الإِمَام وَالْقَوْم إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاح عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةُ رَحِمَهُمُ الله.

-"ইমাম মুহাম্মাদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তার বিখ্যাত ফিকহের কিতাব আছল এ বলেন, ইমাম যখন মসজিদে মুসল্লীদের সাথে মসজিদে থাকবেন, তখন ইমাম ও মুসল্লীগণ মুয়াজ্জিন 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার সময় দাড়াঁবেন। আর এটিই হানাফী মাযহাবের সম্মানিত তিন ইমামের অভিমত।"[১৬৮]

তাই বুঝা গেল আমাদের তিন ইমামের মতই হল- ইমাম মসজিদে উপস্থিত থাকলে ইমামের উচিত হবে মুসল্লিদের কে নিয়ে মসজিদে বসে থাকবেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে দাড়াঁবেন। আমাদের সমাজের অধিকাংশ মসজিদে ইমাম মুসল্লিদের সাথে থাকেন তাদের জন্যই এই ফাতওয়া। ইমাম যদি ইকামতের সময় উপস্থিত না থাকেন তাহলেও মুসল্লি কাতারবদ্ধ বসে থাকবেন, এই বিষয়ে ইতিপূর্বে এবং সামনে আলাদা শিরোনামে আলোচনা করা হবে। ইনশাআল্লাহ

ইমাম মুহাম্মাদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তার এক পুস্তকে লিখেন-

قَالَ: مُحَمَّدٌ، يَنْبَغِي لِلْقَوْمِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ أَنْ يَقُومُوا إِلَى فَيَصُفُّوا ويسووا الصفوف ويحاذوا بين المناكب

---

১৬৮ . আনসারী দেহলভী, ফাতওয়ায়ে তাতার খানিয়া, ১/৩৮৭ পৃ. দারু ইহ্ইয়াউত তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন।

www.sahihageedah.com

"ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) বলেন, মুসল্লিগণের উচিত মুয়াজ্জিন যখন 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলবে তখন তারা কাতারে দাঁড়াবে অতঃপর সারিবদ্ধভাবে কাধের সাথে মিলিয়ে কাতারবদ্ধ হয়ে দাড়াঁবেন।"[১৬৯]

আবারও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) এর কিতাব থেকে হানাফী মাযহাবের নির্দেশনা আমরা সুস্পষ্টভাবে পেলেন মুয়াজ্জিন 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার সময়েই দাড়াঁবেন। এর আগে নয়। তিনি তার অপর আরেক গ্রন্থে লিখেন-

قَالَ إِذَا كَانَ الإِمَام مَعَهم فِي الْمَسْجِد فإنى أحب لَهُم أَن يقومُوا فِي الصَّف إِذا قَالَ الْمُؤَذّن حَيّ على الْفَلَاح .....وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد

-"ইমাম যখন মুসল্লিদের সাথে মসজিদে থাকবেন তাহলে আমি পছন্দ করি ইমাম মুসল্লি মুয়াজ্জিন যখন 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলবেন তখন দাঁড়াবেন।.....আর এটিই আমার শায়খ ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও আমি মুহাম্মদ (রহ.) এর মত।"[১৭০]

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর ছাত্র বিখ্যাত মুজতাহিদ ফকিহ ও তাবে-তাবেয়ী ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) এর অভিমত সম্পর্কে ইমাম বাগভী (রহ.) উল্লেখ করেন-

وَقَالَ قَوْمٌ: إِذَا كَانَ الإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ يَقُومُونَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ.

-"একদল ইমামগণ বলেন, ইমাম যখন মসজিদে থাকবেন আর মুয়াজ্জিন ইকামত দিলে সে 'ক্বাদকামাতিস সালাহ' বলার সময়ে দাঁড়াবেন। আর এটিই ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) এর মাযহাব।"[১৭১]

বিখ্যাত তাবে-তাবেয়ী এবং মহান ওলী[১৭২] হযরত দাউদ তাঈ (রহ.) এর বিষয়ে ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (রহ.) এবং ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন-

---

১৬৯. ইমাম মুহাম্মদ, আল-মুয়াত্তা, ৮৯পৃ.

১৭০ .ইমাম মুহাম্মদ, কিতাবুল আছল, ১/১৯পৃ. (মাবসুত নামে পরিচিত)।

১৭১ .বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ২/৩১৩পৃ. হা/৪৪০

১৭২ .ইমাম যাহাবী (রহ.) তার জবিনীতে উল্লেখ করেন-

الإِمَامُ الْفَقِيهُ الْقُدْوَةُ، الزَّاهِدُ، الطَّائِيُّ، الْكُوفِيُّ، أَحَدُ الأَوْلِيَاءِ.

-"তিনি ছিলেন মহান ইমাম, বিখ্যাত ফকিহ, অনুসরণযোগ্য বা অনুকরণযোগ্য ব্যক্তি, তাপসী, কুফার অধিবাসী মহান একজন ওলী।" (যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/৪২২পৃ. ক্রমিক. ১৫৮)

عَنِ الرَّبِيعِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: أَتَيْتُ دَاوُدَ الطَّائِيَّ، وَكَانَ دَاوُدُ لَا يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ حَتَّى يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ: قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَيَخْرُجُ فَيُصَلِّي

-"হযরত রাবেঈল আ'রাজ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমাদের নিকট দাউদ তাঈ (রাহিমাহুল্লাহ) আগমন করেছিলাম। তিনি মুয়াজ্জিন 'ক্বাদকামাতিস সালাহ' বলা না পর্যন্ত তিনি হুজরা শরীফ থেকে বের হলেন না। অতঃপর (তা বলা হলে) তিনি নামাযের জন্য বের হলেন।"[১৭৩]

হানাফীদের দিকে ইশারা করে ইমাম কাযি আয়্যায মালেকী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন-

وروى عن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، وذهب الكوفيون إلى أنهم يقومون فى الصف إذا قال: حَيَّ على الفلاح

-"হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বিষয়ে বর্ণিত আছে। তিনি মুয়াযযিন যখন ক্বাদকামাতিস সালাহ বলতেন তখন দাঁড়াতেন। কুফাবাসী এ অভিমত পোষণ করেছেন যে, মুয়াযযিন যখন 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলবেন তখন মুসল্লীগণ কাতারে দাঁড়াবেন।"[১৭৪]

ইকামত চলাকালীন দাঁড়িয়ে ইমামের অপেক্ষা করা মাকরূহে তাহরিমি :

উপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, রাসূল (ﷺ) সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীদের যামানা পর্যন্ত ইকামতের শুরুতে দাঁড়ানো তারা সকলেই অপছন্দ করতেন। সুতরাং নিয়ম হল মসজিদে ইকামত শুরু হয়ে গেলে এসে বসে যাবেন, হাইয়্যা-আলাচ্ছালাহ বলার সময় দাড়াঁবেন। কেহ যদি এই সুন্দর্যের প্রতি খেয়াল না রেখে প্রবেশ করে দাড়িঁয়ে থাকেন তাহলে মাকরুহে তাহরীমীর গুনাহে জড়িত হবেন। যা বিভিন্ন হাদিসে পাকের আলোচনায় আপনারা দেখেছেন। এবার যা আলোচনা হবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ফিকহের আলোকে।

আল্লামা ইমাম শামসুদ্দিন বুখারী হানাফী (ওফাত. ৯৬২ হি.) এ প্রসঙ্গে বলেন-

وَفِى الكَلَام اِيْمَاء اِلَى اَنَّه لَوْ دَخَلَ الْمَسْجِد اَحد عِنْدَ الْاِقَامَة يَعقُد لِكَرَاهة القِيَام وَالْاِنْتِظَارُ كَمَا فِى الْمُضْمِرَات

-"উপরের উক্তি থেকে (তাবেয়ী হিশাম ইবনে উরওয়া রাহিমাহুল্লাহ ইকামতের শুরুতে দাঁড়িয়ে থাকা অপছন্দ করা) থেকে বুঝা যায়, কোন মুসল্লি মসজিদে ইকামত

---

১৭৩ .ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৪২পৃ., ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৪/৩৫৭পৃ. ক্রমিক. ১০৭

১৭৪ . ইমাম কাযি আয়্যায, শরহে সহীহ মুসলিম, ২/৫৫৭ পৃ. হা/৬০৪ এর ব্যাখ্যা।

চলা কালিন উপস্থিত হলে সে বসে যাবে, আর দাড়িঁয়ে অপেক্ষা করা মাকরুহ যেমনটি মুযমেরাত কিতাবে বর্ণিত আছে।"[১৭৫]

ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (ওফাত. ১২৫২হি.) এ প্রসঙ্গে বলেন-

وَيُكْرَهُ لَهُ الِانْتِظَارُ قَائِمًا، وَلَكِنْ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ إِذَا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ انْتَهَى هِنْدِيَّةٌ عَنْ الْمُضْمَرَاتِ.

-"ইকামতের সময় দাঁড়িয়ে নামাযের অপেক্ষা করা মাকরূহ বরং ঐ সময় বসে পড়বে। অতঃপর মুয়াজ্জিন যখন 'হাইয়্যা-আলাল ফালাহ' বলবে তখন নামাযের জন্য দাড়াঁবে।"[১৭৬]

বিখ্যাত হানাফি ফিকহের গ্রন্থ 'আদ-দুররুল মুখতার' প্রণেতা আল্লামা আলাউদ্দিন হাসকাফী (ওফাত. ১০৮৮হি.) এ প্রসঙ্গে বলেন-

(وَالْقِيَامُ) لِإِمَامٍ وَمُؤْتَمٍّ (حِينَ قِيلَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ)

-"ইমাম ও মুসল্লিগণ মুয়াজ্জিন যখন 'হাইয়্যা-আলাল ফালাহ' বলবে তখন দাড়াঁবেন।"[১৭৭]

এই ইবারতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (ওফাত, ১২৫২ হি) লিখেন-

كَذَا فِي الْكَنْزِ وَنُورِ الْإِيضَاحِ وَالْإِصْلَاحِ وَالظَّهِيرِيَّةِ وَالْبَدَائِعِ وَغَيْرِهَا.....لَكِنْ نَقَلَ ابْن الْكَمَالُ تَصْحِيحَ الْأَوَّلِ. وَنَصُّ عِبَارَتِهِ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: يَقُومُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةُ. وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ وَزُفَرُ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَامُوا إِلَى الصَّفِّ

-"ইমাম ও মুক্তাদী 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার সময় দাঁড়াবে এটা কুনজ, নুরুল ঈযাহ, ইছলাহ, যাহেরীয়্যাহ, বাদাঈ এবং অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। ....ইমাম কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম (রহমতুল্লাহি আলায়হি) এটি নকল করেছেন এবং প্রথমটিই (হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলার সময় দাঁড়ানো) এটিই বিশুদ্ধ মত বলে উল্লেখ করেছেন। যখীরাহ গ্রন্থে রয়েছে ইমাম মুসল্লি মুয়াজ্জিন যখন 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলবেন তখন দাড়াঁবেন আর এটিই আমাদের তিন ইমাম (আবু হানীফা, আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মাদ রহমতুল্লাহি আলায়হি) এর ফাতওয়া।"[১৭৮]

---

১৭৫. শামসুদ্দিন বুখারী, জামেউল রমুজ, ১/১২৮ পৃ.

১৭৬. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, ফতোওয়ায়ে শামী, ১/৪০০হি.

১৭৭. হাসকাফী, দুররুল মুখতার, ২/১৭৭পৃ, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

১৭৮. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, ফতওয়ায়ে শামী, ১/৪৭৯ পৃ, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

দেওবন্দী আলেমদের শ্রদ্ধাভাজন আল্লামা আব্দুল হাই লাখনৌভি লিখেন-

وقال أبو حنيفة ومحمد: يقومون في الصف إذا قال: حي على الصلاة

-"ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর অভিমত হল, মুয়াজ্জিন যখন 'হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ' বলবেন তখন নামাযের কাতারে দাঁড়াবে।"[১৭৯] দেওবন্দী হযরতদের তার থেকে শিক্ষা নেয়ার অনুরোধ রইল।

হানাফী ফিকহের আলোকে ইকামতে দাঁড়াবার সঠিক সময় :

বিভিন্ন হাদিসে পাক উল্লেখের পর এবার আমরা কতিপয় হানাফি ফিকহের কিতাব উল্লেখ করবো যাতে আহলে হাদিস বাতিলপন্থীগণ বলতে না পারেন যে হানাফীদের পুঁজি শুধু কতিপয় ফিক্হের কিতাব যা ছাড়া তাদের আর কোন পুঁজি নেই।

১. ইমাম যায়লাঈ (রহ.) লিখেন-

قَالَ فِي الْوَجِيزِ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ.

-"ওয়াজীজ গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, ইমাম এবং মুসল্লীর জন্য সুন্নাত হল মুয়াযিযন যখন 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলবেন তখন দাঁড়াবে।"[১৮০] এই আমলটি সুন্নাত বলে সাব্যস্ত করেছেন বিজ্ঞ ফকিহগণ; তাই আসুন আমরা সুন্নাতের প্রতি অটল থাকার চেষ্টা করি।

২-৩. বোখারী শরীফের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা গ্রন্থ "উমদাতুল ক্বারীতে" আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) লিখেন-

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمَّد: يقومُونَ فِي الصَّفّ إِذا قَالَ: حَيّ على الصَّلَاة

-"ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেছেন, মুয়াজ্জিন যখন হাইয়া আলাচ্ছালাহ বলবে তখন সকলে কাতারে দাড়াঁবে।"[১৮১] সুনানি আবি দাউদের ব্যাখ্যা গ্রন্থেও এমনটি তিনি উল্লেখ করেছেন।[১৮২]

৪. তিনি আরেক স্থানে লিখেন-

وَقَالَ أَبُو حنيفَة والكوفيون يقومُونَ فِي الصَّفّ إِذا قَالَ حَيّ على الصَّلَاة

-"ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও কুফাবাসীর অভিমত হল, মুয়াজ্জিন যখন হাইয়া আলাচ্ছালা বলবে তখন সকলে কাতারে দাড়াঁবে।"[১৮৩]

---

১৭৯. লাখনৌভি, তা'আলিকুল মুমুজাদ আ'লা মুয়াত্তায়ে মুহাম্মদ, ১/৩৭৪পৃ.
১৮০. আল্লামা যায়লাঈ, তাবায়েনুল হাকায়েক, ১/১০৮পৃ.
১৮১. ইমাম আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৫/১৫৪পৃ.
১৮২. ইমাম আইনী, শরহে সুনানে আবি দাউদ, ৩/৯পৃ.
১৮৩. ইমাম আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৩/২২৫পৃ.

www.sahihaqeedah.com

৫. ইমাম নববী (রহ.) স্বীয় "শরহে মুসলিম" গ্রন্থের ৫ম খন্ডের ১০৩নং পৃষ্টায় বলেন-

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَالْكُوفِيُّونَ يَقُومُونَ فِي الصَّفِّ إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

-"ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও কুফাবাসী ওলামায়ে কেরামগণ বলেছেন, মুয়াজ্জিন যখন,'হাইয়া আলাচ্ছালা' বলবে তখন সকলে দাড়াঁবে।" বুঝা গেল ইসলামের ইলমের প্রাণকেন্দ্র কুফার সকল লোকের আমলই ছিল 'হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ' বলার সময় দাঁড়াতেন। অথচ কুফার অসংখ্য সাহাবী তাবেয়ী অবস্থান করেছিল।

৬. মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মেরকাতের ২য় খন্ডের ৫২২নং পৃষ্টায় আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) লিখেন-

وَلِذَا قَالَ أَئِمَّتُنَا: وَيَقُومُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

-"আমাদের হানাফী মাযহাবের ইমামগণ বলেছেন, 'হাইয়া আলাচ্ছালা বলার সময় ইমাম ও মুসল্লিগণ নামাযের জন্য দাড়িঁয়ে যাবেন।"

৭. বিখ্যাত হানাফী ফিকহের নির্ভরযোগ্য কিতাব মুহিতুল বুরহানীতে রয়েছে-

قَالَ مُحَمَّد رَحِمَهُ الله فِي «الأصل» : إِذَا كَانَ الإِمَام مَعَ القَوْمِ فِي المَسْجِد، فَإِنِّي أُحِبُّ لَهُمْ أَن يَقُومُوا فِي الصَّفِّ إِذَا قَالَ المُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، .....فَإِنَّه يَقُومُ الإِمَامُ وَالقَوْمُ إِذَا قَالَ المُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَة رَحِمَهُمُ الله.

-"ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) তার 'আছল' নামক গ্রন্থে বলেছেন, ইমাম যখন মুসল্লীদের সাথে মসজিদে উপস্থিত থাকেন আমি পছন্দ করি যে তারা সকলেই হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলার সময়ে দাঁড়াবে।.....ইমাম এবং মুসল্লী যখন মসজিদে উপস্থিত থাকবেন তখন মুয়াজ্জিন হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলার সময়ে সকলে দাঁড়াবেন। আর এই মতই গ্রহণ করেছেন মহান তিন ইমাম (আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ)।"[১৮৪]

৮. আল্লামা ইমাম জুরকানী (রহ.) লিখেন-

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: يَقُومُونَ إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

-"ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও কুফাবাসী ওলামায়ে কেরামগণ বলেছেন, মুয়াজ্জিন যখন,'হাইয়া আলাচ্ছালা' বলবে তখন সকলে দাড়াঁবে।"[১৮৫]

---

১৮৪. বুরহানুদ্দীন হানাফী, মুহিতুল বুরহানী, ১/৩৫৩পৃ.

১৮৫. ইমাম জুরকানী, শরহে মুয়াত্তায়ে মালেক, ১/২৭৯পৃ.,

৯. 'জামেউর রুমুজ ' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে-

وَيَقُومُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

-"ইকামতের সময় 'হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ' বলা হলে ইমাম ও মুসল্লিগণ সকলে দাড়িঁয়ে যাবে।"

১০. মাজমাউল আনহার কিতাবের ১ম খণ্ডের ৯১পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে-

(وَالْقِيَامُ) أَيْ قِيَامُ الْإِمَامِ وَالْقَوْمِ إِلَى الصَّلَاةِ (عِنْدَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ وَقِيلَ عِنْدَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ)

-"(দাঁড়াবে) অর্থাৎ ইমাম ও মুক্তাদি মুয়াজ্জিন যখন 'হাইয়া আলাচ্ছালাহ' বলবে কোন হানাফী ফকিহ বলেছেন, 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলবে তখন ইমাম ও মুসল্লিগণ নামাযের জন্য দাড়িঁয়ে যাবে।"

১১. 'শরহে বেকায়া' (যা আলীয়া মাদ্রাসা সমূহে আলিম শ্রেণীতে ফিকহ শাস্ত্রের পাঠ্যশালা হিসেবে পড়ানে হয় আর খারেজী মাদ্রসাসমূহে উক্ত কিতাবের নামানুসারে একটি শ্রেণীর নামকরণ করে সেখানে উক্ত কিতাব পড়ানো হয়।) কিতাবের ১ম খণ্ডের ১৩৬নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে -

يَقُومُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

-"ইমাম ও মুসল্লিগণ হাইয়া আলাচ্ছালা বলার সময় দাড়াঁবে।"

১২. কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) এর রচিত "মালাবুদ্দা মিনহু" কিতাবের বাংলায় তরজমাকৃত গ্রন্থের ৩৯ নং পৃষ্ঠায় "সুন্নত তরীকায় নামায আদায়" অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে- حَيَّ عَلَى الصَّلَاة -"হাইয়া আলাচ্ছালাহ" বলার সময় ইমাম ও মুক্তাদি উভয়েই দাড়াঁবে।"

আবার কোন কোন কিতাবে "হাইয়া আলাল ফালাহ" বলার সময় দাড়াঁনোর কথাও বলা হয়েছে। যেমন-

১৩. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ "ফাতহুল বারী" এর ২য় খণ্ডের ১২০ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يَقُومُونَ إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

-"ইমাম আবু হানীফা (রহমতুল্লাহি আলায়হি) হতে বর্ণিত আছে, যখন মুয়াজ্জিন "হাইয়া আলাল ফালাহ" বলবে তখন সকলে দাড়াঁবে।"

১৪. আল্লামা কাস্তাল্লানী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) স্বীয় "ইরশাদুস সারী লি শরহি সহীহিল বোখারী" গ্রন্থের ২য় খন্ডের ২১ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন-

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَقُومُ فِي الصَّفِّ عِنْدَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

-"ইমাম আবু হানীফা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে বর্ণিত আছে, ইমাম "হাইয়া আলাল ফালাহ্" বলার সময় দাড়াঁবে।"

১৫. ইমাম ইবনে রযব হাম্বলী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেন-

وَالثَّالِثُ: إِذَا قَالَ: ((حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ)) . وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ، وَمُحَمَّد.

-"এ বিষয়ে তৃতীয় মত হল, মুয়াজ্জিন যখন 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলবেন তখন দাঁড়াবেন। আর এটিই গ্রহণ করেছেন ইমাম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও ইমাম মুহাম্মদ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)।"[১৮৬]

১৬. আল্লামা আব্দুর রহমান জাযরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় "আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরাবায়া" গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৪৯০ নং পৃষ্ঠায় বলেন-

الحَنَفِيَّة قَالُوا: يَقُوْمُ عِنْدَ قَوْلِ الْمُقِيم: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

-"হানাফী মাযহাব ঃ তারা (হানাফী মাযহাবের ইমামগণ) বলেন, মুয়াজ্জিন "হাইয়া আলাল ফালাহ্" বলার সময় মুসল্লিগণ দাড়াঁবে।"

১৬. হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফিকহের কিতাব "নুরুল ইজাহ" গ্রন্থের ৫২নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে-

وَالْقِيَامُ حِيْنَ قِيْلَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

-"নামাযের আদব বা নিয়ম হল, যখন মুয়াজ্জিন "হাইয়া আলাল ফালাহ" বলবে তখন ইমাম ও মুসল্লিগণ সকলে দাড়িঁয়ে যাবে।"

১৭. শরয়ে বেকায়া গ্রন্থের ১৩৬নং পৃষ্ঠায় ১৫ নং হাশিয়া বা পার্শ্বটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে-

اذا دخل المسجد يكره له انتظار الصلوة قائما بل يجلس في موضع ثم يقوم عند حي على الفلاح وبه صرح في جامع المضمرات

-"যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন দাড়াঁনো অবস্থায় নামাজের জন্য অপেক্ষা করা মাকরূহ বরং সে নামাযের স্থানে বসে পড়বে। অতঃপর মুয়াজ্জিন যখন "হাইয়া আলাল ফালাহ" বলবে তখনই দাড়িঁয়ে যাবে। এ মাসআলা "জামিউল মুযমিরাত" কিতাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।"

১৮. হানাফী মাযহাবের অন্যতম ফতোয়ার কিতাব "ফতোয়ায়ে আলমগীরী" গ্রন্থোর ১ম খণ্ডের ৫৭ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে-

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ عِنْدَ الْإِقَامَةِ يُكْرَهُ لَهُ الِانْتِظَارُ قَائِمًا وَلٰكِنْ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ إِذَا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ قَوْلَهُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ. إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ غَيْرَ الْإِمَامِ وَكَانَ الْقَوْمُ

১৮৬. ইমাম ইবনে রযব হাম্বলী, ফতহুল বারী, ৫/৪১৮পৃ.

مَعَ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَقُومُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ

-"ইকামত চলাকালে কোন মুসল্লি মসজিদে প্রবেশ করলে দাড়িঁয়ে নামাযের জন্য অপেক্ষা করা মাকরূহ। বরং সে বসে যাবে এবং মুয়াজ্জিন যখন "হাইয়া আলাল ফালাহ" বলবে তখন উঠে দাড়াঁবে। এরূপই "মুযমিরাত" কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। যদি মুয়াজ্জিন ইমাম ছাড়া অন্য কেউ হয় এবং মসজিদে ইমাম ও মুসল্লিগণ সকলেই উপস্থিত থাকেন এমতাবস্থায় আমাদের তিন ইমাম তথা আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহিমাহুল্লাহ) এর মতে মুয়াজ্জিন যখন "হাইয়া আলাল ফালাহ" বলবে তখন ইমাম ও মুসল্লিগণ সকলেই দাড়িঁয়ে যাবেন। আর এটাই হলো সহীহ বা বিশুদ্ধ মত।"

১৯. ইকামত চলাকালীন কোন মুসল্লি মসজিদে আসলে তার জন্য যদি বসে যাওয়ার হুকুম হয় এবং দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর জন্য মাকরূহ হয়, তাহলে ইকামতের পূর্বে যারা মসজিদে অবস্থান করেন তাদের জন্য তো ইকামতের শুরুতে দাড়াঁনোর কোন অবকাশই নেই। এ মাসআলাটি হানাফী মাযহাবের অন্যতম ফিকহের কিতাব "হাশিয়াতুত তাহতাভী" গ্রন্থের ১/২৭৮ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে -

وَإِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ وَدَخَلَ رَجُلُ الْمَسْجِدَ فَإِنَّهُ يَقْعُدُ وَلَا يَنْتَظِرُ قِيَامًا فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ كَمَا فِي الْمُضْمَرَاتِ قُهُسْتَانِي وَيُفْهَمُ مِنْهُ كَرَاهَةُ الْقِيَامِ إِبْتِدَاءَ الْإِقَامَةِ وَالنَّاسُ عَنْهُ غَافِلُونَ

-"মুয়াজ্জিন যখন ইকামত শুরু করবে, এমতাবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে তবে সে অবশ্যই বসে পড়বে, দাড়িঁয়ে নামাযের জন্য অপেক্ষা করবে না। কেননা এ সময় দাড়িঁয়ে থাকা মাকরূহ। যেরূপ কাহাস্তানীর "মুযমিরাত" কিতাবেও উল্লেখ রয়েছে এবং এর দ্বারা এ বিষয়টিও বুঝা গেল, ইকামতের শুরুতেই দাঁড়িয়ে থাকা মাকরূহ অথচ এ ব্যাপারে লোকজন (মুসল্লিগণ) একেবারেই উদাসীন।"

২০. হানাফী মাযহাবের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ ফতোয়ার কিতাব "ফতোয়ায়ে শামী" এর ১ম খণ্ডের ৪০০ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে-

وَيُكْرَهُ لَهُ الِانْتِظَارُ قَائِمًا، وَلَكِنْ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ إِذَا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ انْتَهَى هِنْدِيَّةٌ عَنْ الْمُضْمَرَاتِ.

www.sahihaqeedah.com

-"ইকামতের সময় দাড়িয়ে নামাযের জন্য অপক্ষো করা মাকরূহ বরং বসে পড়বে। অতৎপর মুয়াজ্জিন যখন "হাইয়া আলাল ফালাহ" বলবে তখন নামাযের জন্য দাড়াঁবে। এটি ফতওয়ায়ে হিন্দীয়া (আলমগীরী) প্রণেতা মুযমারাত কিতাব থেকে নকল করেছেন।"

২১. "ফতোয়ায়ে বাজ্জাজিয়াহ" এর কিতাবুস সালাত অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে

دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَهُوَ يُقِيمُ يقعد ولا يقف قَائِمًا

-"মুয়াজ্জিন ইকামত দেয়া অবস্থায় কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে বসে যাবে, দাড়িঁয়ে অপেক্ষা করবে না।" (ফতোয়ায়ে আলমগীরীর পার্শ্ব টীকা হিসেবে মুদ্রিত চতুর্থ খণ্ড পৃষ্ঠা নং ২৫)

২২. আহলে হাদিস আযিমাবাদী উল্লেখ করেছেন-

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يَقُومُونَ إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

-"ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর অভিমত হল মুসল্লিগণ 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার সময়ে দাঁড়াবেন।"[১৮৭]

২৩. আহলে হাদিস আব্দুর রাহমান মোবারকপুরী লিখেন-

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يَقُومُونَ إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

-"ইমামে আযম আবু হানিফা (রহ.) এর সমাধান হল, মুসল্লিগণ 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার সময়ে নামাযের জন্য দাঁড়াবেন।"[১৮৮]

২৪. ইমাম ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন-

وقال أبو حنيفة، ومحمد: يقومون فى الصف إذا قال المؤذن: حى على الفلاح

-"ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর অভিমত হল, মুয়াজ্জিন যখন 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলবেন তখন সকলে (ইমাম মুসল্লি) নামাযের উদ্দেশ্যে) দাঁড়াবেন।"[১৮৯]

২৫. ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) উল্লেখ করেন-

وَقَالَ زفر: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قد قَامَت الصَّلَاة، مرَّة قَامُوا

-"ইমাম আযমের প্রসিদ্ধ ছাত্র ইমাম যুফার (রহ.) বলেন, মুয়াজ্জিন যখন ক্বাদকামাতিস সালাহ প্রথম বার বলবে তখন মুসল্লিগণ দাঁড়াবেন।"[১৯০]

২৬. ইমাম কাযি আয়্যায (৫৪৪হি.) লিখেন-

---

১৮৭. আযিমাবাদি, আওনুল মাবুদ, ২/১৭৩পৃ.

১৮৮. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজি, ৩/১৬৫পৃ.

১৮৯. ইমাম ইবনে বাত্তাল, শরহে সহিহুল বুখারী, ২/২৬৪পৃ.

১৯০. ইমাম আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৫/১৫৪পৃ.

وذهب الكوفيون إلى أنهم يقومون في الصف إذا قال: حي على الفلاح

-"কুফাবাসীর (ইমাম আযম ও তাঁর অনুসারীদের) অভিমত হল, মুয়াজ্জিন যখন 'হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ' বলবে তখন সকলে কাতারে দাঁড়াবে।"[১৯১]

২৭. ইমাম সারাখসী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেন-

فإن كان الإمام مع القوم في المسجد، فإني أحب له أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذن حي على الفلاح، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام والقوم جميعا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وإن أخروا التكبير حتى يفرغ المؤذن من الإقامة جاز وقال أبو يوسف رحمه الله لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة

-"ইমাম যখন মসজিদে মুসল্লীদের সাথে থাকবেন আমি তখন পছন্দ করি সকলে 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার সময়ে দাঁড়াবে। আর যখন মুয়াজ্জিন ক্বাদকামাতিস সালাহ বলবেন তখন ইমাম তাকবীরে তাহরীমা বলবেন। মুয়াজ্জিন শেষ পর্যন্ত বলবেন তারপর তাকবীরে তাহরীমা বলবে এটাও বৈধ। এটাই ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর অভিমত। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর অভিমত হল, ইকামত শেষ না হলে ইমাম তাকবীরে তাহরীমা বলবে না।"[১৯২] তাকবীরে তাহরীমা কখন বলবে এ বিষয়টি ইতিপূর্বে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছি তাই আর দ্বিতীয়বার আলোচনা করতে চাই না।

২৮. "ফতোয়ায়ে রিজভিয়্যাহ এর ২য় খণ্ডের ৩৯১ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

کھڑے ہو کر تکبیر سنا مکروہ ہے یہانتک کہ علما حکم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں ایا اور تکبیر ہو رہی ہے وہ اس کی تمام تک کھڑا نہ رہے بلکہ بیٹھ جائے یہانتک کہ مکبر حی علی الفلاح تک پہنچے اس وقت کھڑا ہو۔

-"ইকামতের শুরুতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইকামত শোনা মাকরূহ। এমনকি ওলামায়ে কেরাম আদেশ দিয়েছেন, ইকামত চলাকালিন সময়ে কোন ব্যক্তি যদি মসজিদে আসে তাহলে ইকামত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে না, বরং সে বসে যাবে এবং "হাইয়া আলাল ফালাহ" বলার সময় দাড়াঁবে।"

২৯. "বাহারে শরীয়ত" গ্রন্থের ১ম ভলিউমের ৩য় খণ্ডের ৩৪ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

---

১৯১ .ইমাম কাযি আয়্যায, ইকমালু মুয়াল্লিম বি ফাওয়াইদুল মুসলিম, ২/৫৫৭পৃ.

১৯২ . ইমাম সারাখসী, আল-মাবসুত, ১/৩৯পৃ.

اقامت کی وقت کوئی شخص ایا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے بلکہ بیٹھ جائے جب حی علی الفلاح پر پہنچے اس وقت کھڑا ہو یوہیں جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بھی بیٹھے رہیں اس وقت اٹھیں جب مکبر حی علی الفلاح پر پہنچے یہی حکم امام کے لئے ہے (عالمگری) اجکل اکثر جگہ رواج پر گیا ہے کہ وقت اقامت سب لوگ کھڑے رہتے ہیں لکہ اکثر جگہ تو یہاں تک ہے کہ جب تک امام مصلی پر کھڑا نہ ہو اس وقت تک تکبیر نہیں کہی جاتی یہ خلاف سنت ہے

-"ইকামত চলাকালে যদি কোন ব্যাক্তি মসজিদে প্রবেশ করে তবে সে দাড়িয়ে নামাযের জন্য অপেক্ষা করলে তা মাকরূহ হবে বরং সে বসে যাবে আর মুয়াজ্জিন যখন "হাইয়া আলাল ফালাহ" বলবে তখন উঠে দাঁড়িয়ে যাবে। অনুরূপ যেসব লোক পূর্ব থেকেই মসজিদে উপস্থিত থাকে, তারাও বসে থাকবে। যখন মুকাব্বির "হাইয়া আলাল ফালাহ" বলবে তখন দাড়াঁবে। ইমামের বেলায়ও একই বিধান প্রযোজ্য। (আলমগীরী) আজকাল অনেক জায়গায়ই এ প্রথা হয়ে গেছে যে, ইকামতের সময় সব লোক দাঁড়িয়ে থাকে। বরং অনেক জায়গায় ইমাম জায়নামাযের উপর না দাড়াঁন পর্যন্ত ইকামত দেয়া হয় না। ইহা সুন্নাতের পরিপন্থি।"

নোট ঃ "হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ" বলার সময় দাড়াঁনো বা "হাইয়া আলাল ফালাহ" বলার সময় দাড়ানো এ উভয় বর্ণনার মধ্যে মূলতঃ কোন দ্বন্দ্ব নেই। কারণ উভয় বর্ণনার অর্থ হলো "হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ" বলার সময় দাড়াঁনো শুরু করবে এবং "হাইয়া আলাল ফালাহ"বলার মধ্যে দাড়াঁনো শেষ করবে। তাই কোন কিতাবে দাড়াঁনোর প্রথম "হাইয়া আলাচ্ছালা" আবার কোন কোন কিতাবে দাড়াঁনোর শেষ সময় "হাইয়া আলাল ফালাহ"-এর সময় দাড়াঁনোর কথা বলা হয়েছে। অথবা "হাইয়া আলাচ্ছালা" বলার শেষের দিকে দাড়াঁতে শুরু করবে এবং "হাইয়া আলাল ফালাহ" বলার প্রারম্ভে দাড়াঁনো শেষ করবে। এভাবে উভয় মতের উপর আমল হয়ে গেল, কোন বিরোধ থাকলো না। (দেখুন 'ফতোয়ায়ে রজবিয়্যাহ' ২য় খণ্ড, ৩৯১ নং পৃষ্ঠা)

এক নজরে বাকি চার মাযহাবের ইমামদের অবস্থান ঃ

পৃথিবীতে অনেক মাযহাবই ছিল কিন্তু সর্বশেষ চার মাযহাব স্থীরভাবে অবস্থান করে। কারণ চার মাযহাবের ইমামদের থেকে সুবিস্তারে শরিয়তের সকল মাস'য়ালার সমাধানে যথেষ্ট কিতাবাদি হয়েছে। ইতিপূর্বে হাদিসের পাশাপাশি হানাফি ফিকহের আলোকে এ মাস'য়ালার বিষয়ে বিভিন্ন দলিলের আলোকে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। এবার আমরা পৃথিবীর আরও বিখ্যাত

মুজতাহিদ ও ইমামের অভিমত এই মাস'য়ালার বিষয়ে কী অভিমত পেশ করেছেন তা তালাশ করবো।
আরো উল্লেখ থাকে যে, আমাদের হানাফী মাযহাব ব্যতীত অন্য তিন মাযহাবের কোন ইমামও ইকামতের পূর্বে দাঁড়িয়ে থাকার ব্যাপারে কোন অভিমত ব্যক্ত করেননি। এমনকি ইমাম শাফেয়ী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর অভিমত হলো-ইকামত শেষ না হওয়া পর্যন্ত না দাঁড়ানো মুস্তাহাব।

হাম্বলী মাযহাবের অবস্থান ঃ

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) যিনি ৬ লক্ষ হাদিসের হাফেজ ছিলেন। তিনি এ মাসয়ালার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন যে-

وَقَالَ أَحْمد: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّن: قد قَامت الصَّلَاة، يقوم.

-"ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, মুয়াজ্জিন যখন ক্বাদকামাতিস সালাহ বলবেন তখন মুসল্লিগণ দাঁড়াবেন।"[১৯৩]
ইমাম কাস্তাল্লানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেন-

وَقَالَ أَحْمَدُ إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ.

-"ইমাম আহমদ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর অভিমত হল যে, মুয়াযি্যন যখন হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ তখন মুসল্লী দাঁড়াবে।"[১৯৪]
ইমাম নববী আশ্-শাফেয়ী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْكُوفِيُّونَ يَقُومُونَ فِي الصَّفِّ

إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

-"ইমাম আহমদ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি), ইমাম আবু হানিফা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এবং কুফাবাসীর অভিমত হল মুয়াজ্জিন যখন 'হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ' বলবে তখন নামাযের জন্য কাতারে দাঁড়াবে।"[১৯৫] এমনটি আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখ করেছেন।[১৯৬]

মালেকী মাযহাবের অভিমত ঃ

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখ করেন-

---

১৯৩. ইমাম আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৫/১৫৪পৃ.
১৯৪. ইমাম কাস্তাল্লানী, ইরশাদুস সারী শরহে সহিহুল বুখারী, ২/২১পৃ.
১৯৫. ইমাম নববী, শরহে মুসলিম, ৫/১০৩পৃ.
১৯৬. ইমাম আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৩/২২৫পৃ.

www.sahihaqeedah.com

وَهُوَ قَول أَبِي يُوسُف، وَعَن مَالك رَحمَه الله تَعَالَى: السّنة فِي الشُّرُوع فِي الصَّلَاة بعد الْإِقَامَة وبداية اسْتِوَاء الصَّف.

-"ইমাম আবু ইউসুফ (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও ইমাম মালেক (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর এ বিষয়ে অভিমত হল, সুন্নাত হল ইকামতের পরে নামায শুরুর পূর্বেই দাঁড়াবে এবং প্রথমে কাতারে বসে থাকবে।"[১৯৭]

ইমাম ইবনে রযব হাম্বলী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তিনি আরও উল্লেখ করেন-

والرابع: إذا فرغت الاقامة، وحكي عن مالك، والشافعي.

-"চতুর্থ অভিমত হল ঃ যখন মুয়াযিযন ইকামত থেকে অবসর গ্রহণ করবেন তখন দাঁড়াবে। আর এটি ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ও ইমাম শাফেয়ী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে বর্ণিত আছে।"[১৯৮]

শাফেয়ী মাযহাবের অবস্থান ঃ

ক. ইমাম ইবনুল বার্ (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) উল্লেখ করেন-

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَدَاوُدَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ يَقُومُونَ فِي الصَّفِّ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

-"ইমাম শাফেয়ী, দাউদ, আবু হানিফা, আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর অভিমত হল, ইমাম যখন মুসল্লিদের সাথে মসজিদে অবস্থান করবেন তখন সকলেই 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার সময় দাঁড়াবেন।"[১৯৯]

খ. তবে ইমাম ইবনুল বার্ (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর ৪ শত বছর পরে এসে ইমাম নববী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) স্বীয় 'শরহে মুসলিম' গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ১০৩ নং পৃষ্ঠায় লিখেন-

فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَطَائِفَةٍ أَنَّهُ يستحب أن لا يَقُومَ أَحَدٌ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْإِقَامَةِ

-"ইমাম শাফেয়ী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও একদল ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো মুয়াজ্জিনের ইকামত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ নামাযের জন্য দাঁড়াবে না। আর এটাই মুস্তাহাব।" তবে এই মতটিই সবচেয়ে সুপ্রসিদ্ধ।

---

১৯৭. ইমাম আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৫/১৫৩-১৫৪পৃ.

১৯৮. ইমাম ইবনে রযব হাম্বলী, ফতহুল বারী শরহে সহীহুল বুখারী, ৫/৪১৮পৃ.

১৯৯. ইমাম ইবনুল বার্, আত-তামহীদ, ৯/১৯০পৃ. আল-ইস্তিযকার, ১/৩৯২পৃ.

গ. তবে ইমাম নববী (রহ.) এর ন্যায় ইমাম কাস্তাল্লানী আশ্-শাফেয়ী (রহ.) উল্লেখ করেন-

فقال الشافعي، والجمهور: عند الفراغ من الإقامة، وهو قول أبي يوسف.

-"ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এবং জমহুর ওলামার মত হল ইকামত শেষ না হলে মুসল্লী দাঁড়াবে না। আর এটি ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এর অভিমত।"[২০০] তাই প্রমাণিত হয়ে গেল চার ইমামের কোন ইমামই ইকামতের শুরুতেই দাঁড়ানোর পক্ষে ছিলেন না।

ঘ. ইমাম তিরিমিযি (রহ.) একটি পরিচ্ছেদ কায়েম করেন-

بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ النَّاسُ الإِمَامَ وَهُمْ قِيَامٌ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ

-"নামাযের শুরুতেই (ইকামতের সময় দাঁড়ানো) ইমামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা অপছন্দনীয়।"[২০১]

ঙ. ইমাম মানাভী (রহ.) বলেন-

إذا سمعتم المؤذن يقول قد قامت الصلاة فقوموا

-"যখন মুয়াযিযন 'ক্বাদকামাতিস সালাহ' বলবেন অতঃপর মুসল্লীগণ দাঁড়াবেন।"[২০২]

চ. ইমাম বাগভী (রহ.) লিখেন-

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَنْتَظِرَ النَّاسُ الإِمَامَ وَهُمْ قِيَامٌ.

-"একদল আহলে ইলম (ইলমে ফিক্হ ও ইলমে হাদিসে বিজ্ঞ জ্ঞানীগণ) ইমামের জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করাকে মাকরুহ বলেছেন।"[২০৩]

মুসলিম ভাইদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ !

উপরোক্ত হাদীস ও তার ব্যাখ্যা এবং ফিকহ শাস্ত্রেও অসংখ্য কিতাবের আলোকে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট প্রমাণিত হলো-ইকামতের শুরুতে দাড়িঁয়ে না থেকে বসে থাকাই সুন্নতে রাসূল ﷺ ও সুন্নতে সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এবং জগৎ বিখ্যাত চার মুজতাহিদ ইমাম ও ফকীহগণের সিদ্ধান্ত এবং অনুসৃত আমল। আপনি যদি কোথাও কোন মসজিদে এই সুন্নাত বিরোধী কাজ দেখেন, তাহলে

---

২০০. ইমাম কাস্তাল্লানী, ইরশাদুস সারী শরহে সহিহুল বুখারী, ২/২১পৃ.
২০১. ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান, ১/৭৩১পৃ. পরিচ্ছেদ নং. ৪১৫
২০২. মানাভী, ফয়যুল কাদীর, ১/৩৭৯পৃ. হা/৬৯২
২০৩. বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ২/৩১৩পৃ. হা/৪৪০

আপনি চেষ্টা করুন যেন সুন্নাতটি জিন্দা করা যায়। আমাদের অসংখ্য ইমামরা আজ এই বিষয়টি নিয়ে গাফেল। অনেক ইমাম বিষয়টি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ না জানার কারণেই এই সুন্নাত বিরোধী কাজ আমাদের মসজিদগুলোতে প্রতি নিয়তই ঘটাচ্ছেন। আমাদের দেওবন্দী আলেমদের সাথে এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের সাথে কোন দ্বন্দ নেই। কিন্তু উনাদের মসজিদগুলোতে উনারা নিজেদেরকে হানাফী মাযহাবের অনুসারী বলে দাবী করে আজ ইলমের খিয়ানত করে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। আল্লাহর দরবারে কী জবাব দিবেন হাশরের ময়দানে? যাই হোক আমার দায়িত্ব সকলকে সত্য পৌঁছিয়ে দেওয়া। তাই পাঠকবর্গের প্রতি আকুল আবেদন আপনারা যার যার অবস্থান থেকে এই সুন্নাতকে জিন্দা করতে চেষ্টা করা। এই ফিতনার যামানায় একটি মৃত সুন্নাতকে জিন্দা করা ১০০ শত শহীদের সাওয়াব লাভ হবে। এই বিষয়ে উৎসাহ দেওয়ার জন্য কয়েকটি হাদিসে পাক উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি।

প্রথম বর্ণনা ঃ রাসূল ﷺ স্বীয় সুন্নত কে ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে পালন করার ফযিলত সম্পর্কে ইরশাদ করেন-

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ

-"হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের ফিতনা-ফাসাদের যুগে আমার কোন সুন্নত আঁকড়িয়ে ধরবে বা আমল করবে তাকে একশত শহীদের সমপরিমাণ সাওয়াব দেয়া হবে।"[২০৪] বর্তমান যুগ হল ফিতনা ফ্যাসাদ বিদ'আত ও ফাসেকী পাপাচারে ভরা যুগ; আর এই যুগের ইঙ্গিই নবীজী এই হাদিসে দিয়েছেন। যেমন আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (رحمه الله) এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেন-

(بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي) أَيْ: عِنْدَ غَلَبَةِ الْبِدْعَةِ وَالْجَهْلِ وَالْفِسْقِ فِيهِمْ

-"(ফ্যাসাদের যামানায় একটি সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা) অর্থাৎ যেই সময়ে বিদ'আত, জিহালাত (মূর্খতা) এবং ফাসেকী (পাপাচার) বেড়ে যাবে।"[২০৫] উপরের এই হাদিসটি 'হাসান' পর্যায়ের।

---

২০৪ . খতিব তিবরিযি, মিশকাত শরীফ, (ভারতীয়) পৃষ্ঠা নং-৩০, ১/৩৮পৃ. হা/১০৯, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন

২০৫ .মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ১/২৬২পৃ. হা/১৭৬

দ্বিতীয় বর্ণনা ঃ তবে এই হাদিসটি ইমাম বায়হাকী (রহঃ) অন্য সনদে তথা এভাবে সংকলন করেন-

عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ

-"তাবে-তাবেয়ী আব্দুল্লাহ ইবনে নাজিহ (রহঃ) তিনি মুজাহিদ (রহঃ) হতে তিনি সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে তিনি রাসূল (ﷺ) হতে তিনি বলেন, উম্মতের ফিতনা-ফাসাদের যুগে আমার কোন সুন্নত আকড়িঁয়ে ধরবে বা আমল করবে তাকে একশত শহীদের সমপরিমাণ সাওয়াব দেয়া হবে।"[২০৬] এই সনদের অন্যতম রাবী আব্দুল্লাহ ইবনে নাযিহ (রহঃ) সিকাহ হওয়া সম্পর্কে সকলেই একমত। অপরদিকে তিনি বুখারী মুসলিমের রাবী। ইমাম আদি (রহঃ) এই সনদটি প্রসঙ্গে বলেন- وَأَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ -"আমি আশাবাদী তাঁর (হাসান ইবনে ইয়াযিদ) এর এই হাদিস গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।"[২০৭]

তৃতীয় বর্ণনা ঃ ইমাম আবু নুয়াইম (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ

-"ইমাম আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, উম্মতের ফিতনা-ফাসাদের যুগে আমার কোন সুন্নত আকড়িঁয়ে ধরবে বা আমল করবে তাকে একটি শহীদের সমপরিমাণ সাওয়াব দেয়া হবে।"[২০৮] তবে এই সনদটি যঈফ। এই হাদিস বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আপনারা আমার লিখিত **'প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন'** ২য় খণ্ড দেখুন সেখানে এই হাদিস বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

রাসূল ﷺ তাঁর সুন্নত কে ছোট করে দেখা বা কৌশলে বর্জনের পরিণতি খুবই ভয়াবহ। এ সম্পর্কে হাদিসে পাকে এসেছে-

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَعَنْتُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ يُجَابُ:..... وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي

---

২০৬ .ইমাম বায়হাকী, যুহদুল কাবীর, ১১৮পৃ. হা/২০৭

২০৭ .ইমাম আদি, আল-কামিল, ৩/১৭৪পৃ. ক্রমিক. ৪৬০

২০৮ .ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/২০০পৃ.

www.sahihaqeedah.com

-"ছয় প্রকার ব্যক্তির উপর আমার ও আল্লাহর লা'নত বা অভিশাপ রয়েছে। এবং প্রত্যেক নবীর প্রার্থনাই (আল্লাহর দরবারে) মকবুল। (অভিশাপকৃত ছয় প্রকার ব্যক্তির সর্বশেষ যাদের আলোচনা করেছেন তারা হলো) যারা আমার সুন্নত বর্জন করে।"[২০৯]

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো রাসূল ﷺ এর সুন্নত বর্জনকারীর উপর আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ এর অভিশাপ রয়েছে।

উদ্ধৃত হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় হানাফী মাযহাবের জগৎ বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) স্বরচিত মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'মিরকাত' বলেন-

(وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي) أَيِ: الْمُعْرِضُ عَنْهَا بِالْكُلِّيَّةِ، أَوْ بَعْضِهَا اسْتِخْفَافًا وَقِلَّةَ مُبَالَاةٍ كَافِرٌ وَمَلْعُونٌ، وَتَارِكُهَا تَهَاوُنًا، وَتَكَاسُلًا عَنِ اسْتِخْفَافٍ عَاصٍ

-"রাসূল ﷺ এর সুন্নত পরিহার করা সমষ্টিগত বা আংশিক যাই হোক, উহা যদি কেউ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও হালকা মনে করে এবং কোনো প্রকার ভয়-ভীতি না করে বর্জন করে তবে সে কাফির এবং অভিশপ্ত হবে। আর যদি কোন সুন্নত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে নয় বরং অলসতা করে বর্জন করে তাহলে সে শুধু পাপী হবে।"[২১০]]

ইকামতের পরে কী কাতার সোজা করার কথা বলা যায় না?

আমাদের দেওবন্দী ও আহলে হাদিস মৌলভীগণ কাতার সোজা করার গুরুত্ব দেখাতে গিয়ে এই অযুহাতে ইকামতের সময় দাড়াঁনোর সুন্নত নিয়মকে পরিহার করে ইকামতের পূর্বেই দাড়িঁয়ে যান। তাদের জ্ঞাতার্থে বলতে চাই, কাতার সোজা করার কথা কখন বলবে তাও হাদীস শরীফে বর্ণনা রয়েছে। সত্য গোপকারী হওয়ার কারণে এই হাদিসগুলো লোক সমাজে বলছে না এবং নিজেও আমল করছেন না। রাসূল (ﷺ) কাতার সোজার কথা বলেছেন এবার এ বিষয়ক কিছু হাদিসে পাক উপস্থাপন করতে চাই।

عن أَنَسٍ قَالَ: أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي

---

২০৯. খতিব তিবরিযি, মিশকাত শরীফ, ১/৩৮পৃ., হা/১০৯ ভারতীয় পৃ. ২২, বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৫/৪৬৪পৃ. হা/৩৭২১

২১০. মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ১/১৮৪পৃ. হা/১০৯

-"হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, নামাযের ইকামত দেয়া হল তখন নবী করীম ﷺ আমাদের দিকে স্বীয় চেহারা মোবারক ফিরিয়ে বলেন, তোমরা পরস্পর মিলে মিশে দাড়িঁয়ে কাতার সোজা কর। নিশ্চয়ই আমার পিছনের দিক থেকেও আমি তোমাদের দেখতে পাই।"[২১১] এই হাদিসে দেখুন রাসূল (ﷺ) ইকামত শেষ হওয়ার পরেই কাতার সোজার ঘোষণা দিলেন।

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) সংকলন করেন-

أَبُو الْقَاسِمِ الْجَدَلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، يَقُولُ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلَاثًا

-"হযরত আবুল কাসেম জাদালী (রহঃ) তিনি বলেন, হযরত নু'মান বিন বশীর (রাঃ) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, নামাযের ইকামত দেয়া হল তখন নবী করীম ﷺ আমাদের দিকে স্বীয় চেহারা মোবারক ফিরিয়ে বলেন, তোমরা পরস্পর মিলে মিশে দাড়িঁয়ে কাতার সোজা কর।.... ।"[২১২]

এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হল যে রাসূল (ﷺ) ইকামত শেষ হলেও তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলতেন না, কাতার সোজার নসিহত করতেন। রাসূলের আমলের বিরুদ্ধে কোন ফাতওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল কাতার সোজা করা কথা ইকামতের শেষেই বলা সুন্নত।

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) সংকলন করেন-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي

-"হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) ইকামতের পরে তাকবীরে তাহরীমা বলার পূর্বে তাঁর চেহাড়া আনওয়ার সাহাবীদের দিকে ফিরালেন অতঃপর বললেন, তোমরা পরস্পর মিলে মিশে দাঁড়িয়ে কাতার সোজা কর। নিশ্চয়ই আমার পিছনের দিক থেকেও আমি তোমাদের দেখতে পাই।"[২১৩]

---

২১১ . ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ১/১৪৫পৃ. হা/৭১৯, ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৯/৬৯পৃ. হা/১২০১১, ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ২/৩৩পৃ. হা/২২৮৯, বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ৩/৩৬৫পৃ. হা/৮০৭, খতিব তিবরিযি, মিশকাতুল মাসাবীহ, ১/৩৪০পৃ. হা/১০৮৬

২১২ . ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ১/১২৩পৃ. হা/৩৫৭, ইমাম বায্যার, আল-মুসনাদ, হা/৩২৮৫, সহীহ ইবনে খুযায়মা, ১/৮২পৃ. হা/১৬০, সুনানে আবি দাউদ, হা/৬৬২, ইমাম ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, হা/২১৭৬

২১৩ . ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ২/৩৩পৃ. হা/২২৮৮

এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হল যে রাসূল (ﷺ) ইকামত শেষ হলেও তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলতেন না, কাতার সোজার নসিহত করতেন। ইমাম বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এবং ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) সংকলন করেন-

عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَإِذَا جَاءُوهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ كَبَّرَ

-''তাবেয়ী না'ফে (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তিনি ইবনে উমর (رضي الله عنه) হতে তিনি তাঁর সম্মানিত পিতা ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (رضي الله عنه) সম্পর্কে বলেন, তিনি (ইকামতের পরে) কাতার সোজার আদেশ দিতেন। অতঃপর যখন কাতার সোজার সংবাদ আসতেন তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলতেন।''[২১৪]

ইমাম বোখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) স্বীয় বোখারী শরীফের ১ম খণ্ড, ১৪৫ নং পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায়ের নাম রেখেছেন

بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ الإِقَامَةِ وَبَعْدَهَا

-''ইকামত চলাকালীন সময়ে বা তারপর কাতার সোজা করার প্রসঙ্গে।'' ইমাম বোখারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর উক্ত বাব বা অধ্যায়ের শিরোনাম দ্বারা বুঝা গেল কাতার সোজা করার বিষয়টি ইকামত চলাকালীন সময় বা তার পরে আসবে।

ইকামত শুরু করার পূর্বে নয়। যেমনটি আমরা হানাফীগণ ইকামত চলাকালীন সময় 'হাইয়্যা আলাচ্ছাহ' বলার সময় দাঁড়ানোর হুকুম দিয়েছেন। এছাড়া বাকি তিন মাযহাবের ইমামরাও এই ফাতওয়া দিয়েছেন যে ইকামতের শুরতেই দাঁড়াবে না।

সুতরাং প্রমাণিত হল ইকামতের পূর্বেই কাতার সোজা করার জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়ার কোন বিধান নেই। এ জন্যই আমাদের মাযহাবের অন্যতম ইমাম মুহাম্মদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) লিখেন-

قَالَ: مُحَمَّدٌ، يَنْبَغِي لِلْقَوْمِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ أَنْ يَقُومُوْا اِلَى فَيُصَفُّوْا وبسووا الصفوف ويحاذوا بين المناكب

-''মুসল্লিগণের জন্য উচিত, যখন মুয়াজ্জিন "হাইয়া আলাল ফালাহ" বলবে তখন নামাযের জন্য দাড়াঁবে এবং কাতার বন্দী হয়ে সোজা করবে এবং কাধেঁর সাথে কাঁধ বরাবর করবে।''[২১৫]

---

২১৪ .ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ২/৩৪পৃ. হা/২২৯২, ইমাম মালেক, আল-মুয়াত্তা, ২/২১৯পৃ. হা/৫৪২, (আজমী সম্পাদিত)

২১৫. ইমাম মুহাম্মদ, আল-মুয়াত্তা, ৮৯পৃ.

ইমাম উপস্থিত থাকলে তারা কখন দাঁড়াবে?

আমরা ইতিপূর্বের আলোচনায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি ইমাম যখন মসজিদের মুসল্লিদের সাথে থাকবেন তখন 'হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ' বা হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার সময় দাঁড়াবেন। আমাদের অনেক ইমাম দাঁড়িয়ে থাকেন তার কারণে অনেক মুসল্লী তাকে ভুল অনুসরণ করে তারাও দাঁড়িয়ে যায়। এ ধরনের ইমামের বদ অভ্যাগকে রাসূল (ﷺ), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈগণ অপছন্দ করতেন। যেমন ইমাম ইমাম ইবনে আবি শায়বাহ (রহ.) সংকলন করেন-

عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، كَرِهَ إِنْ يَقُومَ الْإِمَامُ حَتَّى يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَكَرِهَ إِنْ يُكَبِّرَ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ إِقَامَتِهِ

-"হযরত হিশাম বিন ওরওয়া (রহ.) বলেন, হযরত হাসান বসরী (রহ.) মুয়াজ্জিন 'ক্বাদকামাতিস সালাহ' বলার পূর্বে ইমামের দাঁড়িয়ে যাওয়াকে অপছন্দ করতেন। এবং ইকামত শেষ না করা পর্যন্ত ইমামের তাকবীরে তাহরীমা বলাকেও অপছন্দ করতেন।"[২১৬] এই সনদটি সহীহ। তাবে-তাবেয়ী হযরত আব্দুল আ'লা (রহ.)ও সহীহ বুখারীর রাবী এবং হাফেজুল হাদিস ছিলেন।[২১৭] তাই আমাদের ইমামের উচিত তাদেরকে সঠিক বিষয়টি শিক্ষা দেওয়া।

তাকবিরে উলা পাবার লোভ দেখিয়ে ধোঁকা :

অনেকে আবার ইকামতের পূর্বে দাঁড়ানোর জন্য খোড়া যুক্তি পেশ করে বলে থাকে, ঐ সময় না দাঁড়ালে নাকি তাকবিরে উলা পাওয়া যায় না। তাই তাকবিরে উলা পাওয়ার জন্য একামতের পূর্বেই দাড়ানো প্রয়োজন। তাদের জবাবে বলতে চাই, তাকবিরে উলা পাওয়ার জন্য ইকামতের পূর্বে নামাযের জন্য দাঁড়ানোর কোন প্রয়োজন নাই। বরং দাড়ানোর সুন্নত নিয়ম অনুযায়ী 'হাইয়া আলাচ্ছালাহ' বলার সময় দাঁড়ালেও তকবিরে উলা পাওয়া যাবে। কারণ ইমাম সাহেবও ঐ একই সময়ই দাড়িঁয়ে নামাযের প্রস্তুতি নিবেন। তাই ইমামের সাথে মুসল্লিদের তাকবিরে উলা পেতে কোন অসুবিধা হবে না।

---

২১৬ . ইমাম ইবনে আবি শায়রাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৩৫৬ পৃ, হা/৪০৯০, দারুল ফিকর ইলমিয়াহ, বয়রুত, লেবানন।

২১৭ . ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১১/২৮পৃ. ক্রমিক. ১২, মুয়াস্সাতুর রিসালা, রিসালা, বয়রুত, লোবনন।

ইমামের তাকবীর থেকে কোন কোন মুসল্লি তাকবীর কিছু বিলম্ব হলেও তাকবিরে উলার সাওয়াব পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবেন না। কারণ তাকবিরে উলা পাওয়ার জন্য কিছু সময় বাকি থাকে। যেমন শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় "আশিয়াতুল লুমআত শরহে মেশকাত" গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৪৪০ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন-

علماے کہا ہے کہ اگر سبحانك اللهم میں امام کو پالے تو تکبیر اولی میں شامل ہو گیا اور بعض کے نزدیک پہلے رکعت میں شامل ہو گیا تو تکبیر اولی پانے کے لئے یہ کافی ہے۔

-"আলেমগণ বলেছেন, যদি কেউ ইমামকে সুবহানাকা আল্লাহুম্মা তথা সানা পড়ার মধ্যে পায় তাহলে সেউ তাকবিরে উলার মধ্যে শামিল হল। আবার কারো কারো নিকট প্রথম রাকাতে শরীক হওয়াই তাকবিরে উলা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট।" ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে রাসূল (ﷺ) ইকামতের অনেক পরেও কাতার সোজা করার কথা বলে তাকবীরে তাহরীমা বলেছেন। তাই আসুন আমরা রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরি।

সর্বোপুরি কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা কিয়াসের আলোকে প্রমাণিত হলো, মুয়াজ্জিন যখন ইক্বামতে 'হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ' শেষ করবেন মুসল্লিগণ তখন দাঁড়ানোই শরিয়ত সম্মত ও সুন্নাতে রাসূল (ﷺ)। সুতরাং সাম্প্রতিক যে সব মসজিদে ইক্বামতের প্রারম্ভে কাতার সোজা করার অজুহাতে দাঁড়ানোর তালিম দেয়, এই আমল সম্পূর্ণ মনগড়া ও বিদ'আতে সাইয়্যাহ। অতএব আমাদের উচিত সমস্ত যুক্তি তর্ক বাদ দিয়ে শরিয়ত সম্মত আমল করা।

আল্লাহ আমাদের তাওফিক দিন। আমিন বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালিন (ﷺ)।

www.sahihaqeedah.com